উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৭ শ্রাবণ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 23 July 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 66 APD

জেলে খাঁচায় রাখা জঙ্গির মতো আছি : ইমরান

সাতের পাতায়

সায়ন্তিকা, রেয়াতকে চিঠি রাজ্যপালের

পাঁচের পাতায়

কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টি। চা বাগানের কাজে শ্রমিকদের সবসময়ের সঙ্গী ছাতা। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

আর্থিক সমীক্ষা

সোমবার সংসদে আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। চলতি আর্থিক বছরে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৫-৭ শতাংশের মধ্যে থাকবে। ২০৩০ পর্যন্ত প্রতিবছর ৩০ লক্ষ কর্মসংস্থান।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

ময়দানে কমলা

জো বাইডেন প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করায় ডেমোক্র্যাট পার্টিতে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার দৌড় শুরু হয়েছে। সবাইকে পিছনে ফেলে প্রথম রাউন্ডে এগিয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

জঞ্জাল সমস্যা মিটল বাজারে

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। এতদিনে সেই দাবি পূরণ করার দিকে মনোযোগ দিল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। আলিপুরদুয়ার শহরের নিউমার্কেট, বড়বাজার থেকে জঞ্জাল সংগ্রহের কাজ শুরু হল সোমবার থেকে। এক্ষেত্রে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরসভার আশ্বাস, শীঘ্রই শহরের অন্যান্য বাজারেও একইভাবে জঞ্জাল সংগ্রহের কাজ শুরু হবে।

পুরসভা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সেই বাজার পুরোপুরি জঞ্জালমুক্ত হওয়ায় খুশি সেখানকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সংলগ্ন এলাকার বসিন্দারা। পুরসভার সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বড়বাজারের প্রতিদিনের জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য আটটি সবুজ পাত্র ও দুটি নীল রংয়ের বালতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ১০০ লিটারের। সবুজ পাত্রে পচনশীল জঞ্জাল ও নীল পাত্রে অপচনশীল জঞ্জাল ফেলবেন ব্যবসায়ী ও বাজারের সাফাইকর্মীরা। প্রতিদিন সকালে সেই জঞ্জাল প্রকল্প এলাকায় চলে যাবে।

নিউমার্কেট-বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পুলক মিত্র

বড়বাজারে নীল ও সবুজ বিন দেওয়া হয়েছে এসডব্লিউএম প্রকল্পে।

এভাবেই বাজারের প্রতিদিনের সংগৃহীত জঞ্জাল মাঝেরডাবরির সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প এলাকায় নিয়ে যাবেন পুরকর্মীরা। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'বড়বাজার শহরের সবচাইতে বড় বাজার। সেখান থেকে প্রতিদিনের জঞ্জাল আলাদা করে সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছে। শহরের সব বাজারেই একইভাবে জঞ্জাল সংগ্রহ করা হবে।'

বড়বাজারে জমে থাকা আবর্জনা দীর্ঘদিন ধরে বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতাদের মাথাব্যথার কারণ ছিল। সোমবার বলেন, 'সোমবার আলিপুরদুয়ার নিউটাউন বড়বাজারে প্রতিদিনের জঞ্জাল পৃথকভাবে সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছে। এতে বাজারের জঞ্জাল সমস্যা পোহাতে হবে না।'

আলিপুরদুয়ার শহরের ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ইতিমধ্যে ১৫টি ওয়ার্ড থেকে বাড়ি বাড়ি জঞ্জাল সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে নিউমার্কেট বড়বাজার রয়েছে। সোমবার বড়বাজারে পৃথকভাবে জঞ্জাল সংগ্রহের কাজ শুরু হলেও ওই ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি এখনও জঞ্জাল সংগ্রহ শুরু হয়নি। কিছুদিন আগেও বাজার থেকে জঞ্জালের স্তূপ দীর্ঘদিন না সরানোয় সেখানকার ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তখন আবার টানা বৃষ্টিও হচ্ছিল। জঞ্জালের স্তূপে প্রতিদিন বৃষ্টি পড়ায় সেখান থেকে উৎকট গন্ধ ছড়াত। বাধ্য হয়ে সেই জঞ্জালের স্তূপের পাশেই ফল সবজির পসরা নিয়ে বসতেন একাধিক ব্যবসায়ী। তবে আবজর্নার স্তূপ ঠেলে ক্রেতারা কিন্তু সেখানে খুব একটা আসতেন না।

জমা জঞ্জাল নিয়ে সেসময় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। ওই বাজারের ফল ব্যবসায়ী দীপক সরকার, টিটু সরকাররা বলেন, বড় পাত্রে এখন জঞ্জাল রাখা থাকছে। প্রতিদিন সেটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে না। এলাকায় ক্রেতারা দিব্যি আসছেন।

ওই এলাকার সবজি ব্যবসায়ী সঞ্জয় কুণ্ডু বলেন, 'জঞ্জাল নিয়ে দীর্ঘদিনের একটা সমস্যা এখানে ছিল। তবে পুরসভার নতুন উদ্যোগে জঞ্জাল থেকে আপাতত স্বস্তি মিলেছে।'

বড়বাজার যে ওয়ার্ডে রয়েছে, সেখানে এখনও বাড়ি বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ শুরু হয়নি। পুরসভার স্থানীয় কাউন্সিলার ঝুমা মিত্রর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, আর কয়েক দিনের মধ্যেই পাড়ার বাড়ি বাড়ি থেকে একইভাবে জঞ্জাল সংগ্রহ করবেন পুরসভা কর্মীরা।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে শহরের বৌবাজার থেকেও একইভাবে জঞ্জাল সংগ্রহের কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যে শহরের নিউটাউন বাজার থেকে জঞ্জাল আলাদা করে সংগ্রহ করা হচ্ছে। শহরে অপেক্ষাকৃত ছোট বাজার স্টেট ট্রান্সপোর্ট বাজার, রাধামাধব মন্দির সংলগ্ন বাজার, সুভাষপল্লি বাজারেও নীল ও সবুজ রংয়ের পাত্র দিয়ে প্রতিদিনের জঞ্জাল সংগ্রহ শুরু করবে পুরসভা।

দেশজুড়ে কার্ফিউ। স্তব্ধ জনজীবন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কোটা উঠে গেলেও স্বাভাবিক হয়নি বাংলাদেশের পরিস্থিতি। এখনও বন্ধ ইন্টারনেট। কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন গোটা দেশ। ঢাকার রাজপথে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পাহারা দিচ্ছেন সেনা জওয়ানরা। সোমবার। -এএফপি

সংস্কারের টাকা পায়নি শতাধিক স্কুল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : ঝড়-বৃষ্টিতে স্কুলের ক্ষতি হয়েছে কয়েক মাস আগে। কিন্তু এখনও সংস্কারের টাকা মেলেনি। তার ফলে কোনও স্কুলের ক্লাসরুমের চাল ফুটো। কোথাও আবার মিড-ডে মিল খাবার ঘরের চালাই উড়ে গিয়েছে। সমস্যায় পড়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার শতাধিক প্রাথমিক স্কুল।

সমস্যা অনেক রকমের। কোনও স্কুলে বৃষ্টি পড়লেই ক্লাসরুম জলে ভরে ওঠে। কোথাও কোথাও বাধ্য হয়ে দুই শ্রেণির পড়ুয়াদের এক সঙ্গে বসতে হয়। কারণ ক্লাসরুমের চাল দিয়ে জল পড়ে। শিক্ষকরা বলছেন, বারবার সংস্কারের দাবি জানিয়েও সমস্যা মেটেনি। ডিপিএসসির তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে যে, প্রতিটি সার্কেলে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে এমন স্কুলের একটা তালিকা বানানো হয়েছে। সেই তালিকা শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। জেলায় ১২টি সার্কেল রয়েছে। প্রতিটি সার্কেলে প্রায় দশটি করে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক স্কুলের নাম সেই তালিকায় রয়েছে। তাহলে মোট প্রায় ১২০টি ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের নাম পাঠানো হয়েছে। কিন্তু জেলার শিক্ষকরা বলছেন, এমন স্কুলের সংখ্যা আরও বেশি।

আলিপুরদুয়ার ডিপিএসসির চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'প্রতিটি সার্কেল থেকে ১০টি করে প্রাথমিক স্কুলের নাম সেই তালিকায় রয়েছে। অপাতত যেসব স্কুলের বেশি ক্ষতি হয়েছে, সেগুলির নামই পাঠানো হয়েছে। দ্রুত সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

মধ্য জিৎপুর আইটিডিপি প্রাথমিক স্কুলের কথাই ধরা যাক। সেই স্কুলের ক্লাসরুম ও অফিসঘর একটাই। বারান্দার চাল দিয়ে জল পড়ত আগে থেকেই। এখন তো ক্লাসরুমের চাল দিয়েও জল পড়ে। তাই বৃষ্টির সময় ক্লাস নিতে সমস্যা হয়। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শান্তি ওরাওঁ বলেন, 'বৃষ্টি হলে পড়ুয়াদের নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। সংস্কারের টাকার জন্য বিডিও এবং এসআই অফিসে আবেদন করেছি।'

আলিপুরদুয়ার বীরপাড়ার স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ, পঞ্চম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্লাসরুমের ছাউনি চুইয়ে জল পড়ে। বৃষ্টি হলে সেখানেও সমস্যা। টেবিল চেয়ার ক্লাসরুমের একপাশে নিয়ে ক্লাস করাতে হয়। সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা ১৫২ জন। মিড-ডে মিল খাওয়ার জায়গা নিয়েও সমস্যা।

সমস্যায় রয়েছে শহরের স্কুলও। আলিপুরদুয়ার শহরের ইটখোলা এলাকায় দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটিফাটা টিনের ছাউনি দিয়ে জল পড়ে। তখন প্রাক প্রাথমিকের ক্লাসের পড়ুয়াদের বিকল্প ব্যবস্থা করতে হয়। এছাড়া শৌচালয়ের ছাউনিও বেহাল। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মিলি দাসের কথায়, 'আগে একবার সংস্কার হলেও সমস্যা মেটেনি। সম্প্রতি শিক্ষা দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে।'

DESUN HOSPITAL SILIGURI

হার্ট অ্যাটাক
স্ট্রোক
অ্যাক্সিডেন্ট
বার্ন

রাতে বা দিনে ভরসা ডিসানে

এমার্জেন্সিতে ফোন করুন
90 5171 5171

স্কুলের তালিকা

- জেলাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের সংখ্যা বহু
- ডিপিএসসি একটা তালিকা বানিয়ে শিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়েছে
- তাতে প্রতিটি সার্কেলের ১০টি করে স্কুলের নাম আছে
- বেশি ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলির নাম রয়েছে সেই তালিকায়

কথায় কথায়

কোনটা মুখ, কোনটা মুখোশ কে জানে

আশিস ঘোষ

ছোটবেলায় চার্লি চ্যাপলিনের একটা ছোট্ট কমেডি ফিল্ম দেখে বিস্তর মজা পেতাম। অবশ্য কে-ই বা না পায়। একটা রাস্তার দু'ধারে বাড়ির সারি। সৈন্যরা সেসব বাড়ির গায়ে বেছে বেছে চক দিয়ে দাগ দিয়ে চলেছে। আর ভবঘুরে চার্লি সেই দাগগুলো মুছতে মুছতে চলেছে। সেই নিয়ে নানারকম মশকরা। নির্বাক ছবিতে কাদের বাড়ি বোঝা না গেলেও পরে জেনেছি ওই দাগ দেওয়া বাড়িগুলো ইহুদিদের। আগের শতকের জামানির ছবি।

সেই জামানি নেই। হিটলার নেই। গ্যাস চেম্বারও নেই। ওসব এখন মানব ইতিহাসের এক ঘৃণ্য অধ্যায়। ঠিক ওইভাবেই বাছাই করা হত ইহুদিদের। তারপরে পাঠানো হত গ্যাস চেম্বারে। হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। কতদিন আগে দেখা চার্লির ওই স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের কথা আরও একবার মনে পড়ল। মনে পড়ল উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের সরকারের ফতোয়া দেখে।

সেখানে শ্রাবণ মাসের কাঁওয়ার যাত্রার পথের দু'ধারের দোকানগুলোয় সর্বত্র বড় বড় করে লিখতে হবে দোকান মালিক আর কর্মচারীদের নাম। যাতে অতি সহজেই বোঝা যায় কোন ধাবাওয়ালার, কোন দোকানদারের ধর্ম, জাতপাত কী। যাত্রাপথের 'পবিত্রতা' বজায় রাখতেই নাকি এই হুকুম। ওই সময় হালাল মাংসও বেচা যাবে না। এমন নিরীহ হুকুমের পিছনের মতলবটা বোঝা খুব একটা কঠিন নয়। সমাজের একটা অংশকে চিহ্নিত করা। নাম দেখে সহজেই চিনে নেওয়া যাবে কারা হিন্দু আর কারা ভিনধর্মের লোক। সেই বুঝেই গ্রহণ কিংবা বর্জন। ধর্ম যাদের আলাদা তাদের অন্নগ্রহণ করা যাবে না। পুরো যাত্রাপথ থাকবে আমিষবর্জিত।

তাছাড়া তেমন কোনও ঝামেলা বাধলে শত্রুমিত্র চট করে খুঁজে নিতে অসুবিধেও হবে না। এর আগে একইভাবে উত্তরাখণ্ডেও মুসলিমদের দোকান বাছাই করা হয়েছিল। উত্তরকাশী, পরেলা, ধারচুলায় স্থানীয় ঝামেলায় মুসলমানদের দোকান, ব্যবসা বন্ধ করা হয়েছে। ভয়ে তাঁরা পালিয়ে গিয়েছেন অন্যত্র। তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। একইভাবে হলদোয়ানিতে অবৈধ ধর্মীয় স্থান ভাঙা নিয়ে উত্তেজনার পর দলে দলে ভিটে ছেড়েছেন মুসলিমরা। 'দেবভূমি উদ্ধার অভিযানে'র নামে এইসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আর সংঘ পরিবারের নানা শাখা। প্রশাসন নির্বিকার। বরং আগাগোড়া মদত দিচ্ছে, অভিযোগ তেমনই।

ধীরে ধীরে এই বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এক বিশেষ ধর্মের নাগরিকদের মনে। তাঁরা অসহায় বোধ করছেন। কোনওটাই বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। যেমন বিচ্ছিন্ন নয় মুসলিমদের ভোট চাই না, সনাতনী হিন্দুদের একজোট করার ডাকও। এখানকার এক নেতার এমন যুদ্ধ ঘোষণায় খানিকটা ব্যাকফুটে গেলেও ওটা যে দলের নেতাদের মন কি বাত তাতে সন্দেহ নেই। সংখ্যালঘুদের উইপোকা, দেশবিরোধী বলে বহুদিন ধরেই প্রচার চলছে। এখন বলা হচ্ছে, রাষ্ট্রবাদী মুসলিম বলে কিছু হয় না। এসবের পিছনে কী উদ্দেশ্য তা বুঝতে কারও বাকি নেই।

এরপর দশের পাতায়

ধর্মঘটের জেরে ফের আশঙ্কা আলুর জোগানে

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২২ জুলাই : পাতে আলু না পড়লে বাঙালির তৃপ্তি আসে না। শুধু কি আর বাঙালি, প্রায় সকলের আলু আবশ্যক খাদ্য। মঙ্গলবার থেকে সেই আলুর জোগানে টান পড়ার আশঙ্কা। দু'বেলা খাওয়ার পাতে আলু পড়বে কি না সন্দেহ। পড়লেও কেনার সময় পকেট ফাঁকা হয়ে যেতে পারে বাংলার বাসিন্দাদের। আলু নিয়ে ব্যবসায়ী বনাম সরকারের সংঘাতে এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, প্রশাসনের 'ধরে আনতে বললে বেঁধে আনা'র মানসিকতার কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাইরের রাজ্যে জোগানে নজর রাখতে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী নজর রাখতে বলেছিলেন আর পুলিশ আলুর গাড়ি আটকে দিচ্ছে।

অনড় উভয়পক্ষ

- পুলিশের বাধা বেআইনি, অভিযোগ ব্যবসায়ীদের
- বাধা না তুললে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা
- ৪১ লক্ষ মেট্রিক টন আলু মজুত বাংলায়
- রাজ্যের চাহিদা ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন
- কৃষি বিপণনমন্ত্রীর মতে ধর্মঘট হঠকারী সিদ্ধান্ত

প্রতিবাদে শনিবার থেকে ধর্মঘট শুরু করেছে আলু ব্যবসায়ীদের পশ্চিমবঙ্গে ওই সর্ববৃহৎ সংগঠনটি। ফলে হিমঘর থেকে ব্যবসায়ীরা আলু বের করছেন না। তাতে বাজারে আলুর চাহিদার তুলনায় জোগানে টান পড়তে শুরু করেছে। ব্যবসায়ীরা ধর্মঘটে অনড় থাকলে আলুর আরও দাম বাড়ার আশঙ্কা। কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না সরকারের কড়া অবস্থানের বার্তা দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে গিয়েছে।

বেচারাম আলু ব্যবসায়ীদের ধর্মঘটকে 'হঠকারী সিদ্ধান্ত' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, অনৈতিকভাবে মুনাফা লাভের জন্য এই ধর্মঘটের ডাক। ৫০০ ব্যবসায়ীর জন্য রাজ্যের সমস্ত মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। বেচারাম আশ্বস্ত করছেন, পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে। তার মধ্যে আছে সুফল বাংলার অতিরিক্ত কাউন্টার খোলা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আলু বিক্রি।

কলকাতায় ২৫টি ও রাজ্যে অতিরিক্ত ৭৫টি কাউন্টার থেকে ২৯ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করা হচ্ছে। রাজ্যে সুফল বাংলার মোট ৪৯৩টি কাউন্টার চালু রয়েছে। ১৭৬টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে নামানো হয়েছে, যারা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে আলু কিনে সরকারি দরে বিক্রি করছে। বেচারাম কার্যত ব্যবসায়ীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যে অসাধু হিমঘর-মালিকরা আলু বের করতে দিচ্ছেন না, তাঁদের তালিকা করা হচ্ছে।'

সরকার যতই বিরোধিতা করুক, সোমবার রাজ্যের কোথাও হিমঘর থেকে আলু বের করেননি ব্যবসায়ীরা। শনিবার থেকে তাঁদের ধর্মঘট চললেও বাজারে প্রভাব পড়ল সোমবারই। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ঘোষণা করেছে, পুলিশের 'অত্যাচার' বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে।

সমিতির সম্পাদকের যুক্তি, 'উত্তরবঙ্গের আলু মূলত অসমে যায়। স্থানীয় বাজারে জোগান অপরিবর্তিত রেখেই পাঠানো হয়। ব্যবসায়ী সমিতির হিসাব অনুযায়ী, রাজ্যের হিমঘরগুলিতে ৪১ লক্ষ মেট্রিক টন আলু মজুত আছে। অথচ রাজ্যের চাহিদা ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। অতিরিক্ত ১১ লক্ষ মেট্রিক টন আলু ভিনরাজ্যে না পাঠালে পচে নষ্ট হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে টাস্ক ফোর্স বাজারে হানাদারি চালালেও আলুর দাম তেমন কমেনি। সোমবারও জ্যোতি আলুর দাম ছিল ৩৫ টাকা কিলো দরে। চন্দ্রমুখী বিক্রি হয়েছে ৩৮-৪০ টাকা কিলো দরে।

মোদির মুখে কণ্ঠরোধে অভিযুক্ত বিরোধীরাই

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : প্রধানমন্ত্রীর কথায় যেন উলটপুরাণ। বিরোধীরাই তাঁকে চুপ করিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন তিনি। লোকসভায় বিরোধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও জোর বিরোধিতার চাপে এই ভোল বদল বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন সোমবার নিট কেলেঙ্কারি নিয়ে লোকসভা উত্তাল হল।

নিট-এ দুর্নীতির অভিযোগে বিরোধী শিবির কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি তোলে। ধর্মেন্দ্রর অস্বীকারে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়। চলতি অধিবেশন উত্তপ্ত হওয়ার আভাস মিলেছিল রবিবারের সর্বদলীয় বৈঠকে। সম্ভবত সেই কারণে অধিবেশন শুরু হতেই মোদি বলেন, 'আগামী পাঁচ বছর দেশের জন্য লড়তে হবে। দলগত রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সবাইকে এক হয়ে লড়তে হবে। দলের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের জন্য নিজেদের সমর্পণ করুন।'

২০১৪-য় ক্ষমতায় আসার পর সংসদে কণ্ঠরোধের অভিযোগে বারবার বিদ্ধ হয়েছে বিজেপি। সোমবার সেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করলেন প্রধানমন্ত্রী। গত অধিবেশনে তাঁকে 'অসাংবিধানিকভাবে চুপ' করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল অভিযোগ করে মোদি বলেন, 'আড়াই ঘণ্টা ধরে প্রধানমন্ত্রীকে চুপ করিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। যাঁরা এটা করেছিলেন, তাঁরা এ ব্যাপারে অনুতপ্তও নন।'

সোমবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান লোকসভায় নিট নিয়ে কোথাও কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে জানালেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা মানেননি। ধর্মেন্দ্র বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আমি রাজনীতি করতে চাই না, তবে অখিলেশ যাদব উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বে থাকাকালীন যতগুলি পেপার ফাঁস হয়েছিল, তার তালিকা আমার কাছে আছে।'

এই মন্তব্যে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি কটাক্ষ করেন, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজেকে ছাড়া সবাইকে দোষ দিচ্ছেন।' অখিলেশ বলেন, 'এই সরকার কাগজ ফাঁসের রেকর্ড করবে। যতদিন এই শিক্ষামন্ত্রী দায়িত্বে থাকবেন, ততদিন পরীক্ষার্থীরা সুবিচার পাবেন না।'

বাংলায় প্রথম বইকে ভালোবাসার গ্রাম

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : মনে করুন, আলিপুরদুয়ার থেকে রাজাভাতখাওয়ার দিকে যাচ্ছেন। ১২ কিলোমিটার পথ পেরোতে না পেরোতেই আপনার সামনে পড়বে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অধীনে থাকা পানিঝোরা গ্রাম। বক্সাজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা একাধিক জনপদের মধ্যে এই গ্রামটা একটু অন্যরকম হয়ে উঠতে চলেছে আর মাস কয়েকের মধ্যেই। কেননা, এই গ্রামটাকেই আপনকথা নামে একটি সংগঠন এবং আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন বেছে নিয়েছে বইগ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। এর আগে মহারাষ্ট্র ও কেরলে এমন উদ্যোগ চোখে পড়েছিল। তবে এ রাজ্যে সম্ভবত পানিঝোরাই প্রথম বইগ্রাম।

গ্রামে ঢোকার মুখেই আপনার চোখে পড়বে একটি তোরণ। বইকে থিম হিসেবে রেখে কাঠের তৈরি গাছের আদলে হবে সেই তোরণ। সেখানে থাকবে বইয়ের রেপ্লিকা ও ছোট লাইব্রেরির রেপ্লিকা। ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। গ্রামের মানুষদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পাশাপাশি ছোট লাইব্রেরি বানাবার কাজও চলছে।

কাঠের তৈরি সেই তোরণ পেরিয়ে গ্রামে প্রবেশ করেই চোখে পড়বে বইগ্রামের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বানানো একটা ফলক। গ্রামের ভেতরে ১০টা বাড়ির সামনে বানানো হবে 'আলোকবর্তিকা'। আলোকবর্তিকা হল কাঠের তৈরি ছোট লাইব্রেরি। সেগুলোর প্রত্যেকটিতে গল্পের বই, বিজ্ঞানের বই, সামাজিক সচেতনতামূলক বই সহ নানা স্বাদের বই থাকবে। ওই গ্রামের ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক ছোট লাইব্রেরিগুলোর দেখভাল করবেন। আগ্রহী পাঠকরা বই নিয়ে, পড়ে আবার ফেরত দিয়ে যাবেন।

এছাড়া গ্রামে থাকবে একটি বড় আকারের লাইব্রেরি। আপাতত তা বানানো হবে ওই গ্রামেরই প্রাথমিক স্কুলের একটি ঘরে। যেখানে দুটি আলমারিতে ৫০০-রও বেশি বই থাকবে। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে থাকবে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় বইও। যার দেখভাল করবেন ওই গ্রামের ২ জন স্বেচ্ছাসেবক। পরবর্তীতে জমি পেলে ওই গ্রামেই পাকাপাকিভাবে বড় গ্রন্থাগার তৈরি হবে। সেখানে মাসে একদিন কম্পিউটার শেখানোর সঙ্গে সংস্কৃতিচর্চাও করানো হবে। পাশাপাশি গ্রামের ৫০টি বাড়ির দেওয়াল শিক্ষামূলক, বইকেন্দ্রিক, মনীষীদের বাণী দিয়ে সাজানোর চিন্তাভাবনা রয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলার কথায়, 'এটা একটা পাইলট প্রোজেক্ট। বই পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। শিশুদের বই পড়ার অভ্যাস করাতে হবে। সেটাই লক্ষ্য।'

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অধীন এই গ্রামে ৭টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী সহ তপশিলি-অনগ্রসর শ্রেণির বাসিন্দাদের বসতি। এই গ্রামে প্রায় ৩২০ জন বাসিন্দা রয়েছেন। তাতে আবার প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াই বেশি। তবে সেই পরিস্থিতি বেশিদিন থাকবে না। এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ বললেন, 'এই গ্রামের ওপর সমীক্ষা করা হচ্ছে। যারা নিরক্ষর তাদের স্বাক্ষর করবে গ্রামেরই শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা।'

গ্রামের বাসিন্দা ফ্রান্সিস টোপ্পো বলেন, 'খুব ভালো লাগছে। এতে গ্রামে উন্নতি হবে। দেশ-বিদেশের মানুষ আসবে।' বাইরে থেকে আসা পর্যটকরা এখানে এলে পেয়ে যাবেন উত্তরবঙ্গ, ডুয়ার্স, আদিবাসী, বক্সা বিষয়ক বই। আপনকথার সম্পাদক পার্থ সাহা বলেন, 'আলো ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।

বক্সা ব্যাঘ্রপ্রকল্পের পানিঝোরা গ্রাম। এখানেই দিশা দেখাবে শিক্ষার 'আলোকবর্তিকা'। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এরপর দশের পাতায়

হকির পর নেটবল

রাজ্যদলে ঠাঁই আলিপুরদুয়ারের সাত ছাত্রছাত্রীর

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২২ জুলাই : এবারই আলিপুরদুয়ারের পলাশবাড়ি প্রথম দুই স্কুল ছাত্রী রাজ্য দলের হয়ে জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে। সাথি সরকার ও শ্রেয়সী বর্মন নামে ওই দুই ছাত্রী সাই (স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া)-এর কলকাতার মাঠে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। আর এবার নেটবলের ক্ষেত্রেও পলাশবাড়ি সাফল্য পেল। দুই মাস আগে রাজ্য নেটবল প্রতিযোগিতায় (অনূর্ধ্ব-১৯) চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আলিপুরদুয়ারের ছেলে ও মেয়েদের উভয় দল। তারপর জাতীয় স্তরের খেলার জন্য চূড়ান্ত বাছাই পর্বে আলিপুরদুয়ারের পলাশবাড়ির তিন ছাত্র ও চার ছাত্রী সুযোগ পেয়েছেন। সোমবার তাঁরা খেলার জন্য হরিয়ানার উদ্দেশে পাড়ি দিলেন ৭ পড়ুয়া।

স্থানীয় মরিচঝাঁপির যুব সংঘের মাঠে নিখরচয় এলাকার পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন কোচ সরোজকুমার বসু, সহকারী কোচ সহদেব বিশ্বাস। গড়ে উঠেছে আলিপুরদুয়ার নেটবল অ্যাসোসিয়েশনও। এজন্য চলতি বছরে গত মে মাসের ২২ ও ২৩ তারিখ পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের মাঠে অনূর্ধ্ব-১৯ রাজ্য স্তরের ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে নেটবল প্রতিযোগিতা হয়। সেই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের নানা প্রান্তের জেলার দল অংশগ্রহণ করে। দু'দিনের প্রতিযোগিতায় ছেলে ও মেয়ে উভয় বিভাগে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয় আলিপুরদুয়ারের টিম। আর এই জেলার টিমের খেলোয়াড় সকলে পলাশবাড়ির। তারপর থেকেই শুরু হয় জাতীয় স্তরে খেলার প্রস্তুতি। রাজ্য থেকে জাতীয় স্তরে খেলায় অংশগ্রহণের জন্য টিম

হরিয়ানার উদ্দেশে পাড়ি।

গঠনের প্রক্রিয়া চলে গত দু'মাস। সেই বাছাই পর্বে পলাশবাড়ির তুহিন সরকার, অভীক বর্মন ও রঞ্জন বর্মন সুযোগ পান। তুহিন ও অভীক ফালাকাটা কলেজের ছাত্র। আর রঞ্জন শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের পড়ুয়া।

একইভাবে মেয়েদের দলের বাছাই পর্বে সুযোগ মেলে পলাশবাড়ির রাধিকা বর্মন, শুক্লা বর্মন, স্বরলিপি বর্মন ও সংগীতা শর্মার। প্রথম তিনজন ফালাকাটা কলেজ ও সংগীতা শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের পড়ুয়া। এবারই প্রথম জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ মেলায় পড়ুয়ারা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী।

রাধিকা কথায়, 'কয়েক বছর ধরে নেটবলের অনুশীলন করছি। মাঠে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।' ছেলেদের দলের তুহিন সরকার বলেন, 'এত দূরে খেলতে যাওয়ার সুযোগ মেলাটাই আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি।'

ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রকের অধীন ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত নেটবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ৪২তম জাতীয় প্রতিযোগিতা এবার হচ্ছে হরিয়ানায়।

প্রত্যেক জেলার তিনটি করে সামগ্রী তালিকায় থাকছে

অনলাইনে কালো নুনিয়া, শীতলপাটি

কোচবিহার, ২২ জুলাই : কোচবিহারের কালো নুনিয়া চালও পাবেন। শীতলপাটি কিংবা মেখলা, এক ক্লিকে মিলবে সবকিছুই। তাও আবার পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত থেকে। এর জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের নাম, 'হান্ড্রেড ডেজ ইনিশিয়েটিভ ফর মার্কেটিং'। ইতিমধ্যে কোচবিহার জেলা গ্রাম উন্নয়ন সেল সমস্ত প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। পরিকল্পনা রয়েছে, অক্টোবর মাসের মধ্যে মানুষের কাছে কোচবিহারের ঐতিহ্য পৌঁছে দেওয়ার।

ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের অধীনে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। সেখানে রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলার পরিচয়বাহী তিনটি জিনিসের নাম জানতে চাওয়া হয়েছে। কোচবিহার থেকে সেখানে শীতলপাটি, কালো নুনিয়া চাল এবং মেখলাকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার কথা বলা হয়েছিল। রাজ্যের তরফে তার অনুমোদন মেলে।

কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তের চাষিদের থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রথমে কালো নুনিয়া চাল কিনবেন। একইভাবে মেখলা এবং শীতলপাটি কেনা হবে। তারপর সেগুলোকে প্যাকেজিং করে তার দাম ঠিক করে সরকারের নির্দিষ্ট অ্যাপে যাবতীয় তথ্য সহ আপলোড করা হবে। সেখান থেকে দেখে দেশ-বিদেশের যে কোনও প্রান্তের মানুষ তাঁদের পছন্দমতো জিনিস কিনতে পারবেন। তবে পুরোটা সুপারভাইজ করবে জেলা গ্রাম উন্নয়ন সেল। এতে একদিকে যেমন স্থানীয় কৃষক এবং হস্তশিল্পীরা উপকৃত হবেন। পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিও লাভবান হবে। কাজটি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে একটি মনিটরিং সংঘ তৈরি করা হবে।

কোচবিহার জেলা গ্রাম উন্নয়ন সেলের আধিকারিক সৌমনা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ''অনলাইন মার্কেটিংয়ের এই সময়ে কৃষক থেকে হস্তশিল্পীদের সামগ্রী বাজারজাত করতে এই উদ্যোগ। একশোদিনের মধ্যে সমস্তটা করার নির্দেশ রয়েছে। তাই প্রকল্পের নাম 'হান্ড্রেড ডেজ ইনিশিয়েটিভ ফর মার্কেটিং' দেওয়া হয়েছে।''

কোচবিহারে শীতলপাটি তৈরি হয় মূলত কোচবিহার-১ ব্লকে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি হয় বেতের সামগ্রী। জেলায় কালো নুনিয়া চাল এখন অনেকে চাষ করেন। জেলা তো বটেই বাইরের জেলার মানুষদের কাছেও এই চালের চাহিদা রয়েছে। দিনহাটা এবং তুফানগঞ্জের হস্তশিল্পীদের তৈরি মেখলা যাচ্ছে অসমে। সরকারের এই উদ্যোগে খুশি হস্তশিল্পী এবং চাষিরা।

কোচবিহারের টগররানি দে বললেন, 'আমি প্রায় ২২ বছর ধরে নিজের হাতে শীতলপাটি বুনি। এখন তো শুনি, সবকিছুই নাকি অনলাইনে পাওয়া যায়। আমাদের এই হাতে তৈরি জিনিসগুলোও যদি এভাবে সবাই অনলাইনে কিনতে পারে, তাহলে আমাদের কাজ আরও কতজনের কাছে ছড়িয়ে পড়বে। আমরা ঠিকঠাক দামও পাব।' এরকম হাজার হাজার টগররানির তৈরি করা জিনিস পৃথিবীর সব প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে এবং শিল্পীদের ভালো দাম দিতে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করছেন সকলে।

শীতল পাটি তৈরি করছেন ঘুঘুমারির এক মহিলা। ছবি ঃ অপর্ণা গুহরায়

অনলাইনে মিলবে

- ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের অধীনে হান্ড্রেড ডেজ ইনিশিয়েটিভ ফর মার্কেটিং প্রকল্প
- রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলার পরিচয়বাহী তিনটি জিনিসকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে এই উদ্যোগ
- কোচবিহার থেকে শীতলপাটি, কালো নুনিয়া চাল এবং মেখলা এই তালিকায় রয়েছে

বনবস্তি সরানোর আঁচ ডুয়ার্সে

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ২২ জুলাই : বক্সা টাইগার রিজার্ভে থাকা গঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়া বস্তির সকলকে পুনর্বাসন দিয়েছে বন দপ্তর। এবার জয়ন্তীর বাসিন্দাদের সরানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বাকি দুই বনবস্তির সকলে নিজেদের পুরোনো জায়গা ছাড়তে চাইলেও জয়ন্তী নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। বনবস্তির কয়েকজন পুনর্বাসন এবং বিশেষ প্যাকেজ নিতে প্রস্তুত, কিছু বাসিন্দা আবার জায়গা ছাড়তে নারাজ। এই দ্বিমত, বিভিন্ন আলোচনার মধ্যেই জয়ন্তীর বনবস্তিবাসীদের সরানোর আঁচ চলেছে ডুয়ার্সজুড়ে। জয়ন্তী বনবস্তি চক্রান্ত করে সরানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং একইভাবে বক্সা টাইগার রিজার্ভ ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে থাকা বিভিন্ন বনবস্তি সরানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে সোমবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতা রেঞ্জ অফিসে বিক্ষোভ দেখান উত্তরবঙ্গ বন শ্রমজীবী মঞ্চের সদস্যরা।

শুধু একটি রেঞ্জ অফিসে বিক্ষোভ হয়েছে এমনটা নয়। ২৫ জুলাই কোদালবস্তি রেঞ্জেও একইভাবে বিক্ষোভ হবে। এবিষয়ে সংগঠনের আহ্বায়ক লালসিং ভুজেল বলেন, 'বন দপ্তর কোনও নিয়ম মানছে না। ওরা কি আমাদের নিয়ম পালন করতে বলবে, উলটো আমাদের বলতে হচ্ছে নিয়ম মেনে চলার জন্য। জোর করে জয়ন্তী বনবস্তির বাসিন্দাদের সরানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।'

তিনি জানালেন, এই নিয়ে আন্দোলন হবে। তাঁদের অভিযোগ, বন দপ্তর বনবস্তির কিছু মানুষকে সামনে রেখে এটা করছে। ওই বনবস্তি সরানোর জন্য সকলকে ভয় দেখানো হচ্ছে। তাই বারবার আবেদন করলেও জয়ন্তী নদীর বাঁধ সংস্কার করা হচ্ছে না। নদীর নাব্যতা অনেকটাই বেড়েছে কয়েক বছরে।

অন্যদিকে, এনিয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের এবং বক্সা টাইগার রিজার্ভের কোনও বনকর্তাই মন্তব্য করতে চাইছেন না। এদিনের বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বনবস্তির বাসিন্দাদের বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। জমির পাট্টা দিলেও সেটা থাকছে বন দপ্তরের অধিনস্থই। কোনও বনবস্তি সরালে পুনর্বাসন নিয়ে বনবস্তিবাসীদের সঙ্গে যে আলোচনা করা দরকার সেটা করা হচ্ছে না। সোমবার বন দপ্তরের চিলাপাতা রেঞ্জ অফিসের বাইরে মাইকে বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ বন শ্রমজীবী মঞ্চের নেতারা। তার আগে মিছিল করে রেঞ্জ অফিসে আসেন ওই সংগঠনের সদস্যরা। রেঞ্জ অফিসে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। সংগঠনের জলদাপাড়া ডিভিশনের সভাপতি রবি রাভার কথায়, 'শুধু জয়ন্তী নয়। আদমা, নেমলা, সেওগাঁওয়েও প্রতিবাদ জানানো হবে।'

চিলাপাতা রেঞ্জ অফিসের বাইরে চলছে বিক্ষোভ।

আজ টিভিতে

আরতি এবং সুনন্দর সংসার পরিপূর্ণ হয় তাঁদের মেয়েকে নিয়ে। **আকাশ আটে** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় সাহিত্যের সেরা সময়- **যার যেথা ঘর।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ পুত্রবধূ, দুপুর ২.২৫ টক্কর, বিকেল ৫.১০ মেজ বউ, সন্ধ্যা ৭.২৫ পূজা, রাত ১০.২৫ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সঙ্গী, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ অগ্নিপরীক্ষা, সন্ধ্যা ৭.০০ বিদ্রোহ, রাত ১০.০০ ক্রিমিনাল
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ পাগলু ২, বিকেল ৪.০০ ম্যাডাম গীতারানি, সন্ধ্যা ৬.৩০ মিসকল, রাত ৯.৩৫ রসগোল্লা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয় জয়ন্তী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শত্রুর মোকাবিলা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কুহেলি

কালার্স সিনেপ্লেক্স সুপারহিটসে সন্ধ্যা ৬.৫৯ মিনিটে **ফির হেরা ফেরি।**

কালার্স বাংলা সিনেমায় রাত ১০টায় **ক্রিমিনাল।**

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে ১.২৫ মিনিটে **লক্ষ্য।**

গবেষণা করতে ওয়াশিংটনে পাড়ি তুফানগঞ্জের সুরভির

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২২ জুলাই : তুফানগঞ্জ থেকে ওয়াশিংটন। স্বপ্ন অনেকেই দেখে, কিন্তু সেগুলো পূরণ করার ইচ্ছেশক্তি থাকা চাই। এই ইচ্ছেশক্তি এবং অধ্যবসায়কে পুঁজি করে কীভাবে সফল হতে হয়, দেখিয়ে দিলেন সুরভি সরকার। তুফানগঞ্জে বড় হয়ে ওঠা সুরভি পরের মাসে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর গবেষণা করতে পাড়ি দিচ্ছেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে। সুরভির এই সাফল্যে খুশি আত্মীয় থেকে এলাকাবাসী।

নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাতফুলবাড়ির বাসিন্দা সুরভির বাবা সন্তোষচন্দ্র সরকার টিউশনি পড়ান। মা রাখি পোদ্দার গৃহবধূ। মা-বাবা এবং এক ভাইকে নিয়ে ছোট্ট পরিবার। মা বললেন, 'সুরভি ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় ভালো ছিল। ওর মেধা দেখে শিক্ষকরা বিনা পারিশ্রমিকে পড়িয়েছেন। আমাদের সবার বিশ্বাস ছিল, একদিন মেয়ে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাবেই।'

সুরভি জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাশ করার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৭ সালে প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বিটেক পাশ করেছেন। তারপর এমটেকে ভর্তি হন আইআইটি বোম্বেতে। স্বপ্ন ছিল, কোনও বড় প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণা করার। সেই ইচ্ছে এবার পূরণ হবে। আগামী ২১ অগাস্ট ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে প্রথমবার প্রোগ্রামে যোগ দেবেন। গবেষণায় সুযোগ পাওয়ার পর বছরে ৩৮ হাজার ৫০০ ডলার স্কলারশিপ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। এছাড়া ৬৬ হাজার ডলার করে টিউশনি ফি পাবেন। সুরভির কথায়, 'স্বপ্ন ছিল নামী প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণা করব। সেই ইচ্ছে এভাবে পূরণ হবে, সেটা ভাবিনি। ওয়াশিংটনের সুযোগ পেয়েছি, ভাবতেই ভালো লাগছে।'

তিনি জানান, পরিবার, শিক্ষকরা সবসময় তাঁর পাশে থেকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাহস জুগিয়েছেন। কিন্তু এই স্বপ্নের জার্নিতে তাঁর গাইড তাঁর বড়মামা কমল পোদ্দার। তিনি আইআইটি কানপুরের অতিথি শিক্ষক।

সুরভি সরকার

লন্ডনে পড়ার সুযোগ শিলিগুড়ির তরুণীর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : ছোট থেকেই মেয়েটা প্রতিবাদী স্বভাবের। নিজের হোক বা অন্যের প্রতি অন্যায় হলে মেনে নিতে পারেন না একেবারে। আইন নিয়ে পড়াশোনার ইচ্ছেটা ওই স্বভাবেরই প্রতিফলন।

উচ্চশিক্ষার জন্য শিলিগুড়ির হর্ষিতা সিংহল এবার পাড়ি দেবেন লন্ডনে। 'লন্ডন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ'-এ স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ার জন্য স্কলারশিপ পেয়েছেন তিনি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগরপল্লির বাসিন্দা হর্ষিতার বিষয়, আইন ও লিঙ্গ। কমনওয়েলথ এবং ডেভেলপমেন্ট অফিস এই স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। হাজার হাজার আবেদনকারীর মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত কয়েকজন পড়ুয়াকে শেষপর্যন্ত বেছে নেওয়া হয়। এবার সেই সুযোগ পেলেন শিলিগুড়ির তরুণী। শিলিগুড়ি নির্মলা কনভেন্ট স্কুলের এই প্রাক্তনী 'ন্যায়দর্শক' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চালু করেছেন ইতিমধ্যে। সেখানে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হওয়া মানুষ খুব কম অর্থের বিনিময়ে আইনি পরিষেবা পান। 'নিজের সাধ্য মতো টাকা দিন' মডেলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চালানো হচ্ছে বলে জানালেন হর্ষিতা।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কিরোরি মাল কলেজ থেকে কমার্সে স্নাতক। তারপর আবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ। স্নাতকোত্তরের জন্য তিনি লন্ডনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছিলেন। হর্ষিতার কথায়, 'অনেকেই খরচের কথা ভেবে আইনি পরিষেবা নিতে চান না। কেউ আবার ইচ্ছুক থাকলেও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। আমি মানুষকে তাঁদের সাধ্যের মধ্যে পরিষেবা দিতে চাই। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছিলাম। সেখানে স্কলারশিপের মাধ্যমে পুরো কোর্স করতে পারব।'

ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় মনোযোগী হর্ষিতা। তাঁর বাবা সঞ্জয় সিংহলের কথায়, 'মেয়ের সাফল্যে আমি গর্বিত, আনন্দিত। আশা করছি সাধারণ মানুষ ওর থেকে আইনি পরিষেবা পেয়ে উপকৃত হবেন।' একই সুর মা সীমা সিংহলের গলাতেও। বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গেলেও পড়াশোনা শেষ করে শিলিগুড়িতেই ফিরতে চান ওই মেধাবী তরুণী।

হর্ষিতা সিংহল

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আপনার কাজের সঙ্গে পরিবারের সকলে একমত নাও হতে পারে। ব্যবসা নিয়ে সমস্যা কাটবে। **বৃষ :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। অনেক দিনের কোনও আশা পূরণ হওয়ায় খুশি। **মিথুন :** কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হবেন। পাওনা আদায়ে জোর করবেন না। **কর্কট :** সংসারের কাজেই দূরে যেতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে নিয়ে মানসিক কষ্ট। **সিংহ :** মামলার রায় আপনার পক্ষে আসতে পারে। পেট ও কোমরের ব্যথায় সমস্যা। **কন্যা :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়ে আনন্দ। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। **তুলা :** ভাইয়ের সঙ্গে নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। **বৃশ্চিক :** ব্যবসার জন্যে সামান্য ঋণ দরকার হতে পারে। মেয়ের পরীক্ষার ফলে আনন্দ। **ধনু :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে যাবেন না। **মকর :** ব্যবসা নিয়ে অংশীদারের সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মতবিরোধ। সম্পত্তি নিয়ে আইনি সমস্যা। **কুম্ভ :** বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। হারিয়ে যাওয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য হাতে আসায় শান্তি। **মীন :** কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হবেন। অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৭ শ্রাবণ ১৪৩১, ভাঃ ১ শ্রাবণ, ২৩ জুলাই ২০২৪, ৭ শাওন, সংবৎ ২ শ্রাবণ বদি, ১৬ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৭ অঃ ৬।২১। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া দিবা ১২।৪৭। ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১১।৪৩ আয়ুষ্মানযোগ সন্ধ্যা ৬।২৭। গরকরণ দিবা ১২।৪৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১১।১৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৪৭ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১২।৪৭ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৬।৪৬ গতে ৮।২৫ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪২ গতে ৯।৩ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে নিষেধ, দিবা ৯।১১ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ১২। ৪৭ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ১১।১৮ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ১১।১৮ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৫।১৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫১ মধ্যে ও ৯।৫ গতে ১১।১৯ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।২ মধ্যে।

অ্যাফিডেভিট

সমস্ত নথিতে আমার নাম অর্চনা পাল রয়েছে। তবে কন্যা ঐষিকী সরকারের মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডে আমার নাম অর্চনা পাল সরকার থাকায় গত 19/7/24 মাথাভাঙ্গার EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে অর্চনা পাল হলাম। (C/111665)

কিডনি চাই

কিডনি চাই। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি থাকিলে যোগাযোগ করুন। রক্তের গ্রুপ- A+ve। বয়স- 31। 7679658660. (C/111663)

•

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে 0+ কিডনিদাতা চাই। 30-45 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 7063721185 (C/111664)

কর্মখালি

Applications are invited for the post of Asst. Prof. in Bengali and Social Studies for D.El.Ed Dept. as per NCTE norms in Manoranjan Saha Memorial B.Ed College. Contact-9932209369 (msmbedcollege@gmail.com). (S/C)

LOST AND FOUND

Lost buy deed from Netaji Road, Falakata, District-Alipurduar. Finders Contact-9064725037. (B/S)

কর্মখালি

ডোনেশন ছাড়া কোম্পানির জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 11,500/-+ PF, ESI থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি আছে 8653710700. (C/111543)

জ্যোতিষ

বিজ্ঞানভিত্তিক জ্যোতিষ আচার্য্য কল্যাণ শাস্ত্রী, (গোল্ড মেডেলিস্ট) প্রতি ইং ২২-৩১ হিলকার্ট রোড শিলিগুড়ি, ১-৫ মালবাজার রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্সে বসছেন। Ph -7719371978.

Tender Notice

Notice inviting e-Tender by the undersigned vide NIT No- 04/(e)/RGP Date- 19/07/2024, of Ratua Gram Panchayat. For details Visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Ratua Gram Panchayat
Ratua-I, Malda

e-Tender Notice

Office of the Kanturka Gram Panchayat Under Habibpur Dev. Block, Malda
Notice inviting e-Tender Bonafied Contractor/Supplier are requested to visit GP office www.wbtenders.gov.in for details. NIT NO: 01/ET/KGP/24-25 Dtd- 18/07/2024, Memo no- 637/ET/KGP/24-25 Dated- 18/07/24

Sd/-
Prodhan
Kanturka Gram Panchayat

e-Tender Notice

NIT E No 1/A-II GP/24 Date 15/07/2034
NIT E No 2/A-II GP/24 Date 15/07/2034
NIT E No 3/A-II GP/24 Date 15/07/2034
NIT E No 4/A-II GP/24 Date 15/07/2034
Date of Financial Bid Oppening 02/08/2024

Sd/-
Pradhan
Alipur-II Gram Panchayat
Kaliachak-I, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/মে/০৩ তারিখ: ১৩-০৫-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী-১

টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/এনজেপি/বিএলটি/২০২৪/০৭ এর বিপরিতে সংশোধনী-১ জারি করা হয়েছে, বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন, ৫
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

MAYNAGURI COLLEGE

Applications are invited for Guest Teachers for the Post Graduate Departments of Bengali & Geography. For details please see www.maynaguricollege.ac.in

Sd/-
Principal

কৃভকো সারের নিলাম

নং.: সি/১০৫/এপি/ইউসি-ইউডি/পিটি.XI, তারিখ: ১৫-০৭-২০২৪; ফালাকাটা গুডসে পড়ে থাকা আলাদা-আলাদা এবং দাবিহীন কৃভকো সারের ডিসিএম/আলিপুরদুয়ার জং. দ্বারা ৩০-০৭-২০২৪ তারিখে ১১:০০ টায় সর্বজনীন নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য ফালাকাটা স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার বা ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার আলিপুরদুয়ারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

DHUPGURI MUNICIPALITY

Employment Notice

NO- 04/DPGM/HEALTH/2024

Applications are invited from the eligible candidate for the post of Health Officer (Contractual) within 06/08/2024. (remuneration Rs. 62000/- PM). Please visit the website **www.dhupgurimunicipality.org.in** for details.

Sd/-
Chairperson,
Dhupguri Municipality

বিজ্ঞপ্তি

উপরের ছবিটি একজন শিশু কন্যার। শিশুটির নাম কৌশিকি রায় (বয়স ১৩ বছর আনুমানিক)। গায়ের রং ফর্সা। পিতা-মৃত পশুপতি রায়। মাতার নাম- মৃত কাবেরি রায়। ঠিকানা- গৌড় রোড, তালতলা, ডাকঘর-মকদুমপুর, থানা- ইংলিশবাজার, জেলা-মালদা। শিশুটির কোন নিকটাত্মীয় থাকলে উপযুক্ত প্রমাণসহ যোগাযোগ করুন- জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট, রুম নং-১২, মালদা জেলা শাসকের করণ, কালেক্টরেট বিল্ডিং অথবা শিশু কল্যাণ সমিতি, সত্য চৌধুরী ইনডোর স্টেডিয়াম, রুম নং ১০৫, বাঁধ রোড, মালদা। ফোন নং- ০৩৫১২-২২০১৮৩।

Memo No. 672(2)/DICO/MLD Dt-22.07.2024

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বনকর্মীদের দেখা না মেলায় ক্ষোভ

হাতির করিডর হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত পাটকাপাড়া

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ২২ জুলাই : লাগাতার হাতির হানায় আতঙ্কিত পাটকাপাড়ার বাসিন্দারা। হাতির হানায় যেমন ফসল নষ্ট হচ্ছে তেমনই আবার ক্ষতি হচ্ছে বসতবাড়িরও। এলাকায় হাতির হানা হলেও সঠিক সময় বনকর্মীদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না বলেই অভিযোগ উঠছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ওই গ্রামে। সোমবার ভোররাতে হাতির হানায় বেশ কয়েকটি বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এদিনও সময়মতো পৌঁছাননি বনকর্মীরা। গত এক মাসে হাতির হানায় ৫০-৬০টি বাড়ির ক্ষতি হয়েছে।

উত্তর পাটকাপাড়ার স্থানীয় বাসিন্দা ধৈর্যমোহন রায়ের কথায়, ‘একটি হাতি এসে আমার পাকা ঘরের দেওয়াল ভেঙে প্রায় দুই মন ধান খেয়ে গিয়েছে। হাতির আসার সময়ই বন দপ্তরে ফোন করি। তবে হাতি যাওয়ার পর বনকর্মীরা আসেন। ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে।’

নজরে।। *উত্তর পাটকাপাড়ায় এই দেওয়াল ভেঙে ধান খেয়েছে হাতি।*

বন দপ্তর জানাচ্ছে, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের হাতি সেখানে আসছে। আবার আসছে বক্সা টাইগার রিজার্ভের হাতিও। এই দুই জঙ্গলের সীমানার মাঝে যে কালজানি নদী রয়েছে সেটা পেরিয়েই হাতির অবাধ যাতায়াত। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের চিলাপাতা জঙ্গল থেকে হাতিগুলো বক্সা টাইগার রিজার্ভের নিমতি জঙ্গলে আসে। আবার উলটোটাও হয়।

হাতি চলাচলের এই করিডরের মাঝে পড়ে যাচ্ছে উত্তর পাটকাপাড়া, মধ্য পাটকাপাড়া এবং দক্ষিণ পাটকাপাড়া গ্রাম। হাতির চলার মাঝে গ্রামগুলো পড়ায় বিভিন্ন সময় সেই গ্রামে ঢুকে যাচ্ছে হাতির দল। কিছুক্ষণ দাপট দেখিয়ে ফিরছে জঙ্গলে। ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছে গ্রামগুলোয়। পাটকাপাড়ার এক বাসিন্দা রবীন্দ্র রায় বলেন, ‘জঙ্গল যেহেতু পাশেই, হাতি যে আসবে সেটা জানা কথা। তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য তো বনকর্মীরা আসবেন। তাঁদের দেখা পাওয়া যায় না।’

হাতি যে ওই এলাকায় ঘনঘন আসছে সেটা মেনে নিয়েছে বন দপ্তরও। তবে দেরিতে আসার বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে দাবি তাঁদের। বন দপ্তরের নিমতি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অর্ণব দাসের বক্তব্য, ‘ওই এলাকা দিয়ে হাতির আনাগোনা রয়েছে। তবে আমাদের কর্মীরাও টহল দেন। আর যখন কোনও জায়গা থেকে হাতি বের হওয়ার খবর আসে, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছে যাওয়া হয়। যাঁদের ক্ষতি হচ্ছে তাঁরা আবেদন করলে ক্ষতিপূরণও পেয়ে যাচ্ছেন।’

অশনিসংকেত।। (বাঁয়ে) হাতিনালায় জবরদখল। (ডানে) *আবর্জনা ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে হাতিনালার মুখ। - সংবাদচিত্র*

হাতিনালায় ফের দখলদারি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২২ জুলাই : ফালাকাটা শহরে ফুটপাথ খালি করেছে পুরসভা। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সরকারি জমিতে গজিয়ে ওঠা দোকানপাটও ভাঙা হবে বলে পুরসভা জানিয়েছে। আবার সাপটানায় আবর্জনা ফেললে জরিমানার কথাও বোর্ড লাগিয়ে জানিয়েছে। এই অবস্থায় শহরে আবার নতুন করে হাতিনালা বুজিয়ে পাকা অবৈধ নির্মাণ করার অভিযোগ উঠেছে। একেবারে বিডিও অফিস চত্বর থেকে মাদারি রোড পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় নালা বুজিয়ে দোকানঘর তৈরি হচ্ছে।

তার পাশাপাশি মাদারি রোড থেকে মুক্তিপাড়া যাওয়ার রাস্তায় গোটা নালাটাই আবর্জনা ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শহরজুড়ে একের পর এক অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কথা বলছে পুরসভা। এখন হাতিনালা নিয়ে পুরসভা নিশ্চুপ কেন, সেই প্রশ্ন করছেন বাসিন্দারা।

গোটা বিষয়টি নিয়ে ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, ‘হাতিনালা বা শহরের যে কোনও নদী দখল করে কোনওরকম অবৈধ নির্মাণকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। বিদ্যুৎ দপ্তর সব জেনেও কেন সেইসব জায়গায় সংযোগ দিচ্ছে, তা আমরা জানি না। আমরা দ্রুত অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে অভিযানে নামব।’

ফালাকাটা শহরের মূল ১৫ নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে বয়ে গিয়েছে হাতিনালা। তবে পুরসভার ৪ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ড হয়ে তারপর ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে প্রবেশ করেছে এই বিশাল নালা। ফালাকাটা শহরের মূল প্রাণকেন্দ্র ১৫ নম্বর ওয়ার্ড। স্বাভাবিকভাবেই শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে হাতিনালার গুরুত্ব অপরিসীম। শহরের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সম্প্রতি ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাদারি রোড-মুক্তিপাড়ার সংযোগস্থলে হাতিনালা আবর্জনা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ওই এলাকায় একটি নতুন বাড়ির তৈরির জন্যও হাতিনালা দখল করে পিলার তোলা হয়েছে। আবার মাদারি রোডে একটি বড় হোটেল আছে। তার পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে এই নালা। আর সেখানেই কে বা কারা আবর্জনা ফেলে নালার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। ওই জায়গায় তো রীতিমতো অবৈধ পার্কিং গড়ে উঠেছে।

হাতিনালার একটি অংশ ওই হোটেলের সামনে দিয়ে একেবারে মাদারি রোডের ডানপাশ দিয়ে সোজা রবীন্দ্রনগরের দিকে গিয়েছে। অভিযোগ, মাদারি রোড দুর্গা মন্দিরের উলটোদিকে হাতিনালা একেবারে বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। সেখান থেকে রবীন্দ্রনগর পর্যন্ত নতুন নতুন দোকানঘর এমনকি বসতবাড়িও তৈরি হচ্ছে। রবীন্দ্রনগর এলাকায় হাতিনালার কোনও অস্তিত্বই নেই। ওই এলাকায় ইতিমধ্যেই একাধিক নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে।

হাতিনালা বুজে যাওয়ায় এখন ওই এলাকায় অল্প বৃষ্টি হলেই জল জমে। এমনকি এর প্রভাব পড়ছে পুরসভার ১, ৮ এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডেও। হাতিনালার এই অবস্থা নিয়ে শহরের পরিবেশকর্মী প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, ‘গোটা হাতিনালা নিয়ে আমি ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি। তখন দেখেছি হাতিনালার কোথাও ৫০ তো কোথাও ৭০ মিটার চওড়া ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে জবরদখলের ফলে হাতিনালার অধিকাংশই আজ বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। এর ফলে আগামীদিনে শহরের একাংশ জলমগ্ন হবার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।’

হাতিনালাটি মূলত ফালাকাটা মৌজা এবং পারঙ্গেরপার মৌজার মধ্যে পড়েছে। ফালাকাটা মৌজায় প্রায় ৪.৭ বিঘা জমিতে এই নালার অবস্থান। পারঙ্গেরপার মৌজায় এর অবস্থান ৩.৭৮ বিঘা জমিতে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই নালা একটা সময় শহরের জলের জোগান দেওয়ার অন্যতম উৎস ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে নতুন করে মাদারি রোড এলাকায় আবর্জনা ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে হাতিনালা। শহরের বাসিন্দারা তাই প্রশ্ন তুলেছেন, হাতিনালার উপর চলতে থাকা অবৈধ নির্মাণ কবে ভাঙবে পুরসভা? যদিও এর সঠিক উত্তর মেলেনি পুরসভার তরফ থেকে।

> ফালাকাটা শহরের মূল ১৫ নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে বয়ে গিয়েছে হাতিনালা। তবে পুরসভার ৪ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ড হয়ে তারপর ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে প্রবেশ করেছে এই বিশাল নালা। ফালাকাটা শহরের মূল প্রাণকেন্দ্র ১৫ নম্বর ওয়ার্ড। স্বাভাবিকভাবেই শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে হাতিনালার গুরুত্ব অপরিসীম।

> হাতিনালা বা শহরের যে কোনও নদী দখল করে কোনওরকম অবৈধ নির্মাণকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আমরা দ্রুত অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে অভিযানে নামব।
>
> **প্রদীপ মুহুরি,** চেয়ারম্যান
> ফালাকাটা পুরসভা

যেভাবে দখল

- মাদারি রোড-মুক্তিপাড়ার সংযোগস্থলে আবর্জনায় বুজে গিয়েছে হাতিনালা
- ওই এলাকায় হাতিনালা দখল করে একটি নতুন বাড়ির পিলার তোলা হয়েছে
- মাদারি রোডে একটি হোটেলের আবর্জনা জমছে
- ওই জায়গায় রীতিমতো অবৈধ পার্কিং গড়ে উঠেছে

ইনস্পেকটরের চাল, দোকানের দুধে ডিনার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২২ জুলাই : হাতির হানায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হল সরকারি আধিকারিকের ঘর। রবিবার রাত ১১টা ৫০ মিনিটে মাদারিহাটের উত্তর রাঙ্গালিবাজনার দীপু রায়ের বাড়িতে হামলা চালায় একটি দলছুট মাকনা হাতি। দীপু হলদিবাড়ির মিনিমাম ওয়েজেস ইনস্পেকটর। তাঁর টিনের বেড়া দেওয়া শোবার ঘরটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রান্নাঘরের বেড়া ভেঙে ২৫ কেজি চালবোঝাই একটি প্লাস্টিকের ড্রাম নিয়ে সরে পড়ে হাতিটি। এছাড়া এলাকার দেবেশ্বর রায়ের দোকান ভেঙে প্রায় ১৫ কেজি ডাল ও ১৫ কেজি প্যাকেটজাত দুধ খেয়ে বনে ফেরে মাকনা।

হাতির হামলায় অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন দীপু, তাঁর স্ত্রী কণিকা এবং চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া আয়ুষ। দীপু বলেন, ‘আমার স্ত্রী ও ছেলে ঘুমোচ্ছিল। আমি তখন ঘুমোইনি। হঠাৎ চৌকির ঠিক কাছেই টিনের বেড়া ভেঙে ভেতরে শুঁড় ঢুকিয়ে দেয় হাতিটি। মুহূর্তের মধ্যে ওদের দুজনকে আমি সরিয়ে নিই। দরজা খুলে পালানোর পথ করে দিই ওদের। ওরা ছুটে গিয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এদিকে, হাতিটি আমার রান্নাঘর ভেঙে চালবোঝাই ড্রামটি নিয়ে সরে পড়ে। সোমবার সকালবেলা বাড়ি থেকে কিছুদূরে ঝোপের মধ্যে ড্রামটি পড়ে থাকতে দেখা যায়।’

আতঙ্ক।। *বিছানার পাশে এভাবেই বেড়া ভেঙে শুঁড় ঢুকিয়ে দিয়েছিল হাতি।*

এদিকে, দেবেশ্বরের দোকান ভেঙে হাতির দুধপানের কায়দা দেখে অবাক স্থানীয়রা। কার্টনবন্দি প্যাকেটগুলি বের করে চিবিয়ে দুধ বের করে পান করে প্যাকেটগুলি ফেলে দিয়েছে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ দেবেশ্বর এবং দীপু। দীপুর কথায়, ‘বছরের পর বছর এলাকায় হাতির হানায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েই চলেছে। আমাদের এলাকায় বেশ কয়েকজনের প্রাণ গিয়েছে হাতির আক্রমণে। অথচ হাতির হানা রুখতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেই।’

ঘটনার জেরে সোমবার অফিসে যাননি দীপু। ছুটি নিয়ে বাড়িতেই ছিলেন। জানা গিয়েছে, উত্তর রাঙ্গালিবাজনার ভেতর দিয়ে খয়েরবাড়ি এবং ধুমচি ফরেস্টের মধ্যে হাতি চলাচলের করিডর রয়েছে। রবিবার ধুমচি ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে এলাকায় হানা দেয় হাতিটি। সোমবার ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি ও দোকান পরিদর্শন করেন ধুমচির বিট অফিসার গোপাল সরকার। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

সরকারি উদ্যোগে ফলের চারা বিলি

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : সোমবার থেকে সরকারি উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলায় বিভিন্ন ফলের চারা বিলির কাজ শুরু হল। জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ফালাকাটা ব্লকে প্রায় ৩০ হাজার ফলের চারা বিলি করা হয়েছে। আম, লিচু, লেবু, কাঁঠাল, মালটা, কমলালেবু, আপেলকুল, মুসম্বি সহ বিভিন্ন ফলের চারা জেলার স্কুলগুলির পাশাপাশি সাধারণ উপভোক্তাদের নিখরচায় তুলে দিচ্ছে উদ্যানপালন দপ্তর। সরকারি এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে জেলায় বাসিন্দাদের মধ্যে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক দীপক সরকার বলেন, ‘দপ্তরের বিভিন্ন ফার্মে তৈরি ফলের চারা বিলি করা হচ্ছে।

আগামী ১ অগাস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন ব্লকে পর্যায়ক্রমে ওই ফলের চারা বিলি করা হবে। আলিপুরদুয়ার জেলায় সবমিলে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ফলের চারা এ বছর উপভোক্তাদের মধ্যে বিলি করা হবে।’ সুষ্ঠুভাবে গোটা কর্মসূচি সারার চেষ্টা চলছে।

গাড়ির ধাক্কায় ভাঙল খুঁটি

সোনাপুর, ২২ জুলাই : অবৈধ বালিবোঝাই গাড়ির ধাক্কায় চারটি বিদ্যুতের খুঁটি ভাঙায় সোমবার চাঞ্চল্য ছড়ায় আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বসটারি এলাকায়।

স্থানীয়দের কাছে জানা যায় এদিন বিকেলে কালজানি নদী থেকে বালি তুলে ফেরার সময় ওই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে গিয়ে ধাক্কা দেয়। ওই ধাক্কায় সেই খুঁটি ভাঙার সঙ্গে পাশের আরও তিনটি খুঁটি ভেঙে যায়। এরপরই গোটা এলাকা বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে। ওই গাড়িতে অবৈধভাবে বালি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে দ্রুত সেই গাড়ি সেখানে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশ আসার আগেই। পুলিশের হাতে পড়লে ওই গাড়ির জরিমানা করা বা আটক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

ঘটনার খবর পেয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরাও সেখানে পৌঁছে নতুন খুঁটি লাগানোর কাজ শুরু করেছেন। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে। ওই এলাকায় বালি পাচারে যে গাড়িগুলো যাতায়াত করে সেগুলি অতি দ্রুতগতিতে যায় বলে অভিযোগ।

প্রশাসনের তরফে একদিকে যেমন ওই পাচার আটকানো হয় না, তেমনই আবার গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা করা হয় না। বেপরোয়া গাড়ির জন্য এদিন বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙেছে, আগামীতে আরও বড় কোনও দুর্ঘটনা হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

জখম চার

ফালাকাটা, ২২ জুলাই : ফালাকাটা শহরের বিডিও অফিস মোড়ে সোমবার দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় চারজন জখম হয়েছেন।

রবিবার অনেক রাতে এমন ঘটনা ঘটেছে। জখমদের মধ্যে এক মহিলাও ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। ফালাকাটা ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমান বলেন, ‘জখমদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। এখনও পরিচয় জানা যায়নি। তবে বাইক দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।’

ফসল পোড়ানোয় অভিযুক্ত মালিক

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২২ জুলাই : শ্রীনাথপুর চা বাগানের জমিসমস্যাকে কেন্দ্র করে সোমবার ফের উত্তেজনা ছড়াল। শ্রীনাথপুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির তরফে এদিন বাসিন্দারা তাঁদের চাষ করা জমির অধিকার প্রদানের দাবিতে আলিপুরদুয়ার-২ বিডিওকে স্মারকলিপি দেন। অভিযোগ, সেইসময় বাগান কর্তৃপক্ষ তাঁদের জমির ফসল কেটে ফেলে এবং বিষ দিয়ে সব নষ্ট করে দেয়। এদিনের কর্মসূচিতে প্রায় ৩০০ গ্রামবাসী শামিল হন। পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিডিও অফিস এবং শ্রীনাথপুর চা বাগানে এদিন পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিডিও নিমা শেরিং শেরপা বাসিন্দাদের দাবিপত্র জেলা প্রশাসনকে পাঠানোর আশ্বাস দেন।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের দক্ষিণ শিবকাটা মৌজার ১১/২৫১ বুথের বাসিন্দারা প্রায় ৬০ বছর ধরে চাষাবাদ করছেন নিজেদের জমিতে। সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন শ্রীনাথপুর চা বাগান মালিক, ম্যানেজার এবং আরও কয়েকজন তাঁদের ভয় দেখিয়ে চাষে বাধা দেন। সোমবার গ্রামের সমস্ত মানুষ বিডিও অফিসে জমির অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করতে যান। অভিযোগ, এই সুযোগে বাগানের মালিকপক্ষ তাঁদের জমির সমস্ত ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। এদিন জমি রক্ষা কমিটির তরফে মোট ছয়জনের বিরুদ্ধে জমির ফসল নষ্ট করার অভিযোগ শামুকতলা থানায় লিখিতভাবে দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের নাম চা বাগান মালিক দেবমিত্রা দে সরকার, ম্যানেজার সফিজুল হক, বাগানের কর্মী হীরালাল চিকবড়াইক (ঘাসিয়া), অমিত মঙ্গর, ধুমা মিঞ্জ, রাজবাহাদুর মঙ্গর (টুকলুং)।

প্রতিবাদ।। *শ্রীনাথপুর চা বাগানে জমি সমস্যা নিয়ে বাসিন্দাদের বিক্ষোভ।*

জমি রক্ষা কমিটির সম্পাদক রঞ্জিত বিশ্বাস জানান, তাঁরা বাগানের জমি অবৈধভাবে দখল করেননি। তাঁদের পূর্বপুরুষরা কয়েক যুগ ধরে ওই জমি চাষ করছেন। তাই ওই জমির অধিকার তাঁদের রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ‘চা বাগান কর্তৃপক্ষ মিথ্যা মামলার দেওয়ার ভয় দেখিয়ে চা বাগানের শ্রমিকদের আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছে। ওই জমি চাষ করে অন্তত ৫০টি পরিবারের সংসার চলে। অথচ অন্যায়ভাবে মালিকপক্ষ আমাদের ওই জমি থেকে উৎখাত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা এলাকায় না থাকার সুযোগে মালিকপক্ষ অন্তত ৪০ বিঘা জমির ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলবে।’

বাসিন্দারা জানান, এদিন ৪০ বিঘা জমির ফসল উপড়ে ফেলা হয়েছে। ফসল কেটে, মাচা ভেঙে এবং ধানখেতে ঘাস মারার বিষ স্প্রে করা হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণটা প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। সবাই ধারদেনা করে কৃষিকাজ করেন, সংসার চালাতে এই জমিটুকুই সম্বল। উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ এবং ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এর আগে চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে চাষ করছেন এমন জমি বাসিন্দাদের ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে। বাগানের পরিধিবৃদ্ধি এবং চা শ্রমিকদের আবাস বানানোর জন্য ওই জমি প্রয়োজন বলে জানায় বাগান কর্তৃপক্ষ। কিন্তু স্থানীয়রা সেই জমি ছাড়তে নারাজ থাকায় ২৪ জন বাসিন্দার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে দখল করে বাগানের জমিতে চাষ করা হচ্ছে বলে মামলা করে বাগান কর্তৃপক্ষ। এরপরে বাসিন্দারা জমিরক্ষা কমিটি গড়ে আন্দোলনে নামেন। বাগানের শ্রমিকরা জমিরক্ষা কমিটি পালটা ‘চা বাগান বাঁচাও’ কমিটি করে আন্দোলনে নামায় পরিস্থিতি জটিল হয়। বাগানের ম্যানেজার সফিজুল হক বলেন, ‘বাসিন্দাদের বুঝতে হবে ওই জমি সরকার শ্রীনাথপুর চা বাগানকে লিজ দিয়েছে। তাই ওই জমির অধিকার বাগান কর্তৃপক্ষের। আইন মেনে সমস্ত কাজ করা হচ্ছে।’

লাখ টাকার ক্ষতি

- শ্রীনাথপুর বাগানের জমিতে চাষ করার অধিকারের দাবিতে সোমবার বিডিওকে স্মারকলিপি বাসিন্দাদের
- অভিযোগ, সেই কর্মসূচির সময় তাঁদের জমির ফসল কেটে এবং বিষ স্প্রে করা হয়
- এই ক্ষতির জন্য দায়ী করে বাগান মালিক এবং ম্যানেজার সহ ছয়জনের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের

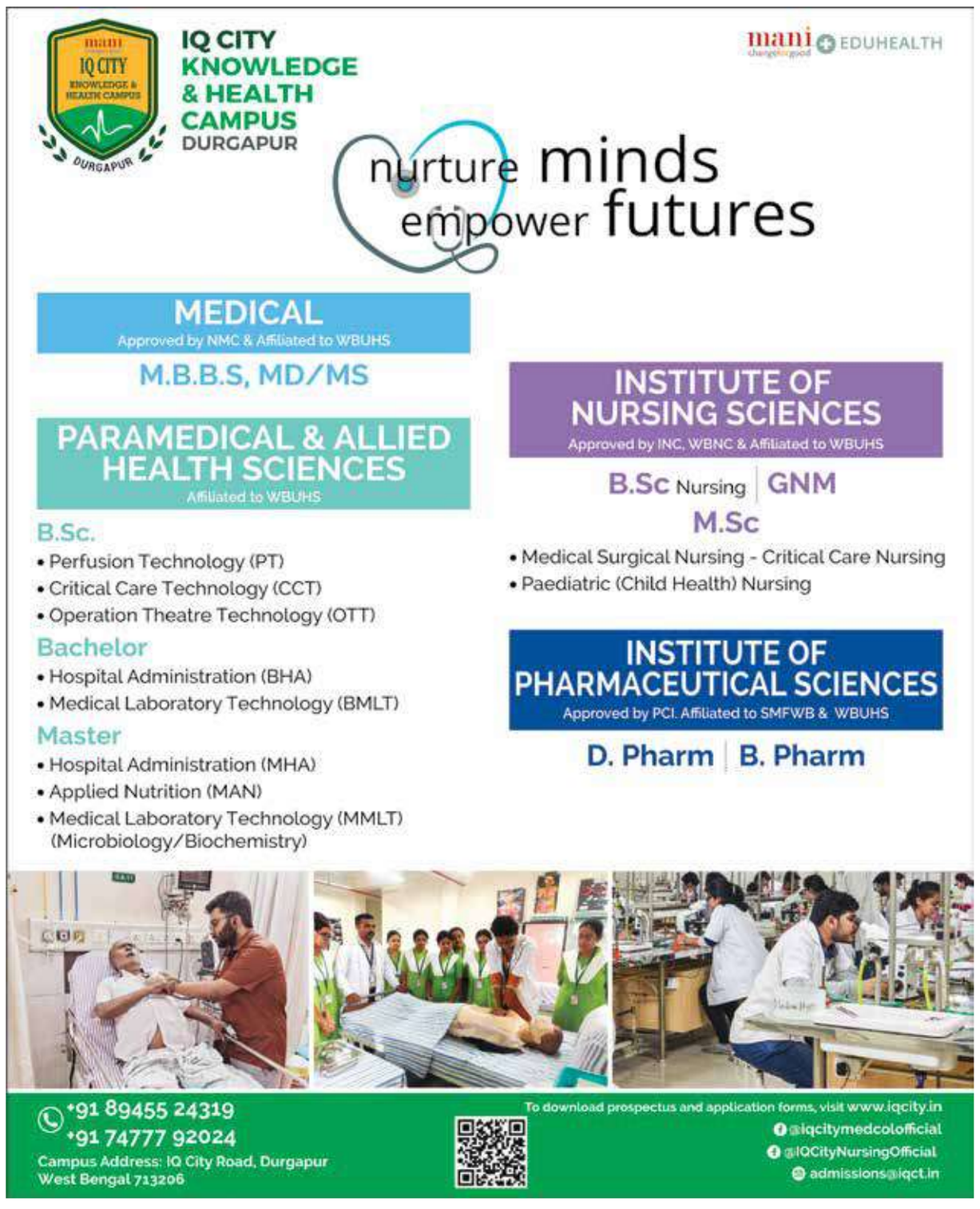

টুকরো খবর

আজ বাইক মিছিল

পলাশবাড়ি, ২২ জুলাই : নির্মীয়মাণ মহাসড়কের কারণে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে এবার ব্যবসায়ীরা বাইক মিছিল করবেন। মঙ্গলবার পলাশবাড়িতে এই মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় উদয়ন ক্লাব চত্বরে সকাল এগারোটা থেকে বাইক মিছিল শুরু হবে। শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার জানান, মঙ্গলবার বাইক মিছিল করে আলিপুরদুয়ার-১ বিডিওর কাছে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

চোরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত

কুমারগ্রাম, ২২ জুলাই : বারবিশা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভুটভুটি সহ ৫২ সিএফটি চোরাই কাঠ বনকর্মীরা বাজেয়াপ্ত করলেন। সোমবার একটি ভুটভুটিতে চোরাই কাঠবোঝাই করে চেরাইয়ের জন্য কাঠ মিলে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বন দপ্তরের কুমারগ্রাম রেঞ্জ দ্রুত অভিযানে নামে। যার মধ্যে কমপক্ষে ২০ সিএফটি বহুমূল্য সেগুন কাঠ রয়েছে। বনকর্মীদের দেখে ভুটভুটিচালক এবং কাঠের চোরাকারবারিরা পালিয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় জড়িতদের কাউকে এখনও বন দপ্তর গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

সভার ডাক

পলাশবাড়ি, ২২ জুলাই : ফের আন্দোলনে নামার জন্য মহাসড়ক গণসংগ্রাম কমিটি জরুরি সভার ডাক দিল। আগামী বৃহস্পতিবার পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট আরআর প্রাইমারি স্কুলে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। মহাসড়ক গণসংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তপন বর্মন জানান, জোড়াতালি দিয়ে সনজয় ডাইভারশন সারাই করা হয়েছে। এখনও ফালাকাটার চরতোর্ষা ডাইভারশনের কাজ শুরু হয়নি। ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার যাতায়াতকারী রাস্তাটিও সংস্কার করা হচ্ছে না। অনেক জায়গায় মাটি ধসে গিয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না। তাই বৃহত্তর আন্দোলনে নামার উদ্দেশ্যে জরুরি সভার ডাক দেওয়া হয়েছে।

হাতির হানা

ফালাকাটা, ২২ জুলাই : হাতির হানায় সেগুন গাছের বাগান তছনছ হয়ে গেল। রবিবার রাতে ফালাকাটা ব্লকের ছোট শালকুমার গ্রামের শ্যামল পালের বাগানে তিনটি হাতি হানা দেয়। তিনি কয়েক বছর আগে দেড় বিঘা জমিতে সেগুন গাছ লাগিয়েছিলেন। শ্যামল জানান, রবিবার রাতে তিনটি হাতি এসে অধিকাংশ গাছ ভেঙে দেয়। হাতিগুলি দক্ষিণ খয়েরবাড়ির জঙ্গল থেকে ঢুকেছিল। বন দপ্তর সূত্রে খবর, আবেদন করলে নিয়মমাফিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

জলে পড়ে মৃত্যু

নয়ারহাট, ২২ জুলাই : শিউলি নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে জলে পড়ে এক তরুণের মৃত্যু হল। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অশোকবাড়িতে ঘটেছে। মৃতের নাম দুলাল সরকার (৩৬)। স্থানীয় সূত্রে খবর, দুলাল দীর্ঘদিন ধরে মৃগীরোগে ভুগছিলেন। এদিন দুপুরে তিনি নদীতে মাছ ধরতে যান। কিন্তু পা পিছলে হঠাৎ নদীতে পড়ে যান। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসায় তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আকস্মিক এই ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের জন্য দেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

দিনে ততটা ভয় না থাকলেও রাতে বাইকের দাপাদাপিতে এই রাস্তা দিয়ে নিরাপদে চলাচল করাই দায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বেপরোয়া চালকে আতঙ্ক

প্রাণ হাতে যাতায়াত কালজানি নদীর বাঁধের রাস্তায়

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : রাত বাড়লেই কালজানি বাঁধের রাস্তায় মদ্যপ বাইকচালকদের দাপাদাপি বাড়ে। অভিযোগ স্থানীয়দের। তার জেরে মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। একের পর এক এমন দুর্ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। ইতিপূর্বে বাঁধের রাস্তায় একাধিকবার দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর রেকর্ডও রয়েছে। সম্প্রতি ফের দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বাইক আরোহী সহ একজন পথচলতি তরুণ।

আলিপুরদুয়ার ট্রাফিক ওসি জাকারিয়া আলি বলেন, 'বেপরোয়া বাইক চালকদের আটকাতে স্পেশাল ড্রাইভ চলছে। বাঁধের রাস্তায় তিনটি স্পিডব্রেকার রয়েছে। সচেতনতার প্রচার চলছে। সচেতনতার অভাবে দুর্ঘটনা ঘটছে। খোঁজখবর নিয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

রাত ৯টা অবধি ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি থাকে। তারপর সেই নিয়ন্ত্রণ উঠে যেতেই বাইকচালকদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায় বলে অভিযোগ। বাঁধের রাস্তায় রাতে যানবাহন চলাচল এমনিতেই কম থাকে। সেই সুযোগে দ্রুতগতিতে বাইক চলাচল করে রাত বাড়লেই। বাঁধ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা নির্ভয়ে হাঁটাচলাও করতে পারেন না বলে অভিযোগ।

শনিবার রাতে বিধানপল্লি এলাকার দেবাশিস বিশ্বাস নামে এক তরুণ রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বাঁধের রাস্তায় হাঁটছিলেন। সেই সময় পিছন থেকে এসে এক বাইকচালক তাঁকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। এতে ওই তরুণ গুরুতর জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রতিবেশীরা সেই জখম তরুণকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করান। তবে তাঁর অবস্থা গুরুতর থাকায় রেফার করে দেওয়া হয়। এখন তিনি কোচবিহারে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন, সেই বাইকচালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। জখম তরুণের দাদা তপন বিশ্বাস বলেন, 'রাত ১০টা নাগাদ বাঁধের রাস্তায় হাটছিল আমার ভাই। সেই সময় পিছন থেকে বাইকটা তাকে ধাক্কা মারে। বাঁধের রাস্তায় মদ্যপ বাইকচালকদের দৌরাত্ম্য দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রশাসনের এই বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত।'

স্থানীয়রা বলছেন

- বাঁধের রাস্তায় তিনটি স্পিডব্রেকার রয়েছে
- আরও স্পিডব্রেকারের দাবি করেছেন স্থানীয়রা
- সেখানে হাইমাস্ট টাওয়ারের দাবিও উঠেছে
- পর্যাপ্ত আলো না থাকায় দুর্ঘটনা ঘটেছে অভিযোগ
- রাত ৯টার পর ট্রাফিক পুলিশের নিয়ন্ত্রণ থাকে না

কালজানি বাঁধের রাস্তা শহরের বাইপাস রুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দিনেও সেই রাস্তায় যানবাহনের ভিড় থাকে ঠিকই, তবে দুর্ঘটনার উদাহরণ খুব একটা নেই। কিন্তু রাত বাড়তেই মদ্যপদের আনাগোনা শুরু হয়। বেপরোয়া বাইকচালকদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। বাঁধের রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকার জন্য মদের আসর বসছে বলেও অভিযোগ।

এদিকে, বাঁধ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা যাতায়াত সহ অন্যান্য কাজের জন্য এই রাস্তার উপরই নির্ভরশীল। তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। বাঁধের রাস্তায় হাইমাস্ট টাওয়ারের দাবি রয়েছে। বিভিন্ন সময় সেই রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হাইমাস্ট টাওয়ার বসানোর কথা থাকলেও সেই দাবি পূরণ হয়নি। এছাড়াও আরও স্পিডব্রেকার বসানোর দাবি করেছেন স্থানীয়রা।

এখনও থমকে চরতোর্ষার কাজ

তাপ্পি দিয়ে সারাই সনজয় ডাইভারশন

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২২ জুলাই : পরে ভেঙে আগে সারাই হয়ে গেল সনজয় ডাইভারশনের। অথচ আগে ভাঙলেও এখনও শুরু হয়নি চরতোর্ষা ডাইভারশন সারাইয়ের কাজ। গত ১৬ জুন প্রথম ভেঙে যায় চরতোর্ষা ডাইভারশন। আর সনজয় ডাইভারশন ভাঙে গত ২৯ জুন। সনজয় ডাইভারশন তাপ্পি দিয়ে সারাই করা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় ও মহাসড়ক গণসংগ্রাম কমিটির। সোমবার জোড়াতালি দেওয়া ওই ডাইভারশন দিয়েই যানবাহন চলাচল শুরু হয়। তবে চরতোর্ষায় অস্থায়ী রাস্তার উপর দিয়ে যানবাহন চলছে। এখন বৃষ্টি কম হওয়া সত্ত্বেও কেন দ্রুত শক্তপোক্ত কাজ শুরু হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও অর্থবরাদ্দ হলেই চরতোর্ষার কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

এনএইচএআই-এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর সঞ্জীব শর্মা জানান, সনজয় ডাইভারশন অস্থায়ীভাবে সারাই করা হয়েছে। মূল রাস্তার কাজ শুরু হলে শক্তপোক্ত কাজ হবে। চরতোর্ষার কাজ এখনও শুরু না হওয়ার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'এই ডাইভারশনের কাজের জন্য প্ল্যান এস্টিমেট করে দপ্তরের দিল্লির অফিসে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে অর্থ অনুমোদন হলেই কাজ শুরু হবে।' পলাশবাড়ির সনজয় ডাইভারশন চরতোর্ষার তুলনায় অনেকটাই ছোট। তাছাড়া পাশে থাকা দুর্বল সেতুটির উপর চাপ বাড়ছিল। তাই আপাতত বালি, বজরি ওই ডাইভারশনটিতে ফেলে মেরামত করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ফালাকাটার চরতোর্ষা নদীর ডাইভারশনটি গত এক মাসে চারবার জলের তোড়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাইভারশনটি শক্তপোক্তভাবে সারাইয়ের জন্য ফালাকাটা ব্লক প্রশাসনের তরফে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে নকশা তৈরি করে চিঠি পাঠানো হয়। সেই নকশাই এনএইচএআই-এর দিল্লির দপ্তরে পৌঁছায়। কিন্তু দিল্লির দপ্তর থেকে অর্থ অনুমোদন না মেলায় আটকে ডাইভারশন মেরামত। ফলে গত কয়েকদিন ধরে নদীর জলস্তর কম থাকা সত্ত্বেও চরতোর্ষায় কাজ হচ্ছে না।

সনজয় ডাইভারশন দিয়ে যান চলাচল।

এদিকে, পথচলতি মানুষ ও মহাসড়ক গণসংগ্রাম কমিটি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের যুক্তি মানতে নারাজ। গণসংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তপন বর্মনের কথায়, 'এখন বৃষ্টি হচ্ছে না। নদীর জলস্তর একেবারেই কম। পলাশবাড়িতে ডাইভারশনের বিকল্প কাঠের সেতু রয়েছে। কিন্তু চরতোর্ষায় বিকল্প কিছু নেই। অথচ এখনও সেখানে কাজ শুরুই হল না।' তাঁর সংযোজন, 'সম্প্রতি সনজয় ডাইভারশন শক্তপোক্তভাবে সারাইয়ের দাবি নিয়ে আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিসে বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু সেই বৈঠকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি অনুপস্থিত ছিলেন।' বালি, বজরি দিয়ে তাপ্পি মেরে সনজয় ডাইভারশন সারাইয়ের কাজে ক্ষুব্ধ কমিটির সদস্যরা। এসবের প্রতিবাদে ফের আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। চরতোর্ষায় মূল ডাইভারশনের একাংশ ভাঙার পর পাশেই বালি, বজরি ফেলে অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। ওই রাস্তায় দু'বার ভারী পণ্যবাহী ট্রাকও আটকে গিয়েছিল।

পথচারী শিশাগোড়ের বাসিন্দা বিষ্ণুপদ সরকার ব্যবসার কারণে রোজ বাইকে ফালাকাটা যাতায়াত করেন। তাঁর অভিযোগ, ফের ভারী বৃষ্টি হলে অস্থায়ী রাস্তা ভেঙে যাবে। গত এক সপ্তাহ ধরে নদীর জলস্তর কম থাকলেও চরতোর্ষায় মূল ডাইভারশনের কাজ শুরুই হয়নি। ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়ক নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ চরম উদাসীন বলেও তিনি অভিযোগ করেন। দ্রুত ডাইভারশন সারাইয়ের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অনন্য।। জম্মু-কাশ্মীরের শেষনাগ হ্রদ। শিলিগুড়ির প্রবীর সাহার ক্যামেরায়।

সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানে র‍্যাশন পৌঁছাল

সমীর দাস

কালচিনি, ২২ জুলাই : পানা ও কালিঝোরা নদীতে তীব্র জলস্রোত থাকায় কালচিনি ব্লকের সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানে দীর্ঘদিন ধরে বড় গাড়ি ঢুকতে পারছিল না। আবার বাগান থেকেও বড় গাড়ি বাইরে যেতে পারছিল না। ফলে একদিকে যেমন বাগানের প্রয়োজনে ব্যবহৃত জ্বালানি তেল, কয়লা বাগানে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। তেমনি র‍্যাশন সামগ্রীও বাগানে পাঠানো যাচ্ছিল না। র‍্যাশন না পেয়ে শ্রমিকদের মনে ধীরে ধীরে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। সোমবার সকালেও বাগানের শ্রমিক গীতা থাপা, ভারতী লামার মতো জনা চল্লিশেক শ্রমিক বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে এসে র‍্যাশনের দাবি জানাচ্ছিলেন। তবে, এদিন বিকেলে প্রায় এক মাস বাদে র‍্যাশন সামগ্রী বোঝাই ট্রাক বাগানে প্রবেশ করতেই শ্রমিকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে এর আগে সরাসরি জেলা প্রশাসনের কাছে র‍্যাশন সামগ্রী বাগানে পৌঁছানোর আর্জি জানানো হয়েছিল। আর তাতে সাড়া দিয়ে জেলা প্রশাসনের তরফে এদিন বাগানে র‍্যাশন সামগ্রী পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। বাগানের ম্যানেজার শান্তনু বসু সহ বাগানের শ্রমিকরা জেলা প্রশাসনকে এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বাগানের শ্রমিক গীতা লামার কথায়, 'র‍্যাশন না পেয়ে আমাদের খুব কষ্টের মধ্যে দিন কাটছিল। দুই নদী পার করে কালচিনিতে গিয়ে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এতদিনে র‍্যাশন সামগ্রী বাগানে পৌঁছানোয় আপাতত আমাদের সমস্যা মিটল।'

কালচিনি ব্লক সদর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরের ওই বাগানে যেতে প্রথমে পার হতে হয় খরস্রোতা পানা নদী। এরপর কয়েক কিলোমিটার দূরে বাগানে প্রবেশের মুখে রয়েছে কালিঝোরা নদীটি। গ্রীষ্মে ওই দুই নদী শুকনো থাকলেও বর্ষায় দুটি নদী রুদ্ররূপ ধারণ করে। এবছর প্রায় দু'মাস ধরে লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে দুটি নদীতে জল বেড়েই চলেছিল। তবে কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাত না হওয়ায় দুই নদীর জলস্তর কিছুটা কম হয়। যদিও দুই নদী পার হয়ে বড় যান চলাচল এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। এদিন আর্থমুভার দিয়ে দুটি নদীর বালির স্তর সরিয়ে কোনও মতে র‍্যাশন সামগ্রীর ট্রাক বাগানে পৌঁছায়।

অন্যদিকে, বড় গাড়ি পারাপার করতে না পারায় গত প্রায় এক মাস ধরে বাগানের ফ্যাক্টরিতে তৈরি চা পাতা অকশন মার্কেটে পাঠাতে পারছিল না বাগান কর্তৃপক্ষ। বাগানের ম্যানেজার জানিয়েছেন, চা পাতা অকশন মার্কেটে পাঠাতে না পারায় শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া কষ্টকর হচ্ছিল। এদিন অবশ্য ট্র্যাক্টর ট্রলিতে চাপিয়ে চা পাতা দুটি নদী পার করানো হয়। এদিকে, বাগানের আরেক প্রান্ত দিয়ে বয়ে যাওয়া বাসরা নদীর ভাঙনে ইতিমধ্যে বাগানের প্রচুর জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। চা গাছ থেকে শুরু করে ছায়াগাছ নদীর গ্রাসে চলে গিয়েছে।

কালিঝোরা নদী পার হয়ে র‍্যাশনের গাড়ি সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানে ঢুকছে।

> র‍্যাশন না পেয়ে আমাদের খুব কষ্টের মধ্যে দিন কাটছিল। দুই নদী পার করে কালচিনিতে গিয়ে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এতদিনে র‍্যাশন সামগ্রী বাগানে পৌঁছানোয় আপাতত আমাদের সমস্যা মিটল।
>
> **গীতা লামা,** *বাগান শ্রমিক*

বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বাসরা নদী সংলগ্ন সিঙ্গি জলাধারটি এবছরের বর্ষায় একাধিকবার নষ্ট হয়েছে। এখনও ওই জলাধার দিয়ে পানীয় জল সরবরাহ করা যাচ্ছে না। ফ্যাক্টরির মোটর চালিয়ে কোনও মতে পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে বাগান কর্তৃপক্ষ। তবে জেলা প্রশাসনের তরফে বাসরা নদীর প্রায় ১০০ মিটার বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে।

খুঁটি ভেঙে বিপর্যস্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা

ফালাকাটা, ২২ জুলাই : সোমবার সকালে ধূপগুড়ি থেকে ফালাকাটাগামী ছোট চার চাকার গাড়ির ধাক্কায় ভেঙে যায় বিদ্যুতের খুঁটি। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খুঁটিতে ধাক্কা দিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। গাড়ির চালক জখম হন। আর তার জেরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় ফালাকাটা ব্লকের গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তপসিতলা এলাকায়। সকালেই ফালাকাটা থানার পুলিশ গিয়ে গাড়িটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। কিন্তু বিকেলের মধ্যেও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়ায় এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ তপসিতলায় ফালাকাটা-ধূপগুড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা। তবে আধ ঘণ্টা পর পুলিশ ও বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়।

স্থানীয় রতন কার্জির কথায়, 'সকালে পুলিশের তরফে দু'ঘণ্টার মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু বিকেলের মধ্যেও পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়ায় অবরোধ করা হয়।'

তবে রাস্তা অবরোধ হতেই ঘটনাস্থলে ফের পৌঁছায় পুলিশ। বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফেও দ্রুত পরিষেবা ঠিক করার কাজ শুরু হয়। ফালাকাটা বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার স্টেশন ম্যানেজার সৌরভ সিংহ বলেন, 'হঠাৎ দুর্ঘটনায় ওখানকার একটি খুঁটি ভেঙে যায়। এদিকে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা বিভিন্ন এলাকার কাজে যুক্ত ছিলেন। তাই নতুন খুঁটি নিয়ে গিয়ে তপসিতলায় কাজটি করতে কিছুটা দেরি হয়।' তাঁর আশ্বাস, এখনও কর্মীরা কাজ করছেন। রাতের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

ধর্নায় বসবে প্রতিবন্ধী সংগ্রাম সমিতি

কোচবিহার, ২২ জুলাই : ২৫ জুলাই জেলা শাসকের দপ্তরে ধর্নায় বসবেন উত্তরবঙ্গ প্রতিবন্ধী সংগ্রাম সমিতির সদস্যরা। সোমবার রাতে সংগঠনের তরফে এই কথা জানানো হয়। সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ, ১৮ জুলাই তাঁরা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কাছে এসেছিলেন। সেদিন জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক তাঁদের জানিয়েছিলেন, ২২ জুলাই সোমবার জেলা শাসকের দপ্তরে দেখা করবেন।

এ বিষয়ে সংগঠনের জেলা সভাপতি রঞ্জিত অধিকারী বলেন, 'আধিকারিকের সেই কথামতো সোমবার আমরা সংগঠনের ১৫-১৬ জন সদস্য এসেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছেন। আমরা পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীন। তারপরেও আমাদের কেন এভাবে হয়রানি করলেন ওই আধিকারিক।' এর প্রতিবাদে ২৫ জুলাই জেলা শাসকের দপ্তরে ধর্নায় বসবেন তাঁরা।

ধর্মঘটে বাজারে আলুর টান

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : ভিনরাজ্যে যাওয়ার পথে আটকে দেওয়া হচ্ছে এই রাজ্যের আলুবোঝাই গাড়ি। বিভিন্ন সীমানায় গাড়ি আটকে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন আলু ব্যবসায়ীরা। কেন গাড়ি আটকানো হচ্ছে? সেটার সঠিক উত্তরও নাকি পাচ্ছেন না তাঁরা। এমনটাই অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। এই সমস্যা মেটানোর দাবিতে তাই অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছেন রাজ্যের আলু ব্যবসায়ীরা। বাইরে আলু পাঠানো যেমন বন্ধ করা হয়েছে, তেমনই বন্ধ করা হয়েছে ছোট পাইকার বা খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে আলু বিক্রিও। গোটা রাজ্যের মতো আলিপুরদুয়ারেও একই সমস্যা। বড় ব্যবসায়ীদের এই সিদ্ধান্তে সমস্যা বাড়তে পারে আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন বাজারে। শহরের পাশাপাশি সমস্যা বেশি বাড়তে পারে গ্রামীণ বাজারগুলোয়।

সোমবার থেকে এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে। তবে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এখনও বাজারে যে পরিমাণ আলু রয়েছে সেটা দিয়ে কয়েক দিন চলে যাবে। তবে সমস্যা বাড়তে পারে যদি এই ধর্মঘট পাঁচ থেকে ছয়দিন চলে। তখন বাজারে হিমঘরের আলুর অভাব দেখা যেতে পারে। সেই সুবাদে বাড়তে পারে আলুর দামও। বর্তমানে খুচরো বাজারে স্থানীয় হিমঘরের সাদা আলু বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা কেজি দরে। এই আলুর সঙ্গে বিক্রি হচ্ছে ভুটানের সাদা আলুও। সেটার দাম আবার ৪০ টাকা কেজি। তবে শহরের ক্রেতাদের কাছে স্থানীয় আলুর থেকে ভুটান আলুর চাহিদা বেশি। সেটার জোগানে অবশ্য ঘাটতি নেই।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার বড় বাজারের খুচরো সবজি বিক্রেতা সমীর দে'র কথায়, 'বাড়িতে খাওয়ার জন্য শহরের বেশিরভাগ লোক ভুটান আলু কেনেন। আর বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় বা হোটেলের জন্য স্থানীয় আলু বিক্রি হয়। গ্রামে কিন্তু স্থানীয় আলুর চাহিদাই বেশি।'

ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, আলু ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট চললে গ্রামের বাজারগুলোয় সবথেকে বেশি সমস্যা দেখা যেতে পারে। কেন? কারণ সেখানে কিন্তু ভুটানি আলুর চাহিদা কম, সাদা আলুর বিক্রিই বেশি। আর ধর্মঘটের প্রভাব পড়বে সাদা আলুর উপরেই। আলিপুরদুয়ারের এক আলু ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ দে'র কথায়, 'বাধ্য হয়ে আমাদের এই ধর্মঘট করতে হচ্ছে। সুফল বাংলার জন্য আমার আলু দিচ্ছি। প্রয়োজন হলে ন্যায্যমূল্যেও আলু বিক্রি করা হবে। তবে আমদের গাড়িগুলো কেন আটকানো হচ্ছে সেটাই বলা হচ্ছে না।'

এখনই আলিপুরদুয়ারে দাম বাড়ছে না আলুর। -সংবাদচিত্র

রাত জেগে হেউতিয়াঝোরায় মাছ ধরার হিড়িক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২২ জুলাই : কেউ শিক্ষক, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ আবার দিনমজুর। দিনভর পেশাগত কাজে ব্যস্ত সবাই। তবে সন্ধ্যা হলেই ওঁরা যাচ্ছেন হেউতিয়াঝোরায় মাছ ধরতে। কয়েকদিন ধরে গভীর রাত পর্যন্ত হেউতিয়াঝোরায় মাছ ধরছেন মাদারিহাটের খয়েরবাড়ি ইসলামাবাদ গ্রামের বাসিন্দারা। ওই ঝোরায় এবছর প্রচুর পরিমাণে ট্যাংরা এবং পয়া মাছ মিলছে। বাজারে ওই দেশি ট্যাংরা মাছের কেজি প্রতি দর কমপক্ষে ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকা। আর পয়া মাছের কেজি কমপক্ষে ৬০০ টাকা। আর বিনামূল্যে সেসব সুস্বাদু মাছের স্বাদ নিচ্ছেন খয়েরবাড়ি, ইসলামাবাদের বাসিন্দারা।

ইসলামাবাদের শ্মশানঘাটের দক্ষিণদিকে ওই ঝোরার পাড়বাঁধ ভেঙে জল বেরিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে। ফলে শ্মশানঘাট সংলগ্ন সেচবাঁধে জল রয়েছে খুবই কম। সেখানে রয়েছে বড় বড় বোল্ডার। বোল্ডারের ফাঁকে টেমাই নামে বাঁশ দিয়ে তৈরি মাছ ধরার ফাঁদ বসাচ্ছেন স্থানীয়রা। শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে মাছ ধরেন এলাকার বাসিন্দা শিক্ষক তাহের আলি, ব্যবসায়ী হবিবর রহমান, পশু চিকিৎসাকর্মী সায়দার আলিরা।

রাত জেগে হেউতিয়াঝোরায় মাছ ধরছেন স্থানীয়রা।

তাহের, হবিবররা জাল ফেলে প্রচুর পরিমাণে ট্যাংরা এবং পয়া মাছ ধরেছেন। আবার মাছ ধরতে সায়দার আলিকে অন্য ফন্দি ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। একটি প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে সেচবাঁধের জল তিনি তুলে ফেলছিলেন কৃষিজমিতে। ওই জল আবার গড়িয়ে পড়ছিল ঝোরাতেই। গড়িয়ে পড়া জলের স্রোতের বিপরীতে ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে আসছিল ট্যাংরা মাছ। তাহেরের কথায়, 'এবছর ঝোরায় বাড়তি পরিমাণে মাছ মিলছে।' দক্ষিণ খয়েরবাড়ির আমানুর রহমান, মিজানুর রহমানরাও মাছ ধরতে গিয়েছিলেন সেখানে। আমানুরের কথায়, 'এত ট্যাংরা মাছ এর আগে এলাকায় পাওয়া যায়নি।'

সাধারণত ট্যাংরা মাছ জলে ভেসে বেড়ালেও পয়া মাছ কাদার নীচে থাকে। তবে বাঁধ ভেঙে ঝোরায় জল কমে যাওয়ায় পয়া মাছগুলি কাদার বাইরে বেরিয়ে এসেছে। প্রচুর পরিমাণে পয়া মাছ মিলছে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি এবং মুন্সিপাড়া এলাকাতেও। মুন্সিপাড়ার নজরুল ইসলাম, মহম্মদ বাপ্পা সহ অনেকেই সেচনালায় মাছ ধরে রসনা তৃপ্ত করেছেন। নজরুলের কথায়, 'আমাদের এলাকায় ছোট-বড় সবাই মিলে প্রতিদিন মাছ ধরছে। প্রতিদিন কমপক্ষে এক কুইন্টাল মাছ ধরা হচ্ছে সেচনালা থেকেই। এমনটা আগে দেখিনি।'

কলকাতা এবং

স্বস্তির পূর্বাভাস

প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম থেকে এবার নিস্তার পেতে চলেছেন দক্ষিণবঙ্গবাসী। নিম্নচাপের জেরে মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।

চার বাংলাদেশি ধৃত

চার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে সোমবার গ্রেপ্তার করল দক্ষিণ কলকাতার আনন্দপুর থানার পুলিশ। ওই চার বাংলাদেশি সেখানে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল।

মালগাড়ি লাইনচ্যুত

সোমবার সকালে রানাঘাট স্টেশনের কাছে একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়। তার ফলে ওই শাখায় বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন হয়। দুপুরের পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গণধর্ষণে ধৃত ২

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে দুই নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে দুই তরুণ গ্রেপ্তার। তারা নাবালিকাদের নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার উত্তর কলকাতার ভূতনাথ মন্দিরে শিবভক্তদের ঢল। ছবি : রাজীব মণ্ডল

যুবর দায়িত্বে বাদ পড়তে পারেন সায়নী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ জুলাই : তৃণমূলের সংগঠনে বড় ধরনের রদবদলের ইঙ্গিত ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ থেকে দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজ না করলে পদ যে থাকবে না, সেই বার্তাও দিয়েছিলেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই যুব তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রীর পদ থেকে সায়নী ঘোষকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে দলের অন্দরে জল্পনা তৈরি হয়েছে। এই পদে নতুন কাউকে আনার ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যে দলের এক জনপ্রিয় ছাত্রনেতার নামও রয়েছে। তিনি দলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। দলের যুব সংগঠনে যে ব্যাপক রদবদল করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো সায়নীর কাছে জেলা ধরে তালিকাও চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। সেই তালিকা সায়নী ইতিমধ্যেই দিয়েছেন। কিন্তু ওই তালিকায় সন্তুষ্ট নন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক দু-জনেই। জেলা ধরে লোকসভা নির্বাচনের পারফরমেন্সকে বিচার করে আইপ্যাকের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট নিয়েছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেইমতো খুব শীঘ্রই দলের যুব সংগঠনে বড় রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই নিয়ে সায়নী কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। তাঁকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।'

শহিদ সমাবেশের আগের দিন শনিবার সন্ধ্যায় শহিদ সমাবেশের মঞ্চ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সায়নী উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী যখন বসেছিলেন, তখন সায়নী তাঁকে কিছু বলতে আসেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে গম্ভীর গলায় বলতে শোনা যায়, 'তুমি তোমার নিজের কাজটা করো। তোমার দেওয়া তালিকা আমি দেখছি।' এরপর আর সায়নী কিছু বলার সাহস পাননি। ১৯৯৪ সাল থেকে শহিদ সমাবেশ পালন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎকালীন যুব কংগ্রেস সভানেত্রী হিসেবে তিনিই থাকতেন মুখ্য বক্তা। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে তৎকালীন যুব তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জয় বক্সী, মদন মিত্র, শুভেন্দু অধিকারী বা সৌমিত্র খাঁ মঞ্চে ভাষণ দিয়েছেন। গতবছরও সায়নী যুব তৃণমূল সভানেত্রী হিসেবে ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। এবার সায়নীকে ভাষণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। অথচ রাজ্যের কনিষ্ঠতম বিধায়ক বাগদার মধুপর্ণা ঠাকুরকে ভাষণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। মঞ্চের প্রথম সারিতে সেলেব্রিটিদের সঙ্গে সায়নী বসে থাকলেও তাঁকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়নি। তখনই বোঝা গিয়েছিল, ডানা ছাঁটা হচ্ছে যাদবপুরের এই সাংসদের।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২১ জুলাই সমাবেশ নিয়ে সায়নীকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়নি। এমনকি শেষ কয়েকদিন তিনি তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের বাইরে কোথাও প্রচারেও যাননি। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। দলের এই মেগা কর্মসূচি নিয়ে সায়নীর উদ্যোগ চোখে না পড়ায় দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সঙ্গে শনিবার রাতেও ধর্মতলার মঞ্চের সামনে সায়নীর কিছুটা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এরপরই মনে করা হচ্ছে, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমোদনেই দলের যুব সংগঠনের ব্লক ও জেলা সভাপতি বদলের পাশাপাশি রাজ্য নেতৃত্বেও বদল আনা হবে। তবে তৃণমূল নেতৃত্ব এই নিয়ে এখনই কিছু জানাননি।

প্রথম ভাষণ।। সোমবার সংসদে তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ।

সংঘাতের আবহে আজ ফের শপথগ্রহণ

জরিমানার হুমকি দিয়ে চিঠি বিধায়কদের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ জুলাই : ফের রাজ্যপালের নির্দেশের তোয়াক্কা না করেই চার বিধায়ককে মঙ্গলবার শপথ দিতে চলেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী, রানাঘাটের মুকুটমণি অধিকারী, বাগদার মধুপর্ণা ঠাকুর এবং মানিকতলার সুপ্তি পান্ডে মঙ্গলবার বেলা ১টায় বিধানসভায় শপথ নেবেন। চার বিধায়কের শপথ অনুষ্ঠানের ঘোষণার দিনেই তৃণমূলের বরানগর ও ভগবানগোলার বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকারকে রাজভবন থেকে দুটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে দুই বিধায়ককেই তাঁদের শপথ অবৈধ বলে জানিয়ে দিয়ে অধিবেশনে যোগ দেওয়া নিয়ে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যপাল। এই ঘটনায় রাজ্যপালের ভূমিকাকে তোতাপাখির সঙ্গে তুলনা টেনে কটাক্ষ করেছেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

বরানগর ও ভগবানগোলার পর নতুন শপথ জটে আরও চার তৃণমূল বিধায়ক। ১৩ জুলাই চার উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পরই শপথের জন্য রাজভবনে চিঠি দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের মতে, বিমানের সেই চিঠির জবাবে বরানগর ও ভগবানগোলার ২ বিধায়কের শপথকে অবৈধ বলে দাবি করে শপথ নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলে বিধানসভাকে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের ওই চিঠি নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে না চাইলেও অধ্যক্ষ বলেছিলেন, রাজ্যপালের চিঠি ইতিবাচক নয়। এরপর সোমবার শপথ নিয়ে আর রাজভবনের জন্য অপেক্ষা না করেই নবান্নের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন অধ্যক্ষ। এদিন অধ্যক্ষ বলেন, 'মঙ্গলবার শপথ হবেই। রাজ্যপালের মন্তব্যের বিষয়ে যা বলার আমি মঙ্গলবার বিধানসভায় বলব।' এদিনই বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকারকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল। সায়ন্তিকা ও রেয়াতের দাবি, বিধানসভায় তাঁদের শপথ কে দিয়েছেন, চিঠিতে তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছেন রাজ্যপাল।

একইসঙ্গে সংবিধানের শপথ সংক্রান্ত ১৮৮ ধারার উল্লেখ করে তাঁদের অধিবেশনে যোগ দেওয়া নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যপাল। চিঠিতে দুই তৃণমূল বিধায়কের উদ্দেশে রাজ্যপাল আনন্দ বোস বলেছেন, 'কেন তাঁদের বিরুদ্ধে অবৈধ শপথের জন্য আর্থিক জরিমানা ও যে শাস্তির বিধান রয়েছে, তা কার্যকর করা হবে না সেই বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য জানান তাঁরা। রাজ্যপালের এই চিঠি পাওয়ার পর দুই বিধায়ক অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করেন। পরে দু'জনেই জানান, মঙ্গলবার তাঁরা অধিবেশনে যোগ দেবেন। রাজ্যপালের সতর্কবার্তা অনুযায়ী অধিবেশনে যোগ দিলেই তাঁদের দৈনিক ৫০০ টাকা করে ভাতা কাটা যাবে। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যপালের এই হুমকি চিঠিকে আমরা কোনও গুরুত্ব দিচ্ছি না। আসলে সিবিআইকে যেমন সুপ্রিম কোর্ট একদা কেন্দ্রের তোতাপাখি বলেছিল। এই রাজ্যপালকেও আমরা তা বলতে চাই।'

মঙ্গলবার বিধানসভায় থাকলেও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট করবে বিজেপি। সোমবার পরিষদীয় দলের বৈঠকে সেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিজেপির মতে, রাজ্যপাল এই শপথকে অসাংবিধানিক এবং অবৈধ বলেছেন। ফলে সেই ধরনের কোনও অনুষ্ঠানে তাঁরা যোগ দেবেন না।

তবে মঙ্গলবার বিধানসভায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এই আবহে শপথকে ঘিরে রাজ্য-রাজভবন সংঘাত নতুন মাত্রা পেতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মন্ত্রীসভার রদবদলের ফাইল আটকে রাজভবনে

কলকাতা, ২২ জুলাই : রাজ্যের মন্ত্রীসভায় রদবদল চেয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে সুপারিশ পাঠিয়েছে নবান্ন। কিন্তু ফাইলে সই না করে ফেলে রেখেছেন রাজ্যপাল। এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ নবান্ন। সেচমন্ত্রী হিসেবে এতদিন কাজ চালিয়েছেন নৈহাটির বিধায়ক তথা ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক। এরাজ্য থেকে জয়ী ২৯ জন তৃণমূল সাংসদের মধ্যে ২৮ জন শপথ নিলেও পার্থ এখনও সেচমন্ত্রী পদেই রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নতুন সেচমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার নাম সুপারিশ করে রাজভবনে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়েছেন ঝাড়গ্রামের বিধায়ক বিরবাহা হাঁসদা। কিন্তু বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেপ্তারের পর থেকে বন দপ্তরের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিরবাহাকে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই দপ্তরেও নতুন মুখের ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, দায়িত্ব পেতে পারেন পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়।

একাধিক বিলও আটকে রয়েছে রাজভবনে। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। এনিয়ে তিনি একাধিকবার রাজ্যপালের সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু মন্ত্রীসভায় রদবদলের সুপারিশ তিনি আটকে রাখায় মমতা আরও ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

আজ মন্ত্রীসভার বৈঠকের দিকে নজর

কলকাতা, ২২ জুলাই : মঙ্গলবার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা ৩টেয় বিধানসভায় তিনি রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক করবেন। এরপর ৪টেয় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এবার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। তবে কী কী বিষয়ে আলোচনা হবে, তা নিয়ে কোনও পূর্বাভাস নবান্ন থেকে দেওয়া হয়নি। দুর্গাপুজো কমিটিগুলির বৈঠক নিয়েও আগ্রহ রয়েছে রাজ্যের কয়েক হাজার পুজো কমিটির। দূরের জেলার পুজো কমিটিগুলি ভার্চুয়ালি এই সভায় উপস্থিত থাকবে। প্রতিবারই পুজোয় আর্থিক অনুদান, বিদ্যুৎ বিলে ছাড় সহ একাধিক ঘোষণা এই সভা থেকেই করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের এই আর্থিক অনুদানের বিরোধিতা করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি হাইকোর্টেরও শরণাপন্ন হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট এর মধ্যে নিজেদের জড়াতে চায়নি। কারণ, অনেক পুজো কমিটি এই আর্থিক অনুদানের ওপরই পুজো করে থাকে। তাই এই অনুদান বন্ধ করার পক্ষে হাইকোর্ট যায়নি। গতবছর ৭০ হাজার টাকা করে পুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক অনুদান দিয়েছিল রাজ্য সরকার। এবার অনুদানের অঙ্ক বাড়বে কি না সেদিকে নজর রয়েছে পুজো কমিটিগুলির। অনেকেই মনে করছেন, বর্তমান আর্থিক অবস্থার মধ্যেও বাজারদরের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার কিছুটা হলেও আর্থিক অনুদান বাড়াতে পারে। যদিও এই নিয়ে নবান্নের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

বেসরকারিকরণের সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত

ডিভিসি ভাঙার পরামর্শে ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ

দীপেন ঢাং

মেজিয়া, ২২ জুলাই : দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)-কে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে তৈরির লক্ষ্যে সম্প্রতি একে তিন ভাগে ভাঙার পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার। কলকাতায় ডিভিসি টাওয়ার্সে

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের কলকাতার সদর কার্যালয়।

সংস্থার চেয়ারম্যান এস সুরেশ কুমার সহ আধিকারিকদের নিয়ে গত বৃহস্পতিবারের বৈঠকে তিনি এমন পরামর্শ দেন। খাট্টারের যুক্তি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ ও বণ্টন- এই তিন ভাগে ভাঙলে সংস্থাটি লাভজনক হয়ে উঠবে। পাশাপাশি সংস্থার শেয়ার বিক্রির কথাও বলেন মন্ত্রী। বিষয়টি জানাজানি হতেই ফুঁসে উঠেছে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি পরিচালিত ডিভিসি কর্মচারী সংঘ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত মিশ্র জানান, ডিভিসি-কে ভাগের নির্দেশ মানে দেশের গর্বের এই সংস্থাটিকে এবার বেসরকারিকরণের চক্রান্ত করছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু তা হতে দেব না। প্রয়োজনে বিষয়টি সংসদের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নজরে এনে তাঁর নেতৃত্বে পার্লামেন্ট ঘেরাও করে কেন্দ্রীয় চক্রান্ত রোখার চেষ্টা হবে। এ ব্যাপারে কর্মচারী সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি গত রবিবার ঝাড়খণ্ডের চন্দ্রপুরায় বৈঠকে বসে রণনীতি ঠিক করে। ২৪ জুলাই কলকাতায় ডিভিসি টাওয়ার্সে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে যৌথ মঞ্চ। সেখানে সংস্থার সমস্ত ইউনিয়নকে একত্রে লড়াইয়ের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এরইমধ্যে সংস্থায় কোন শ্রমিক সংগঠন রিকগনিশন পাবে তা নিয়ে তোড়জোড় চলছে। শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন নির্বাচনের মাধ্যমে বেছে নিতে ইতিমধ্যে চিঠি দিয়েছে লেবার কমিশনার। ডিভিসিতে ২০১৯-এ প্রথম নির্বাচনে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন কামগার সংঘ জয়ী হয়েছিল। ২০২২-এর দ্বিতীয় নির্বাচনে সিটু পরিচালিত ডিভিসি শ্রমিক ইউনিয়ন লড়াই করে আইএনটিইউসি, ইউটিইউসি সহ কয়েকটি সংগঠনকে নিয়ে যৌথ মঞ্চ তৈরি করে। এর মেয়াদ গত ১৬ জুন শেষ হয়েছে। ফের নির্বাচনের চিঠি পেয়ে সমস্ত ইউনিয়নই তেড়েফুঁড়ে নেমেছে। এর মাঝে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নির্দেশ ঘিরে আলোড়ন পড়েছে। এই অবস্থায় সমস্ত ছুঁতমার্গ সরিয়ে ডান, বাম, অতি ডান বা অতি বাম সবাইকে এক হয়ে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার ডাক দেন সুব্রত মিশ্র। তাঁর কথায়, 'আগে ডিভিসি-কে বাঁচাতে হবে, তারপর কোন সংগঠন ডিভিসিতে রিকগনিশন পাবে সে বিষয়ে ভাবা যাবে। আমরা জোটবদ্ধ হয়ে সংসদের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে পার্লামেন্ট ঘেরাও করে কেন্দ্রীয় চক্রান্ত রোখার চেষ্টা করব।'

তদন্তে সিবিআই-কে যুক্তর নির্দেশ কোর্টের

কলকাতা, ২২ জুলাই : টেটে উত্তীর্ণ হয়েও মেলেনি শংসাপত্র। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৬০ জন প্রাথমিক শিক্ষক। সোমবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, সিবিআইকে এই মামলায় যুক্ত করতে হবে। মামলা সংক্রান্ত তথ্য সিবিআইয়ের কাছে আছে কি না তা আদালতে জানাতে হবে।

মামলাকারীদের অভিযোগ, টেট উত্তীর্ণ শংসাপত্র না থাকায় সিবিআইয়ের কাছে বারবার হেনস্তা হতে হচ্ছে। নিয়োগপত্র ও আদালতের নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও পর্ষদের শংসাপত্র চাওয়া হচ্ছে। এদিন এই মামলার শুনানিতে মামলাকারীদের তরফের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, অর্ক নন্দী ও গীতা আচার্য জানান, আবেদনকারীরা ২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণ হয়েছেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু পর্ষদের ওয়েবসাইট থেকে তাঁরা শংসাপত্র পাচ্ছেন না। পর্ষদের আইনজীবী আদালতে জানান, শংসাপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবেদন জানাতে হয়, এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এই তথ্য এখন পর্ষদের হাতে নেই। কারণ ওএমআর মূল্যায়নের দায়িত্বে থাকা এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির সমস্ত তথ্য সিবিআইয়ের কাছে রয়েছে। পালটা মামলাকারীদের আইনজীবী জানান, মেধাতালিকা পর্ষদের কাছে থাকা উচিত। ওই সংস্থা শুধু উত্তরপত্র বা

টেট মামলা

ওএমআর শিট মূল্যায়নের দায়িত্বে ছিল। সিবিআইয়ের কাছে তথ্য রয়েছে কি না তা প্রকাশ করার আর্জি জানানো হয়। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, পর্ষদকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। পর্ষদের গাফিলতিতে পরীক্ষার্থীদের হেনস্তা হতে হচ্ছে। তারপর বিচারপতি মামলায় সিবিআইকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন। মামলার পরবর্তী শুনানি বুধবার।

শ্রাবণের অঝোরধারায় ভিজল কলকাতা। সোমবার ধর্মতলা চত্বরে।

বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী সহ গ্রেপ্তার ৪

ভূপতিনগর, ২২ জুলাই : একটি পরিবারকে একঘরে করার জন্য মাইকে প্রচার করায় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগর থানার পুলিশ। গ্রামে সালিশি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তের কথা গ্রামে মাইকে প্রচার করা হচ্ছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর, গ্রামবাসীদের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিবাদে গত কয়েক মাস ধরে পরিবারটির ঝামেলা চলছিল। এই পরিবারের অভিযোগ, তাদের তৃণমূল করার অপরাধে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য, তাঁর স্বামী ও তাদের অনুগামী গ্রামবাসীরা ওই পরিবারটিকে বয়কটের ডাক দেয়। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য। তবে মাইকিংয়ের কথা স্বীকার করে তিনি জানান, পরিবারটির সঙ্গে গ্রামবাসীদের প্রায় রোজই ঝামেলা হয়। এনিয়ে একাধিকবার মিটিং ডাকা হলেও সেখানে পরিবারটি যায়নি। তাই ভয় দেখাতে মাইকিং করা হয়েছিল বলে তাঁর দাবি।

জাল টিকিট

আসানসোল, ২২ জুলাই : আসানসোলে শহর ছেড়ে বের হওয়ার সময় এক জনপ্রিয় কোম্পানির লটারির জাল টিকিট বোঝাই একটি অটো বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। রবিবার রাতে আসানসোল দক্ষিণ থানার কালীপাহাড়ি মোড়ের কাছে নাকা চেকিংয়ে অটোটি আটক করে চালক সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ন'টি বস্তায় প্রায় নয় লক্ষ লটারির জাল টিকিট ছিল বলে পুলিশের দাবি। এর বাজারমূল্য ৯০ লক্ষ টাকা। ধৃতরা হল চন্দন সাউ ও রাজন রজক।

মমতার সিলমোহরের অপেক্ষা

আইপ্যাকের রিপোর্ট অভিষেকের ভরসা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ জুলাই : মূলত আইপ্যাকের পর্যালোচনা রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই দলের সর্বস্তরে সাংগঠনিক রদবদলে হাত দিয়েছেন তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটের ফল অনুযায়ী দলের দুর্বল এলাকা বলে চিহ্নিত জায়গাগুলিতে দল পরিচালনায় নতুন কারা আসবেন, বাদ পড়বেনই বা কারা, তার একটা বিস্তারিত খসড়া তৈরি করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। খসড়া নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হবে তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পরিবর্তন বা রদবদলের খসড়ায় চূড়ান্ত সিলমোহর দেবেন দলনেত্রী। তারপরই পর্যায়ক্রমে তৃণমূলের পুরসভা, পঞ্চায়েত ও দলের সর্বস্তরের সংগঠনে রদবদলের কথা ঘোষণা করা হবে। সোমবার অভিষেকের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রের খবর, এই সংক্রান্ত দলের জেলাওয়াড়ি রিপোর্টও অভিষেকের হাতে পৌঁছেছে। তবু দলের পরামর্শদাতা আইপ্যাকের লোকজনদের লোকসভা ভোটের জেলাওয়াড়ি পর্যালোচনা রিপোর্টের ওপরই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন অভিষেক। এই নিয়ে দলের অন্দরে বিতর্ক থাকলেও দলনেত্রীর সবুজ সংকেতেই আইপ্যাককে গুরুত্ব দিয়ে চলছেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। বরাবর এই কর্মপদ্ধতিতেই চলতে অভ্যস্ত তিনি। সেক্ষেত্রে আইপ্যাককে নিয়ে দলে যা বিতর্কই হোক না কেন।

সম্প্রতি লোকসভা ভোটের ফল বেরোনোর পর অভিষেক সক্রিয় রাজনীতি থেকে সাময়িক বিরতি নেন। চিকিৎসার কারণে দেশের বাইরে যাওয়ার আগে লোকসভা ভোটের ফল বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করার জন্য আইপ্যাকের লোকজনকে নির্দেশ দিয়ে যান। পুরসভা, পঞ্চায়েত, ব্লক, টাউন সহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে একেবারে মাঠে নেমে কাজ শুরু করে আইপ্যাক। মূলত তাদের পর্যালোচনা রিপোর্টের ওপর নির্ভর করেই দলে সংস্কার ও রদবদলের সিদ্ধান্ত নিতে চান অভিষেক, অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে। ২১ জুলাইয়ের সমাবেশেও দলের ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন তিনি।

দলের নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, উন্নততর তৃণমূল গড়তে দলে যেসব সংস্কার করা দরকার তার মধ্যে কয়েকটি নিয়ে শুরু থেকেই দলনেত্রীর সঙ্গে অভিষেকের মতের মিল হচ্ছিল না। সংস্কারে দলনেত্রীর আপত্তি না থাকলেও এখনই হঠকারী সিদ্ধান্তে না যাওয়াটাই দলের পক্ষে ভালো বলে তিনি অভিষেককে জানান। এর মধ্যে দলে এক ব্যক্তি, এক পদ নীতি চালু করা, প্রবীণদের তুলনায় নবীনদের গুরুত্ব দিয়ে তুলে আনার মতো বিষয় এখনই দলের স্বার্থে চালু করা মোটেই উচিত হবে না বলেই অভিষেককে নির্দেশ দেন নেত্রী। নেত্রী জানান, এসব বিষয় ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের ফল বেরোনোর পরেই করা ভালো।

৩ আইন বিরোধী প্রস্তাব বিধানসভায়

কলকাতা, ২২ জুলাই : নিট পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অপরাধ দমনে কেন্দ্রীয় তিন নয়া আইন নিয়ে বিধানসভায় কেন্দ্র বিরোধী প্রস্তাব আনতে চলেছে রাজ্য। চলতি বিধানসভার অধিবেশনে ২৪ জুলাই নিটের দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে বিশেষ প্রস্তাব আনতে চলেছে শাসকদল। একইভাবে, ২৬ ও ২৯ জুলাই অপরাধ দমনে কেন্দ্রীয় তিন আইনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিধানসভায় কেন্দ্র বিরোধী প্রস্তাব পেশ ও পাশ করাতে চায় রাজ্য।

সোমবার বিধানসভার কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত অধিবেশনে সরকারি কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়েছে। পরে এবিষয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এখনও পর্যন্ত সরকারের থেকে চলতি অধিবেশনে দুটি প্রস্তাব আনার কথা জানানো হয়েছে। একটি নিট পরীক্ষা সংক্রান্ত ও অন্যটি অপরাধ দমনে কেন্দ্রীয় তিন আইন সংক্রান্ত প্রস্তাব।'

এতদিন পরে এবার নিটের মতো পরীক্ষায় দুর্নীতিকে হাতিয়ার করার সুযোগ পেয়েছে রাজ্য। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে তারই ইঙ্গিত মিলেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়। অভিষেক বলেছেন, শিক্ষা দুর্নীতির জেরে যদি শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করতে পারে ইডি-সিবিআই, তাহলে নিট দুর্নীতি কাণ্ডে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে কেন গ্রেপ্তার করবে না সিবিআই? এই আবহে বিধানসভায় নিট দুর্নীতি ইস্যুতে শাসকদলের প্রস্তাবে একদিকে দুর্নীতি ইস্যুতে কেন্দ্রকে বেঁধা আর অন্যদিকে কেন্দ্র বিরোধিতার রাজনীতিই দেখছে বিরোধীরা। অপরাধ দমনে কেন্দ্রীয় তিন আইন নিয়েও শাসকদলের প্রস্তাবে কেন্দ্র বিরোধিতার রাজনীতিই মুখ্য।

সংকটের কথা উড়িয়ে দিলেন পরিবহণমন্ত্রী

কলকাতা, ২২ জুলাই : চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর কয়েক হাজার বাস একলপ্তে উধাও হয়ে যাবে শহরের রাস্তা থেকে। তার জেরে গণপরিবহণ বেসামাল হতে পারে বলে বেসরকারি বাস সংগঠনগুলি থেকে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে তা আদৌ সত্যি নয়। সোমবার বিধানসভায় এমনটাই দাবি করেছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। যদিও মন্ত্রীর দাবিকে খারিজ করে বেসরকারি বাস সংগঠন বলছে, গণপরিবহণ সরকারের কাছে দুয়োরানির মতো। তাই তা থাকল না গেল তা নিয়ে সরকারের হেলদোল নেই।

চলতি বছরের শেষে একলপ্তে শহর থেকে হাজারো বাস উঠে যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ১৫ বছরের বেশি মেয়াদি কোনও বাসকে গণপরিবহণে ব্যবহার করা যাবে না। যত বাস বাতিল হবে, সেই অনুপাতে বাস রাস্তায় নামবে না। ফলে গণপরিবহণে ব্যাপক সমস্যা দেখা দেবে বলে দাবি করছে বেসরকারি বাস সংগঠনগুলি। কিন্তু তা কার্যত খারিজ করে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'এমন আশঙ্কার কারণ নেই। এই নিয়ম কেবলমাত্র কেএমডিএ এলাকার জন্য প্রযোজ্য। চলতি বছরে মাত্র ১৫৭টি বাস বাতিল হবে। সেখানে ২০১০ থেকে চলতি বছর পর্যন্ত প্রায় হাজারখানেক বাসের রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে সরকার। ফলে কোথাও কোনও সমস্যা হবে না। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই আশঙ্কা ছড়ানো হচ্ছে।'

যদিও সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিসের সাধারণ সম্পাদক টিটো সাহা বলেন, 'বেলতলা মোটর ভেহিকলসের মতো শুধু একটিতে আগামী ৬ মাসে ৫৪০টি বাস বাতিল হবে। শহর ও কেএমডিএ এলাকায় এরকম মোট ১০টি ভেহিকলস রয়েছে। তাহলে মোট সংখ্যাটা অনুমান করুন।' তাঁর মতে, পরিবহণমন্ত্রী ইচ্ছে করেই প্রকৃত তথ্যটা গুলিয়ে দিতে চাইছেন, প্রকৃতপক্ষে বাতিল হওয়া বাসই রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। নতুন নয়। ২০০৯-এ রেজিস্ট্রেশন হওয়া গাড়ি যেমন ২০২৪-এ মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে বাতিল হবে, তেমনই ওই সময়ে রাস্তায় কুড়ি বা তার বেশি বছরের যে গাড়ি ছিল সেগুলিও এই সময়ের মধ্যে ইতিমধ্যেই বাতিল হয়ে গিয়েছে।

মঙ্গলবার, ৭ শ্রাবণ ১৪৩১, ২৩ জুলাই ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৬৬ সংখ্যা

নজর বাজেটে

লোকসভা ভোটের আগে গত ফেব্রুয়ারিতে মোদি সরকার যে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছিল, তাতে বড় কোনও পরিবর্তন বা বিশেষ ঘোষণা ছিল না। কর কাঠামোয় কোনও বদল ঘোষণা করেননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ১৮তম লোকসভায় আজ যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন তিনি, তাতে অবশ্য মধ্যবিত্ত করদাতারা কিছুটা সুরাহা পাবেন বলে মনে হচ্ছে। দেশের জিডিপি বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় চালক এই মধ্যবিত্ত করদাতারা। তাঁদের আয়ের উপর কর ছাড়ের বিষয়টিকে সবসময় সরকারের বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দেখা জরুরি। বিশেষ করে ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি সরকারের কাছে আশা করা অন্যায় নয়।

তৃতীয় এনডিএ সরকারের দুই বড় শরিক চন্দ্রবাবু নাইডু ও নীতীশ কুমারের দলের কাছে মোদি এবার অনেকটা দায়বদ্ধ বলে তাঁদের রাজ্যকে স্পেশাল স্ট্যাটাসের পাশাপাশি বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা এই বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাজেট পেশ করার সময় চলতি বছরের নভেম্বরে হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনকে মনে রাখতে হবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে। তারপর পরবর্তী আর্থিক বছরের বাজেট পেশের আগে ঝাড়খণ্ড ও দিল্লি বিধানসভার সঙ্গে ওই বছরের নভেম্বরে বিহার বিধানসভা নির্বাচনও ভুললে চলবে না।

লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর কারণে উদ্বেগ থেকে রেহাই পেতে এই পাঁচ বিধানসভা নির্বাচন গেরুয়া শিবিরের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চলতি বাজেটে সেজন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখার রাজনৈতিক চাপও সীতারামনের ওপর থাকছে। এতসব ফ্যাক্টরের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা চলতি বাজেটে। এমনিতে মোদি জমানায় কেন্দ্রীয় বাজেটের বহর উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। ২০২৩-’২৪ অর্থবর্ষে বাজেট ছিল প্রায় ২৭ লক্ষ কোটি টাকার। চলতি অর্থবর্ষের শেষে তা ৪৭.৬৬ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছানোর প্রবল সম্ভাবনা।

মাত্র পাঁচ বছরে বাজেট বরাদ্দ ৭৬ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এবারের বাজেটে ভরতুকিতে রাশ টানা সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। গত তিনটি অর্থবর্ষ অর্থাৎ ২০২২-’২৩ থেকে ২০২৪-’২৫ পর্যন্ত খাদ্য, জ্বালানি ও সারের উপর কেন্দ্রকে মোট ১৩.২৬ লক্ষ কোটি টাকা ভরতুকি দিতে হয়েছে। ২০২২-’২৩ অর্থবর্ষে ওই ভরতুকিতে ব্যয় হয়েছিল ৫.৩১ লক্ষ কোটি টাকা। গত আর্থিক বছরে সেই খরচ কমে হয় ৪.১৩ লক্ষ কোটি টাকা। এমন ব্যয় হ্রাসের প্রবণতা গরিব মানুষের অবস্থা আরও শোচনীয় করে তুলতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনায় ৮১ কোটির বেশি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহে ভরতুকির সবচেয়ে বড় অংশ খরচ হয়। ২০২২-’২৩ অর্থবর্ষে খাদ্যে ২.৭৩ লক্ষ কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়া হয়েছিল। গত আর্থিক বছরে সেটা কমে হয় ২.১২ লক্ষ কোটি টাকা। এবার আরও কমে ২.০৫ লক্ষ কোটি টাকার দিকে এগোচ্ছে। মোট ভরতুকির ৪৩ থেকে ৪৬ শতাংশ দেওয়া হয় সারে। ২০২২-’২৩ অর্থবর্ষে ভরতুকি দেওয়া হয়েছিল ২.৫১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। গত অর্থবছরে তা কমে হয় ১.৯৯ লক্ষ কোটি টাকা।

পেট্রোল-ডিজেলের বাজারমূল্য নির্ধারণে সরকারি সিদ্ধান্তের জন্যও ভরতুকি কমছে। ২০২৩-’২৪ অর্থবর্ষে ভরতুকি ছিল ১২ হাজার ২৪০ কোটি টাকা। চলতি বাজেটে হতে চলেছে ১১ হাজার ৯২৫ কোটি টাকা। তবে, হিন্দি বলয়ে পঞ্জাব, হরিয়ানার মতো কৃষিপ্রধান রাজ্যগুলিতে সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটে বিজেপির বিপর্যয় ভরতুকি কমানোর ভাবনায় বদল ঘটাতে পারে। গত ২৩ জুন জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে আবাসন, পরিষেবা সম্পর্কিত সামগ্রীতে কর ছাড়ের প্রস্তাব করা হয়েছিল। রেলের বেশ কিছু যাত্রী পরিষেবার পাশাপাশি আন্তঃরেলওয়ে সরবরাহে কর ছাড়ের সুপারিশ ছিল। সেইসব প্রস্তাব ও সুপারিশ চলতি বাজেটে গুরুত্ব পায় কি না, সেটাই দেখার।

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধি ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

নারী অর্থমন্ত্রীর জমানায় লক্ষ্মীর ঝাঁপি

আজ টানা সপ্তমবার বাজেট পেশ করবেন নির্মলা সীতারামন। দেশে নারীদের অর্থনৈতিক ভাবনা কেমন, প্রশ্ন তুলি ভাবায়।

ঈশিতা ভাদুড়ী

‘টাকা উড়ে যায়। টাকা / হাওয়ায় / উড়ছে, ওড়ে। ট্রামের ভেতরে / মাঠে / হোটেলের বারান্দায় / উড়ে যায় পাঁচ টাকার দশ টাকার / নোট…’ – কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় এই যে উড়ছে এত টাকা, ধরেই ফেলি তাকে মুঠোয়। কেননা অর্থকে কেন্দ্র করেই তো যাবতীয় উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা। আর, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে নারীমুক্তির কেন্দ্রবিন্দু, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছি আমরা কতদিন আগে লেখা ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র পৃষ্ঠাতেই, নিজেদের ব্যবহারিক জীবন দিয়েও তো বুঝেছি।

একজন কর্মরত নারীর কাছে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা নিজেকে আর্থিক দিক থেকে চালিয়ে নেওয়ার সক্ষমতাই হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। প্রাথমিকভাবে আর্থিক স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক পটভূমিকা নারীদের সুরক্ষাকবচ। আজ মেয়েরা বিভিন্ন ভূমিকায় কাজ করছেন। কিন্তু আমাদের আগের প্রজন্মে মায়েদের সময় সংখ্যায় তত নারী কর্মরত থাকতেন না, তার আগের প্রজন্মে দিদিমা-ঠাকুমাদের সময় তো আরও কম!

আমার বাবার ট্রান্সফারেবল চাকরির কারণে আমার মা কোনও অফিসে কর্মরতা ছিলেন না। মা যদিও গৃহিণী ছিলেন, কিন্তু আমরা সবসময়ই তাঁর হাতে অর্থ দেখেছি। কারণ বাবা মাইনে পেয়ে প্রতি মাসে প্রায় সবটুকু টাকাই আমার মায়ের হাতে দিয়ে দিতেন। সংসারের সমস্ত ব্যয়ভার, যাবতীয় লৌকিকতা মায়েরই দায়িত্বে ছিল।

আমার দিদিমা-ঠাকুমা ছিলেন প্রাক স্বাধীনতা যুগের মানুষ। সমাজে তখন নারী-পুরুষে তীব্র বৈষম্য এবং কন্যাসন্তানের বাল্যবিবাহের ফলে নারীর শিক্ষা-জীবন ব্যাহত ছিল। সেসময় নারীর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনও ক্ষমতাই ছিল না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে দমন করে নারীদের ক্ষমতাহীন করার চিত্র ছিল তখন ঘরে ঘরে। সেই সময়ও অবশ্য আমার দিদিমা-ঠাকুমার হাতে আর্থিক স্বাধীনতা আমি দেখেছি।

আমার দাদামশাইয়ের পক্ষাঘাতে অনেক বছর শয্যাশায়ী থাকার কারণে এবং স্বল্প বয়সে মৃত্যুর কারণে দিদিমাকেই সাংসারিক যাবতীয় দায়ভার নিতে হয়েছে। এদিকে আমার ঠাকুমার হাতেও আমরা অর্থ দেখেছি সবসময়ই। যদিও তাঁর কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না। তাঁর টাকাপয়সা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি সবই আলমারিতে রাখা থাকত। সেই আলমারির চাবি তাঁর আঁচলে বাঁধা থাকত। কিন্তু ঠাকুমাই আমাদের ভাইবোনদের সেই দশ বছর বয়সে সেভিংস বিষয়টি শিখিয়েছিলেন, আর্থিক লক্ষ্য থাকা যে জরুরি সেই বিষয়টি আমাদের মধ্যে রোপণ করেছিলেন। আমাদের রামরাজাতলার মেলা থেকে কেনা ভাঁড়ে টাকাপয়সা ফেলে জমানো শিখিয়েছিলেন।

একথা অবশ্য ঠিক, কোনও ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে আমি মাকে কখনও জড়িত হতে দেখিনি। অবশ্য সেসময় ইনভেস্টমেন্ট বলতে ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট আর পোস্ট অফিসের এনএসসি ও মান্থলি ইনকাম স্কিমই মূলত ছিল মধ্যবিত্ত সংসারে। এসব তো গেল আমাদের আগের প্রজন্মের কথা। আজ তো মেয়েরা বিভিন্ন ভূমিকায় পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। তবুও অধিকাংশ মেয়েই এখনও আর্থিকভাবে স্বাধীন নয়। ভারতীয় নারীরা এখনও আত্মনির্ভর নয়, এখনও আর্থিক অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন, এই স্বাধীনতা সুস্থ যাপন ও আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে থাকা ভীষণভাবেই জরুরি। নারীর মুক্তি তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার মধ্যেই নিহিত, কেননা প্রাথমিক স্তরে আর্থিক স্বাধীনতা মেয়েদের সুরক্ষিত করে। শুধুমাত্র নিজের খরচ নিজে বহন করাই একমাত্র লক্ষ্য নয়, বরং বিনিয়োগ, ঋণ, আয়কর ইত্যাদি বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়াও এক ধরনের স্বাধীনতা।

এখনও আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও বেশিরভাগ মহিলার সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে। অনেক ক্ষেত্রেই সেই অ্যাকাউন্টের কার্যভার পরিচালনা করার ক্ষমতা সেই নারীর হাতে থাকে না। নারীদের কর্মসংস্থান হলেই যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে সেকথা ঠিক নয়। ভারতের মতো দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেও দেখা যায়, কোনও বাড়ির পুরুষ ভালো উপার্জন করলে নারী কর্মক্ষেত্র থেকে সরে আসে। অর্থাৎ পারিবারিক উপার্জন বাড়লে নারীর চাকরির প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। এখনও অনেক পরিবারে পুরুষ ব্যক্তির কর্মের জায়গায় নারীকে চলে যেতে হয়, এমনকি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার নারীর ক্ষেত্রেও এরকম ঘটে। এখনও অধিকাংশ কর্মরতা জানেন না তাঁদের টাকা কোথায় কীভাবে ব্যয় করা হবে, কীভাবে বিনিয়োগ করা হবে। সেই কাজটি বহু বাড়িতেই পুরুষ মানুষটি করে। সবসময় যে পুরুষমানুষের জবরদস্তি হস্তক্ষেপ থাকে তা নয়, অনেক পরিবারে মেয়েরাই এই বিষয়ে নিজেদের জড়াতে চায় না। অধিকাংশ কর্মরতা মহিলা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষদের ওপর নির্ভর করেন। আমার এক সহকর্মীর অবসরের পর যাবতীয় অর্থ বিনিয়োগ তার স্বামী করেছে, সে নাকি এগুলো বোঝে না। আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে ইন্টারনেটের যুগে মানুষ অবলীলায় এগুলি জেনে বা বুঝে নিতে পারে। তবে?

আমার আরেক সহকর্মীর অবসরের পরে তার স্বামী তার পুরো অর্থ আত্মসাৎ করেছে এবং মেয়েটি অর্থনৈতিক পরাধীনতায় অবসাদগ্রস্ত হয়ে অবশেষে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। এ এক ভয়ানক প্রবণতা, যা দীর্ঘদিন ধরে নীরবে চলে আসছে, বলা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই ফল হল এই। শুধু আমাদের দেশ নয়, অন্য দেশেও কর্মরতা নারীর অর্থসমস্যা রয়েছে প্রবল। ২০১৭ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী আলজিরিয়ায় কর্মরতা নারীর টাকা স্বামীরা নিয়ে নেয় জোর করে। আইনজীবী ফাতেমা-জোহরা বেনব্রাহাম বলেন, ‘অর্থনৈতিক বৈষম্য, বিশেষ করে স্ত্রীদের বেতনের ওপর কর্তৃত্ব ফলানো এখানে বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ’। ইউনিভার্সিটি অফ আলজিরিয়ার সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক নোরেদিন বেকিস বলেন, ‘পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফল হল এটা। তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশে ছেলেদের শেখানো হয় আর্থিক ক্ষমতার ওপর আধিপত্য পুরুষের।’ সম্প্রতি কয়েক বছরে বিবাহবিচ্ছেদের প্রবণতা বেড়েছে, বিয়ে ভেঙে যাওয়ার প্রধান কারণই সেখানে অর্থ।

‘বিবিসি বাংলা’র তথ্য অনুযায়ী বিশ্বব্যাংক বলছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, লাটভিয়া, লুক্সেমবার্গ ও সুইডেন-এই ছয়টি মাত্র দেশে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান। সংস্থার ‘নারী, ব্যবসা ও আইন’ শীর্ষক রিপোর্টে তারা বলছে এ সমতা বিরাজ করছে ১৮৭টি দেশের মধ্যে মাত্র ছয়টিতে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

গত কয়েক দশকে এ দেশে নারী উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন অনেক অগ্রসর হয়ে থাকলেও এখনও নারীর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অনেক পরিবারেই নেই। নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা এখনও বিদ্যমান। এখনও পথেঘাটে, অফিসে, বাড়িতে নারীরা নিরাপত্তাহীন। আসলে নারীদের স্বনির্ভর হওয়া জরুরি, তবেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসবে।

নারীদের কর্মসংস্থান হলেই যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে সেকথা ঠিক নয়। ভারতের মতো দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেও দেখা যায়, কোনও বাড়ির পুরুষ ভালো উপার্জন করলে নারী কর্মক্ষেত্র থেকে সরে আসে। অর্থাৎ পারিবারিক উপার্জন বাড়লে নারীর চাকরির প্রয়োজনীয়তা কমে যায়।

অনেকে ভাবেন বা বলেন, উত্তর ভারতে মেয়েরা তত অগ্রসর হতে পারেনি, কিন্তু আমাদের এখানের চিত্র এরকম নয়। একথা সত্য নয়। হয়তো উত্তর ভারতের চেয়ে পশ্চিমবাংলায় অর্থনৈতিক বিষয়ে শিক্ষিত নারীর হার কিছুটা বেশি। কিন্তু সে তো কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এবং খতিয়ে দেখতে গেলে এই কলকাতাতেও এলআইসির মতো সংস্থায় কাজ করেও অর্থনৈতিক বিষয়ে শিক্ষিত হতে পারেনি অনেকেই। আমার এলআইসিতে কনফার্মেশনের পরে আমি আমাদের অফিসের সামনেই একটি ব্রাঞ্চে গিয়ে জীবনবিমা করেছিলাম নিজের। আমার দু’তিন বছর আগে থেকে যেসব মেয়ে এলআইসিতে কর্মে যুক্ত হয়েছে, তারা আমার জীবনবিমা করার পরে অবাক, অবাক না বলে বলা ভালো তারা চিন্তিত ছিল আমার জীবনবিমা করার কারণ নিয়ে। জীবনবিমা দরকার কেন সেটার অর্থ তারা উদ্ধার করতে পারেনি, এলআইসি-র মতো সংস্থায় কাজ করেও না। আমার অনেক সহকর্মীকে কিছু কেনাকাটি করলে তাদের হাজব্যান্ডকে জানাতে হয় যেখানে, সেখানে তো এইসব অর্থনৈতিক নিরক্ষরতা থাকারই কথা।

আমার দিল্লি অফিসের স্বপ্না চতুর্বেদী, আমার জুনিয়ার, বয়সেও ছোট, ভালো চাকরি। তার স্বামী কোনও কাজ করে না, বাড়িতে থাকে, বৌয়ের অর্থে কেনা গাড়িটি চালায়। সেই স্বপ্না মাসের শেষে মাইনে পেয়ে টাকা তার হাজব্যান্ডের হাতে তুলে দেয়। সেই পুরুষ ব্যক্তিটি ঠিক করে কোন খাতে কী খরচ করবে। এমনকি তার জর্দা পান খাওয়ার খরচও স্বপ্নার অর্জিত অর্থ থেকেই আসে, কিন্তু স্বপ্না যদি তার নিজের জন্য কোনও পোশাক কেনে, সে দশবার ভাবে। অথচ এই পুরো বিষয়টিতে স্বপ্নার অভিযোগ-অনুযোগ নেই। সে দিব্য আছে, কারণ তাকে টাকার মতো বাজে জিনিস (তার কথা অনুযায়ী) নিয়ে ভাবতে হয় না, অথচ সে নিজের জন্য কিছু কিনতে গেলে ভাববে। এমনকি স্বপ্নাকে যদি বলা হত, ইনকাম ট্যাক্সের কারণে এই এই সেভিংস করা প্রয়োজন, তার চটজলদি উত্তর ছিল, এসব সে বোঝে না, তার হাজব্যান্ড জানে।

আর একটা কেন্দ্রীয় বাজেট আসছে। তা টানা সাতবার পেশ করবেন এক নারী। এই জমানাতেও এইসব অদ্ভুত বিষয় এখনও আমার বোনেদের প্রজন্মেও ঘটতে দেখলে দুঃখই হয়। যতদিন নারী প্রকৃত অর্থে স্বনির্ভর না হতে পারবে ততদিন মুক্তি নেই নারীর।

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৮৯৮

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৮ সালে আজকের দিনে।

১৮৫৬

১৮৫৬ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক।

আলোচিত

জানুয়ারি থেকে আমাদের যত লড়াই লড়ার ছিল, লড়ে নিয়েছি। সেই পর্ব মিটেছে। এবার জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব আগামী পাঁচ বছর দেশের জন্য লড়াই করা। সবাই দলের উর্ধ্বে উঠে নিজেদের সমর্পণ করুন।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

‘হ্যাপি বার্থ-ডে’ গান গেয়ে, তামিলনাড়ুর এক মন্দিরে অখিলার জন্মদিন পালিত হল। তার পছন্দের তরমুজ, বেদানা, আঙুর, গাজর সামনে রাখা। এক একটি খাবার তুলে গালে পুরছে সে। মাথা নাড়িয়ে, শুঁড় উঁচিয়ে আনন্দ জাহির করছে। হাতির জন্মদিনের ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

ফ্যাশন শো-য় র‍্যাম্পে হাঁটছেন বিশ্বের তাবড় নেতারা! কে নেই! বাইডেন, ট্রাম্প, সুপারহিরোর পোশাকে এলন মাস্ক, জিনপিং, কিম-জং-উন, পুতিন। জমকালো পোশাকে, গগলস চোখে প্রধানমন্ত্রী মোদি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় তৈরি নকল ফ্যাশন শো’র ভিডিওটি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন মাস্ক।

জনমন

জনমত

শিলিগুড়ি বাঁচাতে রেলের অব্যবহৃত জমি প্রয়োজন

এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি শহরের সবচেয়ে বড় সমস্যা যানজট। এই শহরে যে ব্যাপক হারে জনবিস্ফোরণ ঘটছে তাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে আর বছর দশেক পর এই শহর বসবাসযোগ্য থাকবে না।

একদিকে জায়গার অভাবে যখন নতুন করে এই শহরে রাস্তা এবং পার্কিংয়ের জায়গা তৈরি করা যাচ্ছে না তখন শিলিগুড়ি শহরের কেন্দ্র থেকে শুরু করে আশপাশ অঞ্চলে পড়ে রয়েছে রেলের প্রচুর জমি যা তারা বহু বছর ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রেখেছে। এই অব্যবহৃত জমি যদি তারা রাজ্যকে হস্তান্তর করে তাহলে নিঃসন্দেহে তা শহরের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। সেইসব স্থানকে ব্যবহার করে নতুন রাস্তা, পার্কিং স্পেস, বস্তিবাসীর জন্য পরিকল্পিত আবাস ইত্যাদি তৈরির মাধ্যমে রাজ্য সরকার অথবা পুরনিগম শহরবাসীকে যানজট সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হবে। জনস্বার্থে রেলের উচিত, অকারণে ফেলে রাখা জমিগুলি রাজ্যকে ফিরিয়ে দেওয়া।

ভুলে গেলে চলবে না যে, রেল এইসব জমি রাজ্যের কাছ থেকে একসময় পেয়েছিল শুধুমাত্র জনপরিষেবায় কাজে লাগাবে বলে। এত বছরে সেগুলি যদি তাদের কাজে না লেগে থাকে এবং তাদের যদি তা ব্যবহারের কোনও পরিকল্পনা না থেকে থাকে তাহলে তা আটকে রেখে শিলিগুড়ির ভবিষ্যৎকে চিরতরে নিঃশেষ করার কি অধিকার আছে? অবিলম্বে শহরবাসীর উচিত, শহর বাঁচানোর জন্য রেলের অব্যবহৃত জমি ফিরিয়ে আনতে সরব হওয়া।

সঞ্জীব চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি।

রাস্তার হাল খুব বিরক্তিকর

জলপাইগুড়ি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ার রোটারি ক্লাব থেকে সেনপাড়ার আদি কালীবাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটি জরাজীর্ণ। বছরের পর বছর ধরে রাস্তার উপরিভাগে পিচ নেই। ফলে দু’চাকা বা চার চাকার গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া বর্ষাকালে এই রাস্তাটি কাদায় ভরে যায়। তার ওপর রাস্তায় গর্তের কারণে এখানে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। রাস্তার বেহাল দশার জন্য এখানে আসতে চান না টোটোচালকরা।

এই অবস্থায় বাসিন্দারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করেনি। এখন আমরা বিরক্ত ও ক্লান্ত। যখনই আমরা দেখা করেছি বা স্মারকলিপি জমা দিয়েছি, আমাদের বলা হয়েছিল বিষয়টি বিবেচনাধীন বা প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছিল কিন্তু তহবিলের অভাবে পরিমাপ করা যায়নি। আমাদের প্রশ্ন, আর কতদিন এসব অজুহাত শুনতে হবে? এ যেন প্রাচীন আমলের ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ড শোনার মতো। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অবনীশকুমার দেব, জলপাইগুড়ি।

উত্তরবঙ্গের সাইনবোর্ডে বাংলার উপেক্ষা

উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে সুদূর দক্ষিণ ভারত- সব শহরে সেই রাজ্যের ভাষার উপস্থিতি প্রতিটি সাইনবোর্ডে চোখে পড়ে।

শুভময় সরকার

ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসের তত্ত্বে কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং স্বাভাবিক নিয়মেই বিশ্বজুড়ে সময়ের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনিবার্য। ম্যালথুসিয়ান তত্ত্বের সূত্র ধরেই প্রাসঙ্গিক কিছু ঘটনাও ঘটতে থাকে- অন্যতম মাইগ্রেশন বা পরিযান। সভ্যতার প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের স্থানান্তরিত হওয়া এক নিরন্তর বয়ে চলা স্রোত। সভ্যতার ইতিহাসে নানা সময়ে নানাবিধ কারণে এই স্থানান্তরণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিশ্বজুড়ে মাইগ্রেশন যে অন্যতম এক প্রধান সমস্যা তা প্রমাণিত। কিন্তু আমার আজকের এ লেখার বিষয় মাইগ্রেশন নয়, তবে মাইগ্রেশনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত একটি প্রসাঙ্গিক ভাবনা।

মাইগ্রেশনের ফলে নানাবিধ সমস্যা যেমন জড়িয়ে রয়েছে আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে তেমনই কিছু ভালো দিকও রয়ে যায়। যেমন চলমান মানুষের এই স্রোতে সাংস্কৃতিক, ভাষাগত আদানপ্রদান যেমন চলে তেমনই বাণিজ্যের প্রসারও ঘটে, অজান্তেই এক বিশ্বনাগরিকত্বের দিকে এগোয় মানবসভ্যতা কিন্তু পাশাপাশি আগ্রাসন ব্যাপারটা চলে আসাটাও অবশ্যম্ভাবী। তাত্ত্বিকতার পরিসর থেকে বেরিয়ে খুব আঞ্চলিক হয়ে যাই আপাতত। আমি এমন এক দেশে বাস করি যেখানে বহুত্ববাদের আদর্শ পরিবেশ এবং সেই বহুত্ববাদ এদেশের আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে, কিন্তু প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই আসবে- বহুত্ববাদ কী? উত্তর তেমন কঠিন বা অজানা নয়। সব ভাষা, সব বর্ণ, সব ধর্মের মানুষ মিলিয়েই এক অখণ্ড ভারতবর্ষ। ভাষাগত আগ্রাসন কাম্য নয় এবং পারস্পরিক সম্মানবোধেই ‘শতফুল বিকশিত হোক’। অন্য ভাষাকে সম্মান জানিয়েই আমি আমার নিজের ভাষাকে ভালোবাসব, এতে তো অসুবিধের কিছু নেই…! কিন্তু আমি যখন আমার শহর সহ এই উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের নানা শহরগুলোতে যাই, চমকে যাই, দোকান-বাজারের সাইনবোর্ডে বাংলার স্থান প্রায় নেই। কেন? প্রশ্নগুলো কি খুব অপ্রাসঙ্গিক?

উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে সুদূর দক্ষিণ ভারত, গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু থেকে রাজস্থান, সেই রাজ্যের নিজস্ব ভাষার বাধ্যতামূলক উপস্থিতি প্রতিটি সাইনবোর্ডে চোখে পড়ে এবং এটা আমি সচেতনভাবেই লক্ষ করি। ইংরেজি, হিন্দি সহ যে কোনও ভাষায় দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড থাকতেই পারে কিন্তু সেই রাজ্যের সরকারি ভাষার উপস্থিতিটুকুও তো জরুরি এবং সেটা থাকেও। আমরা ব্যতিক্রমী কেন? আমাদের কোনও হেলদোল নেই কেন? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, গত দুই দশকে নানা সংগঠনের পক্ষ থেকে সাইনবোর্ডে বাংলা রাখার আবেদন করা হয়েছিল। সরকারি সদিচ্ছাও যে ছিল না, তা নয়। প্রাথমিকভাবে কিছু কাজ হলেও সময়ের সঙ্গে সব থিতিয়ে পড়েছে। অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সহ বহু বিখ্যাত মানুষ, ছিলেন ক্রীড়াব্যক্তিত্ব, সাংবাদিকরাও। একটা সময়ে সেসব ঝিমিয়ে পড়ল। হয়তো দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে বাংলার উপস্থিতি নেহাতই বাহ্যিক আড়ম্বর, অন্তরে নিজের ভাষার প্রতি ভালোবাসাটাই আসল তবু আপাতত এটুকুই-বা মন্দ কী? কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্তিত্ব সন্ধানের লড়াইয়ে বহিরঙ্গের সাজসজ্জাও জরুরি।

নিরাশ্রয়তা থেকে আশ্রয়সন্ধানের তাগিদে যেটা জরুরি, তা হল- অন্য ভাষার প্রতি সম্মান, নিজের ভাষার প্রতি ভালোবাসা। এটা সময়মতো বুঝলেই ভালো…! নিজের ভাষার প্রতি ভালোবাসাই অন্য ভাষাকে সম্মান করতে শেখায়।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৯৩

পাশাপাশি : ১। গভীর নয় এমন, আন্তরিক নয় এমন ৩। স্বীকার, স্বীকৃতি, অঙ্গীকার ৫। যা রোজ সব সময় ঘটে ৬। শিবের ধনুক, শিবের শূল, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৭। সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব, প্রণয় ৯। যমালয় ১২। পৃথিবী ধারণ করে যে, পৃথিবী ১৩। উপাস্য দেবতার নাম।

উপর-নীচ : ১। অদৃষ্টের লিখন, কপালের লিখন ২। কবিতা গল্প উপন্যাস আখ্যায়িকা ইত্যাদি রচনা ৩। জলজ শাকবিশেষ ৪। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, আলতা ৫। ছোট উকুন, উকুনের ডিম ৭। সাল, বছর, অব্দ ৮। কুখ্যাতি, দুর্নাম ৯। যে পানীয়র সঙ্গে নেশার সম্পর্ক আছে, মদ, আসব ১০। নয় রকমে, নয়বার, নয় দিকে ১১। নিজের ঢাক নিজে পেটানো, কথাবার্তার জাঁক, গর্বের প্রকাশ।

সমাধান ■ ৩৮৯২

পাশাপাশি : ১। বৈশাখ ৪। তঞ্চক ৫। ভোজ ৭। করম ৮। বিবিজান ৯। জমিজমা ১১। বদনা ১৩। কম্বু ১৪। লিটার ১৫। ফিচেল।

উপর নীচ : ১। বৈঠক ২। খতম ৩। নাকছাবি ৬। জহিন ৯। জমক ১০। মাঙ্গলিক ১১। বরফি ১২। নাবাল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

৬.৫-৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধির পূর্বাভাস

আর্থিক সমীক্ষায় স্থিতিশীলতার বার্তা

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট লোকসভায় পেশ হবে মঙ্গলবার। প্রথামাফিক তার আগের দিন অর্থাৎ সোমবার সংসদে আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। গত অর্থবর্ষে ভারতের আর্থিক পরিস্থিতি এবং এই সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবারের সমীক্ষায়।

আর্থিক সমীক্ষা ২০২৩-'২৪ রিপোর্টটি তৈরি করেছে কেন্দ্রের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরের নেতৃত্বাধীন একদল অর্থনীতিবিদ। রিপোর্টে গুরুত্ব পেয়েছে জিডিপি, মুদ্রাস্ফীতি, কর্মসংস্থান, উৎপাদন শিল্প, কৃষি ও অ-কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ। করোনা-লকডাউনের আগে থেকেই ভারতে চাকরির বাজার যে সংকুচিত হচ্ছিল, একাধিক রিপোর্টে সেই ইঙ্গিত মিলেছে। ২০২২-এর পরেও কর্মসংস্থানের ছবিটা তেমন উজ্জ্বল নয়। বেকারত্বের হার এখনও উদ্বেগজনক। এই পরিস্থিতিতে আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০৩০ পর্যন্ত প্রতিবছর ভারতে সাড়ে ৭৮ লক্ষ কাজের সুযোগ তৈরি হবে। চলতি আর্থিক বছরে জিডিপি বৃদ্ধির হার সাড়ে ৬ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে থাকবে।

আর্থিক সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, 'ভারতের অর্থনীতি যথেষ্ট মজবুত এবং স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সামনে দেশের অর্থনীতি স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করছে। করোনা-পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি বৃদ্ধির রাস্তায় ফিরতে পেরেছে নীতিনির্ধাকরদের কারণে। আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়েছে। তবে আর্থিক বৃদ্ধির চড়া হার ধরে রাখতে ধারাবাহিক সংস্কার জরুরি।

একনজরে

- রিপোর্টে গুরুত্ব জিডিপি, মুদ্রাস্ফীতি, কর্মসংস্থান, উৎপাদন শিল্প, কৃষি ও অ-কৃষিক্ষেত্রের বিকাশে
- ২০৩০ পর্যন্ত প্রতিবছর ভারতে সাড়ে ৭৮ লক্ষ কাজের সুযোগ
- কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সামনের সারিতে রয়েছে পরিষেবা শিল্প
- ২০২২-'২৩-এ এদেশে মুদ্রাস্ফীতির গড় ছিল ৬.৭ শতাংশ। গত অর্থবর্ষে যা ৫.৪ শতাংশে নেমে এসেছে
- বহুজাতিক সংস্থাগুলির চিন থেকে কারখানা স্থানান্তরের কারণে ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে

সামনের সারিতে রয়েছে পরিষেবা শিল্প। তবে গত কয়েকবছরে নির্মাণ তথা লকডাউন উঠে যাওয়ার পর অর্থনীতির এই উত্থান বজায় রাখতে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। কারণ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যুগুলিতে ঐকমত্যে পৌঁছোনো ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে।'

সমীক্ষায় উঠে এসেছে, ভারতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিকাঠামো শিল্পেও কাজের সুযোগ বেড়েছে। উৎপাদন শিল্পে অবশ্য কর্মসংস্থানের ছবিটা তেমন উজ্জ্বল নয়। এজন্য এই ক্ষেত্রের সংস্থাগুলির একাংশের ঋণখেলাপির প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ২০২১-'২২ থেকে উৎপাদন শিল্প কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মুদ্রাস্ফীতির গড় হার ছিল ৬.৭ শতাংশ। গত অর্থবর্ষে যা ৫.৪ শতাংশে নেমে এসেছিল। ২০২৩-'২৪-এ খুচরো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি যেখানে ৬.৭ শতাংশ ছিল, সেখানে চলতি অর্থবর্ষে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫.৫ শতাংশ। বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে আর্থির নীতিগুলি সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হওয়ার ফলে। কর আদায় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন এবং ডিজিটালাইজেশন ভারতকে একটি ভারসাম্য অর্জনে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি ডালের ধারাবাহিক ঘাটতি নিয়ে রিপোর্টে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ডালের পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকার প্রভাব সার্বিকভাবে মুদ্রাস্ফীতির ওপর পড়েছে।

করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আসার পর আমেরিকা এবং ইউরোপের বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের উৎপাদন পরিকাঠামো চিন থেকে অন্যান্য দেশে সরিয়ে নিতে শুরু করেছে। এর ফলে অনেক সংস্থার কারখানা চিন থেকে ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) বৃদ্ধির এটি অন্যতম কারণ। বিদেশি সংস্থাগুলি ভারতে যেসব কারখানা স্থাপন করেছে, সেখানে উৎপাদিত পণ্যের বড় অংশ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে ভারতের রপ্তানি শিল্প লাভবান হয়েছে বলে সমীক্ষা রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

আজ বাজেটে নজর

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : আর ঘণ্টা কয়েকের অপেক্ষা। তারপরেই লোকসভায় বাজেট পেশ করে রেকর্ড গড়বেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এই নিয়ে অর্থমন্ত্রী হিসাবে টানা ৭বার বাজেট পেশ করতে চলেছেন তিনি। এর আগে সবচেয়ে বেশি বার বাজেট পেশ করে নজির গড়েছিলেন মোরারজি দেশাই। ৬ বার। সেই নজির ভেঙে দেবেন সীতারামন। এবারের বাজেট পেশের ক্ষেত্রে টিম সীতারামনের সামনে রয়েছে একাধিক চ্যালেঞ্জ।

- একের পর এক রেল দুর্ঘটনার জেরে ভারতীয় রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। কয়েকবছর ধরে আলাদা রেল বাজেট পেশ না হওয়ায় রেলের নিরাপত্তা, পরিকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ
- আয়করের ঊর্ধ্বসীমা বছরের পর বছর একই রয়ে যাওয়ায় হতাশ মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি। এবারেও আয়করের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির আশা নিয়ে সীতারামনের বাজেট বক্তৃতায় চোখ রাখবেন তাঁরা
- স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জোরালো হয়েছে
- নিট ইউজি পরীক্ষা আয়োজনে অনিয়মের অভিযোগ ওঠার পর শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দের দিকেও নজর থাকবে
- এই বছরের শেষ দিকে ৩টি রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে মনরেগা ও পিএম কিষান প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি নিয়ে জল্পনা চলছে
- ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির দাবি তুলেছে কৃষক সংগঠনগুলি
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিকাঠামো, শক্তিসম্পদ ও পরিষেবা শিল্পের বিকাশে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে

নিটে এক প্রশ্নের দুটি উত্তর নিয়ে জবাব চায় কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : একই প্রশ্নের দুটি 'ঠিক' উত্তর। ডাক্তারির স্নাতক স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা (নিট ইউজি)-র একটি প্রশ্নকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। পদার্থবিদ্যার ওই প্রশ্ন নিয়ে আইআইটি দিল্লির বিশেষজ্ঞ দলকে মতামত জানানোর নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার মধ্যে শীর্ষ আদালতে এই বিষয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সোমবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ

২ নম্বর বিকল্পকে ঠিক বলে ধরে নিয়ে আপনারাই আপনাদের নিয়ম ভেঙেছেন। কারণ, আপনারাই জানিয়েছিলেন এনসিইআরটির পুরোনো সংস্করণ অনুসরণ করা হবে না।

ডিওয়াই চন্দ্রচূড়

দিল্লি আইআইটিকে বিশেষজ্ঞ দল বা এক্সপার্ট প্যানেল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে।

সোমবার শুনানির সময় এক নিট পরীক্ষার্থীর আইনজীবী প্রশ্ন নিয়ে বিভ্রান্তির বিষয়টি আদালতে জানান। ওই পরীক্ষার্থী ৭১১ নম্বর পেয়েছেন। ওই মামলাকারীর দাবি, ওই প্রশ্নের ৪ নম্বর বিকল্প বা অপশনটিও ঠিক আবার ২ নম্বর অপশনটিও ঠিক। এনসিইআরটির নতুন সংস্করণ অনুযায়ী প্রথমটি ঠিক আর পুরোনো সংস্করণ অনুযায়ী দ্বিতীয়টি ঠিক। বিভ্রান্তির কারণে মামলাকারী প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। কিন্তু শীর্ষ আদালতে তিনি জানান, যাঁরা ২ নম্বর অপশনটি বেছে নিয়েছেন, তাঁদেরও নম্বর দেওয়া হয়েছে।

সওয়াল শুনে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, 'এনসিইআরটি-র নয়া সংস্করণ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেক্ষেত্রে চার নম্বর বিকল্পটিই ঠিক উত্তর বলে বিবেচিত হওয়ার কথা। তাই যাঁরা দ্বিতীয় বিকল্পটি বেছে নিয়েছেন, তাঁদের নম্বর পাওয়ার কথা নয়।'

পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র হয়ে আদালতে সওয়াল করেন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি আদালতকে জানান, দু'টি সম্ভাব্য ঠিক উত্তর হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের পুরো নম্বর দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি সলিসিটর জেনারেলের উদ্দেশে বলেন, '২ নম্বর বিকল্পকে ঠিক বলে ধরে নিয়ে আপনারাই আপনাদের নিয়ম ভেঙেছেন। কারণ, আপনারাই জানিয়েছিলেন এনসিইআরটির পুরোনো সংস্করণ অনুসরণ করা হবে না।'

এরপরই এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য দিল্লি আইআইটিকে বিশেষজ্ঞ দল গঠন করতে বলে সুপ্রিম কোর্ট। এই রিপোর্ট জমা পড়ার পর মঙ্গলবার ফের নিট মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে।

শান্তি ফেরাতে কড়া পদক্ষেপ হাসিনার

বাড়ি ফিরতে ঢাকা বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়েছেন ভিনদেশি পড়ুয়ারা।

ঢাকা, ২২ জুলাই : কোটা সংস্কার আন্দোলনের জেরে জেরবার বাংলাদেশ। হিংসা ঠেকাতে নেমেছে সেনা, ট্যাংক। জারি হয়েছে কার্ফু। ইতিমধ্যে জনতা-পুলিশ সংঘাতে মৃত্যু হয়েছে ১৪১ (অন্যমতে ১৬৩) জনের। গ্রেপ্তার পাঁচ শতাধিক। ধৃতদের বেশিরভাগই বিএনপি নেতা ও কর্মী বলে খবর। হিংসায় জড়িতদের ধরতে দেশজুড়ে ধরপাকড় চলছে। শান্তি ফেরাতে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতাদের সক্রিয় হওয়ার আর্জি জানিয়েছেন নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনূস।

এদিকে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির একটি আদালত ৫৭ জন বাংলাদেশিকে দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছে। অন্যদিকে গোলমালের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার ভারতীয় দেশে ফিরে এসেছেন।

অগ্নিগর্ভ অবস্থা

- কমপ্লিট শাটডাউন ৪৮ ঘণ্টার জন্য স্থগিত
- চার দফা দাবি পড়ুয়াদের
- সোমবারও কার্ফিউ অব্যাহত
- ইন্টারনেটও বন্ধ
- মঙ্গলবারও সাধারণ ছুটি ঘোষণা
- হিংসায় এপর্যন্ত ১৪১ জনের
- শান্তি ফেরাতে রাষ্ট্রনেতাদের সক্রিয় হওয়ার বার্তা ইউনূসের

খবর রটেছিল, কার্ফিউয়ের মধ্যেই হিংসাত্মক আন্দোলন চলতে থাকায় নিরাপত্তার খাতিরে শেখ হাসিনাকে তাঁর বাসভবন থেকে আকাশপথে উড়িয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু সোমবার সেই খবর ভুয়ো বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রশাসন।

কোটা বিরোধী আন্দোলনকারীদের দাবি আদালতে মান্যতা পাওয়ায় 'কমপ্লিট শাটডাউন' ৪৮ ঘণ্টার জন্য স্থগিত ঘোষণা করে চার দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে আলটিমেটাম দিয়েছেন কোটা আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম ও আরো কয়েকজন সমন্বয়ক। নাহিদ জানান, 'আমাদের চার দফার মধ্যে রয়েছে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইন্টারনেট চালু, ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ-সেনা প্রত্যাহার, আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা প্রদান এবং কারফিউ প্রত্যাহার।'

গত বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া কার্ফিউ এদিনও জারি ছিল। সারা দেশে ইন্টারনেট সংযোগ সোমবারেও পুরোপুরি বন্ধ ছিল। মঙ্গলবারেও পরিস্থিতির উন্নতির কোনও লক্ষণ নেই। মঙ্গলবার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রক।

অস্থিরতা কমাতে সোমবার 'আরও শক্ত অ্যাকশন' নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'যত দ্রুত সম্ভব এই অবস্থার পরিবর্তন হবে। অনেকটা শান্ত করে নিয়ে আসতে পেরেছি। অবস্থা আস্তে আস্তে আরও ভালো হবে। পরিস্থিতি দেখে কারফিউও শিথিল করা হবে।'

সুপ্রিম রায়ের পর বাংলাদেশের জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী অনুমতি দিলেই কোটা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। তিনি বলেন, 'মঙ্গলবার সকালেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হতে পারে।'

আরএসএস করতে পারেন সরকারি কর্মীরা

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : সরকারি কর্মীদের আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ) করার ক্ষেত্রে এতদিন যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা তুলে নিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের কড়া নিন্দা করেছে কংগ্রেস ও অন্য বিরোধীরা। তাদের বক্তব্য, এর ফলে সাংবিধানিক সংস্থাগুলিতে সংঘের খোলাখুলি অনুপ্রবেশ ঘটবে। অন্যদিকে আরএসএস ও বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে।

১৯৬৬ সালের সরকারি নির্দেশিকা বদল করে গত ৯ জুলাই কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ এবং প্রশিক্ষণ দপ্তর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। তাতে সমস্ত স্তরের সরকারি কর্মচারী এবং আধিকারিকদের আরএসএসের কর্মসূচিতে যোগদানের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সরকার আরএসএস এবং জামাত ইসলামির কর্মসূচিতে যোগদানের ক্ষেত্রে ওই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ১৯৮০ সালে তার মেয়াদ বাড়ানো হয়।

বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য সোমবার বলেন, ছ'দশক আগের ওই নিষেধাজ্ঞা অসাংবিধানিক ছিল। আরএসএসের প্রচার বিভাগের প্রধান সুনীল আম্বেকার বলেন, 'গত ৯৯ বছর ধরে আরএসএস নিরলসভাবে দেশের সেবা করেছে। ভিত্তিহীন অভিযোগে আরএসএসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।'

অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের অভিযোগ, কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের ফলে সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে এবং আমলাতন্ত্রে খোলাখুলি সংঘের অনুপ্রবেশ ঘটবে। তিনি বলেন, ৪ জুনের পর থেকে মোদির সঙ্গে সংঘের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। সেই সম্পর্ক মেরামত করতেই এই সিদ্ধান্ত সরকারের। তাঁর কটাক্ষ, 'এখন থেকে কি আমলারা হাফপ্যান্ট পরে দপ্তরে আসবেন!'

সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন বহুজন সমাজ পার্টির নেত্রী মায়াবতী। তিনি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি তুলে বলেছেন, 'সরকারের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এতে শুধুমাত্র বিজেপির সুবিধা হবে।'

১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আরএসএস অতীতে তিনবার নিষিদ্ধ হয়। প্রথমবার ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধির হত্যার পরে। ১৯৪৯-এর জুলাই পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি বলেছিলেন, 'আরএসএস সরকার এবং দেশের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক।'

গান্ধি হত্যার আগে তেরঙা জাতীয় পতাকাকেও অস্বীকার করেছিল আরএসএস। পরে মুচলেকা দিয়ে জাতীয় পতাকার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় নরম হয়েছিলেন বল্লভভাই।

দ্বিতীয়বার ১৯৭৫-৭৭ জরুরি অবস্থার সময় নিষেধাজ্ঞার কোপ পড়েছিল আরএসএসের ওপর। আরএসএসের বিরুদ্ধে তৃতীয় তথা শেষবার নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার পর। যদিও ট্রাইবিউনালের সামনে নিষেধাজ্ঞা জারির যুক্তিগুলি শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি।

আমলারা কি এবার হাফপ্যান্ট পরে দপ্তরে ঢুকবেন, কটাক্ষ কংগ্রেসের

একনজরে

- ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আরএসএস অতীতে তিনবার নিষিদ্ধ হয়
- প্রথমবার নিষিদ্ধ হয় ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধির হত্যার পরে। ১৯৪৯-এর জুলাই পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল
- দ্বিতীয়বার ১৯৭৫-৭৭ জরুরি অবস্থার সময়
- তৃতীয় তথা শেষবার নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার পর

আপন খেয়ালে... সোমবার সংসদ ভবনের বাইরে মহুয়া মৈত্র। নয়াদিল্লি।

বিহারকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা নয়

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ২২ জুলাই : রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা চাই-জেডিইউ'র দীর্ঘদিনের দাবিকে কার্যত জল ঢেলে দিল অর্থমন্ত্রক। বিহার সহ দেশের পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেবে কি না তা জানতে চেয়ে অর্থমন্ত্রককে চিঠি পাঠিয়েছিলেন জেডিইউ সাংসদ রামপ্রীত মণ্ডল। জবাবে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী জানান বিহারকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়।

কেন্দ্রের যুক্তি, অতীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের (ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল) প্রস্তাব অনুসারে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণের ভিত্তিতে কিছু রাজ্যকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হত। এই শর্তগুলি হল, সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত হতে হবে, রাজ্যটির জনঘনত্ব তুলনামূলকভাবে কম হতে হবে। এছাড়া সেখানকার বাসিন্দাদের বড় অংশ তফশিলি সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানেই শেষ নয়, বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা পেতে হলে রাজ্যটিকে প্রতিবেশী দেশের সীমান্তবর্তী হতে হবে অথবা ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকতে হবে। অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামোর দিক থেকে রাজ্যটি পিছিয়ে পড়া গোত্রের হতে হবে। বিহার এই শর্তগুলির অধিকাংশ পূরণ করতে পারেনি বলে অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে।

কেন্দ্রের তরফে পাঠানো পালটা চিঠিতে আরও জানানো হয়েছে, বিহারের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা সংক্রান্ত আবেদন খতিয়ে দেখার পর ২০১২-র ৩০ মার্চ একটি অভ্যন্তরীণ কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছিল। সেই রিপোর্টে বলা হয়, জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের বেঁধে দেওয়া মাপকাঠির ভিত্তিতে বিহারকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। বিহারের প্রধান বিরোধী দল আরজেডি এক পোস্টে জানিয়েছে, জেডিইউ নেতারা ক্ষমতা ভোগ করছেন। বিহারের বিশেষ মর্যাদা নিয়ে নাটক চলছে। নীতীশ কুমারের দলের সাংসদ সঞ্জয় ঝা বলেন, 'বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা জেডিইউ'র প্রধান দাবি। কেন্দ্রকে এটা মানতেই হবে।'

যোগীর নির্দেশে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : কাঁওয়ার যাত্রার পথে যেসব খাবার দোকানগুলিতে মালিকের নাম লিখতে বাধ্য করা যাবে না। খাবার দোকানে কী খাবার বিক্রি হচ্ছে, শুধু সেটুকু লেখাই যথেষ্ট। সোমবার উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড সরকারের নির্দেশিকায় স্থগিতাদেশ দিয়ে একথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি হৃষীকেশ রায় এবং এসভিএন ভাট্টির ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, বিচারপতিরা বলেন, সংশ্লিষ্ট সরকারের নির্দেশ কার্যকর করার অনুমোদন দেওয়া হলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ক্ষুণ্ণ হবে। সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকারের শরিক নীতীশ কুমারের জেডিইউ। দলের মুখপাত্র কেসি ত্যাগী বলেন, 'আমরা সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। মাদের আশঙ্কা ছিল যে, সরকারি বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হলে তা জনসমাজকে বিভক্ত করবে। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে নজর দিয়েছে। এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।' মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, এই ধরনের নির্দেশ দেওয়ার এক্তিয়ার পুলিশ-প্রশাসনের আদৌ নেই।

বিষয়টি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রও। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মহুয়া লেখেন, 'কোনও দোকানদারের নাম-পরিচয় প্রকাশ্যে আনার প্রয়োজন নেই। সুপ্রিম কোর্ট কাঁওয়ার যাত্রায় অবৈধ এবং অসাংবিধানিক নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। সংবিধান দীর্ঘজীবী হোক। আমরা সর্বদা যেন এটিকে রক্ষা করতে পারি।'

বাইডেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে ময়দানে কমলা

ওয়াশিংটন ও চেন্নাই, ২২ জুলাই: সবাইকে চমকে দিয়ে রবিবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন জো বাইডেন। তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পরেই ডেমোক্র্যাট পার্টির অন্দরে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার দৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে প্রথম রাউন্ডেই সবাইকে পিছনে ফেলেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস। প্রেসিডেন্ট পদে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলাকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছেন খোদ বাইডেন। তাঁকে সমর্থনের (এনডোর্সমেন্ট) জন্য বর্তমান প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কমলা।

সোমবার কমলার পক্ষে সওয়াল করেছেন আমেরিকার ৫০টি প্রাদেশিক ইউনিটের ডেমোক্র্যাট চেয়ারম্যানরা। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নীরব প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত দলের নতুন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। নীরব মার্কিন কংগ্রেসের প্রাক্তন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসিও। কমলা জিতলে তিনিই হবেন আমেরিকার প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রেসিডেন্ট। তবে কমলা ছাড়াও ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রেসিডেন্ট পদের দাবিদারদের মধ্যে রয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গাভিন নিউজম, মিশিগানের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমার, পেনসিলভেনিয়ার জোশ সাপিরো, ইলিয়নের গভর্নর জেবি প্রিটজকার, মেরিল্যান্ডের গভর্নর ওয়েশ মুর, কেনটাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেশিয়ার, সিনেটর অ্যামি ক্লোবুচার, পরিবহণ সচিব পিট বুটিগিগ প্রমুখ।

১৯-২২ অগাস্ট শিকাগোয় বসছে ডেমোক্র্যাট পার্টির ন্যাশনাল কনভেনশন। ৪ দিনের এই সম্মেলনে স্থির হবে শাসকদলের কোন নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলার প্রার্থী হওয়া নিশ্চিত হওয়ার আগেই উৎসবের মেজাজে তামিলনাড়ুর তুলাসেন্দ্রপুরম গ্রাম। কমলার দাদুর জন্ম হয়েছিল এখানে। ৫ বছর বয়সে এই গ্রামে এসেছিলেন কমলাও। দাদুর সঙ্গে ঘুরে দেখেছিলেন গোটা গ্রাম। তবে ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর আর এখানে পা পড়েনি তাঁর। তবে 'গ্রামের মেয়ে' আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলে তাঁরা বিজয় উৎসব পালন করবেন বলে জানিয়েছেন তুলাসেন্দ্রপুরমের বাসিন্দারা।

সায়নী-মিতালি সংসদে সরব

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : সাংসদ হওয়ার পর সংসদে প্রথম বক্তৃতাতেই কবি সুভাষ থেকে বারুইপুর পর্যন্ত মেট্রোর কাজ ১৩ বছরেও কিছুই না এগোনোর কথা তুললেন। তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, ২০১১-১২ অর্থবর্ষের রেলবাজেটে কবি সুভাষ থেকে বারুইপুর পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণ অনুমোদিত হলেও কাজ হয়নি। ২০১৭ সালের মধ্যে আদিগঙ্গার উপরে মেট্রো ট্র্যাক নির্মাণের কাজ শেষ হবে বলেও তা হয়নি। বারুইপুর বৃহত্তর কলকাতার অংশ। সেখানে লোকসংখ্যা বাড়ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বারুইপুর থেকে লোকাল ট্রেনে কলকাতায় যান। আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ থমকে থাকা আরামবাগ-বিষ্ণুপুর রেলপথ সম্প্রসারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর দাবি, জমিজট কাটিয়ে রেলপথ সম্প্রসারিত হোক। মিতালি ১০০ দিনের কাজের বকেয়া দাবির কথাও তুলেছেন।

'খাঁচায় জঙ্গির মতো আছি

ইসলামাবাদ, ২২ জুলাই : জেল তো নয়, যেন মৃত্যুকুঠুরি। ৭-৮ ফুটের কক্ষ। হাঁফছাড়া যায় না। রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে এমনই এক কক্ষে তাঁকে রাখা হয়েছে, সম্প্রতি এক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকারে এমন বিস্ফোরক কথা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

তিনি বলেছেন, 'এমন কুঠুরিতে আমাকে রাখা হয়েছে, যেখানে সন্ত্রাসবাদীদের রাখা হয়। খাঁচাবন্দি জঙ্গির মতো আছি।'

তারকাকথা

বিস্মৃতি পেরিয়ে মহুয়ার সুগন্ধ

মহুয়া রায়চৌধুরী। নামের পরতে পরতে বিতর্ক। সেই তাঁর বায়োপিক? স্মৃতি-বিস্মৃতির আড়াল পেরিয়ে এক অসাধারণ নায়িকার জীবনবেলার কথা। ২২ জুলাই মহুয়ার মৃত্যুদিন। প্রযোজক রানা সরকার লিখেছেন, 'মহুয়ার চরিত্রে কে অভিনয় করবেন, তা দর্শক বলে দিন'। কী বলছেন চিত্রনাট্যকার দেবপ্রতিম, পরিচালক সোহিনী? লিখেছেন শবরী চক্রবর্তী

সত্যজিৎ রায়কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাঁর মতে বাংলার সেরা অভিনেত্রী কে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। তারপর আসতে পারে মহুয়া রায়চৌধুরী।

সুন্দর মুখ, পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্মীশ্রী আর আভিজাত্যের মিশেল। নরম, স্নিগ্ধ ক্যামেরা-উপস্থিতি, সঙ্গে ব্যক্তিত্বময়, ঋজু কিন্তু সরল অভিনয়ের দীপ্তি— মহুয়া রায়চোধুরী মানে তাই। আজও। ১৯৮৬ সালের ২২ জুলাইয়ের আগুনে পোড়া সেই দিনটার পর থেকে অজস্র দিন কেটে যাবার পরও মহুয়া রায়চৌধুরির সংজ্ঞা এটাই--- তাঁর নামের সব পাতা বাংলা সিনেমার বই থেকে প্রায় ছিঁড়ে দেবার পরও!

কেটে গিয়েছে বহুদিন। ইন্ডাস্ট্রির এবং মানুষের মহুয়াকে ভুলে যাবার এই পাট মিটিয়ে ফেলা মেনে নিতে পারেননি ইন্ডাস্ট্রিরই কয়েকজন। যেমন রানা সরকার, সোহিনী ভৌমিক। যাঁর ছবি দেখে বড় হয়েছেন, তাঁর এই বিস্মৃত হওয়া মানতে না পেরে তাঁরা শুরু করছেন মহুয়া রায়চৌধুরীর বায়োপিক— আপাতত সে ছবির নাম গুনগুন করে 'মহুয়া'। পরে বদলাতে পারে। এই খবর আসতেই আবার মহুয়া রায়চৌধুরি আলোচনায়— একটু যেন ফিসফিস, আবার মহুয়াকে নিয়ে কেন? এই 'কেন'র উত্তর দিয়েছেন মহুয়ার বায়োপিকের প্রযোজক। রাণা বলেছেন, 'অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের জীবন নিয়ে ছবি হয়, শুধু মহুয়ার সময়েই সকলে কেমন চুপ করে যায়, এটা কেন হবে? তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ও বেশকিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এই ছবি। কেউ স্বীকার করে না, কিন্তু এটা সত্যি, মহুয়ার জীবন এবং তাঁর অভিনয় দক্ষতা অনেক বড় মাপের। বাংলা বিনোদন জগতে তাঁর প্রভাব মানতেই হবে। তাহলে তাঁর কথা আগামী প্রজন্ম জানবে না কেন?'

পরিচালক সোহিনী ভৌমিকের ছোটবেলার সিনেমা দেখার দিন মানে এই মহুয়া। কিন্তু আজকের মানুষ তাঁকে চেনে না-- এটা তিনি মানতে পারেননি। তিনি বলেছেন, 'রানাদা অন্যরকম ছবি করেন। তাই তাঁকে এই ছবির কথা বলি। তিনি রাজি হন।' সোহিনী এর আগে মিউজিক ভিডিও বানিয়েছেন বেশ কয়েকটি, এটি তাঁর প্রথম ফিচার ফিল্ম। তিনি বলেছেন, 'প্রথম ছবি যাতে মনের রাখার মতো হয়, তাই মহুয়া রায়চৌধুরীকে নিয়ে কাজ করছি।'

ছবির চিত্রনাট্যকার দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত। তিনি বলেছেন, 'মহুয়া রায়চৌধুরীর জীবনের বিতর্কিত অংশটা

বাদ দিয়ে সবটাই উঠে আসবে ছবিতে। মানুষ হিসেবে এবং অভিনেত্রী হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন, আজকের দর্শক দেখবে। বাংলা সিনেমার ইতিহাসটা সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া দেবী হয়ে অপর্ণা সেন, সন্ধ্যা রায়ের পর একেবারে পৌঁছে যায় দেবশ্রী রায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তদের কাছে। এর মাঝখানে যে মহুয়া ছিলেন, সেটা আমরা এড়িয়ে যাই। একদিকে দাদার কীর্তি, অনুরাগের ছোঁয়া, অন্যদিকে আদমি অর অউরত— এই ভার্সেটাইলিটির পরও কোনও আলোচনায় থাকেন না। তিনি সুচিত্রা সেনের মতো আড়ালে চলে যাননি। কোনও অপরাধও করেননি, তাহলে তাঁকে সবাই ভুলে গেল কেন? আমি মহুয়া রায়চৌধুরীর ভক্ত, এই কাজটা আমার নেশা ও পেশার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।' বোঝা যায়, এই প্রশ্নগুলো আগের প্রজন্মের অনেকেরই মনে আছে, সেগুলোর প্রতি সুবিচার করবেন দেবপ্রতীম।

মৃত্যুর পর মহুয়ার দোষ, অবৈধ প্রেম, মদ্যপান, মাতাল মহুয়ার পুরুষ-শরীরের প্রতি মোহ— এসব নিয়ে লিখে অনেক নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে। পুরুষের প্রয়োজনের কথা তাঁর প্রিয় বান্ধবী অভিনেত্রী রত্না ঘোষালই একবার এক সাক্ষৎকারে বলেছিলেন। বিষয়টা কতটা বন্ধুর কর্তব্য, তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু এইসব ঘটনাই মহুয়ার সংসারে আগুন লাগিয়েছিল বলে শোনা যায়, যে আগুনে শেষপর্যন্ত পুড়ে তিনি এই সংসার থেকে বিদায় নেন। তাঁর স্বামী তিলক চক্রবর্তী ছবির জগতে শৈশবে ও কৈশোরে থাকলেও পরে ব্যাংকের চাকরি নিয়েই ভালো থাকার চেষ্টা করেছিলেন। সেই চেষ্টা কি সত্যিই কাজে দিয়েছিল? তাহলে মহুয়ার শরীরে মারের দাগ দেখা যেত কেন? কেন অভিমান ছবিতে রঞ্জিত মল্লিকের ক্রাচ দিয়ে মারার দৃশ্যে একটু জোরে লেগে যাবার পর মহুয়ার কাছে রঞ্জিত ক্ষমা চাইলে মহুয়া বলেছিলেন, এর চেয়ে অনেক জোরে মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আছে রঞ্জিতদা! শোনা যায়, তিনি বাবা নীলাঞ্জন রায়চৌধুরীর পালিতা, তিনি কি অবৈধ? নীলাঞ্জনই মেয়েকে সিনেমায় নিয়ে আসেন, মেয়ের টাকা নিয়ে নাকি ফুর্তি করতেন বাবা! স্বামী তিলকও তাঁর খ্যাতির জ্যোতিতে ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন। হতাশ হয়ে অশান্তি শুরু করেছিলেন। এসবের মাঝে পড়ে মহুয়ার ছেলে, তাঁর প্রাণাধিক গোলা বা তমাল রায়চৌধুরীও বাবা আর দাদুর কাছ থেকে 'মা খুব খারাপ'— এই জেনেই বড় হয়েছেন। তাই মায়ের নামও তিনি মুখে আনেননি ৩৯ বছর বয়স পর্যন্ত। ছবির জগৎ থেকে দূরে থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে চাকরি করতেন। পরে অবশ্য মিউজিক অ্যারেঞ্জারের কাজ শুরু করেছেন। রানা ও সোহিনীর চেষ্টাতেই তাঁকে বোঝানো গিয়েছে মহুয়ার ছবি মানে বিতর্ক উসকে পয়সা কামানো নয়। সব ঠিক থাকলে মায়ের ছবিতে তিনিই মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টের কাজ করবেন।

২২ জুলাই মহুয়ার মৃত্যুদিনে রানা পোস্ট করে জানিয়েছেন, মহুয়ার চরিত্রে কে অভিনয় করবেন, তা দর্শক বলে দিন। অভিনব প্রচেষ্টা। অনেকের নাম উঠে এসেছে, আবার কেউ বলেছেন নতুন কাউকে নিয়ে আসুন— মহুয়া হয়ে ওঠা সহজ নয়...

বড় সত্যি কথা। সেপ্টেম্বরে মহুয়ার জন্মমাসে ছবির শুটিং শুরু হবে। আবার মহুয়া-গন্ধী একটি বাংলা ছবি দর্শককে উপহার দিতে নতুন কেউ আসুক—

মহুয়া হওয়া সহজ নয়।

নায়িকা বাছতে ব্যতিক্রমী পথে টালিগঞ্জ

'কে অভিনয় করবে মহুয়ার চরিত্রে?... মহুয়ার চরিত্র ফুটিয়ে তোলা খুবই কঠিন কাজ, হয় ভালো অভিনেত্রী অথবা নতুন কেউ। আপনাদের মতামত জানিয়ে আমাদের সাহায্য করুন।'মহুয়া রায়চৌধুরীর জীবন নিয়ে ছবি বানাতে চান রানা। ভাবনাচিন্তা আর স্ক্রিপ্টের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। তাঁর পরিবারের তরফেও আপত্তি নেই। কিন্তু কথা হল যে, নামভূমিকায় কে? সেই সিদ্ধান্ত দর্শকদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন রানা। মহুয়া রায়চৌধুরীকে বেছে নেওয়ার ঝুঁকি তিনি নেবেন না। দর্শকদের কমেন্টও আসছে হাত খুলে। শ্রাবন্তী, পার্ণো মিত্র, গার্গী রায়চৌধুরি, রাজনন্দিনী, নবাগতা সেঁজুতি, সৌমিতৃষা, পায়েল, মানালি— এই সব নামই সার দিয়ে উঠে আসছে। আবার কেউ কেউ বলছেন- চেনা মুখ কেউ নয়। কারণ কারও মহুয়া হয়ে ওঠার মতো ক্ষমতাই নেই। একেবারে নতুন কাউকে নিয়ে আসুন। তবে রানা যে ঠিক কাকে ভাবছেন, তা এখনই জানা সম্ভব নয়। হতে পারে, এই কমেন্ট সেকশন থেকেই কেউ মহুয়া হয়ে বসবেন। আর যদি সত্যিই সেটা হয়, তাহলে এই ঘটনা টালিগঞ্জে প্রথমবার। দর্শকদের সিদ্ধান্তকে এতটা গুরুত্ব এর আগে দেওয়া হয়নি।

এই দৃশ্য বলিউড থেকে একেবারে হটকে

আজকাল যেমন প্রচার এবং অপপ্রচারের কাজে যে যার মতো কোমর বেঁধে লেগে পড়াটাই দস্তুর, সেই সময়ে তাঁরা দুজনে কে জানে কেন বিশেষ কথাটথা বলেন না। তাও তাঁরা দুজনেই সুপার ডুপার হিট। একজন অজয় দেবগণ, অন্যজন পরিচালক রোহিত শেট্টি। দুজনের মধ্যে এই একটা বিষয়ে দারুণ মিল। মিল নিশ্চয়ই আরো অনেক আছে। নইলে দুজনের বন্ধুত্বের বয়স হল ৩৩ বছর। অথচ দুজনেই এখনো সমানভাবে একে অন্যের পাশে পিলার হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা দুজনে মানেই ছবির হিট করা নিয়ে কোন সংশয় নেই।

এই তো দেখুন না, সিংহম এসেছিল সেই ১৩ বছর আগে। তাঁর পর আরো চারটে সিরিজ এল। এবার পঞ্চম সিরিজ আসছে এই দিওয়ালিতে। আর পাকেচক্রে যেদিন সিংহম-এর ১৩ বছরের জন্মদিন, সেদিনই সিংহম রিটার্নস, মানে সিংহম-এর পঞ্চম সিরিজের শুটিং শেষ করলেন অজয় দেবগণ।

এই ছবিটা সত্যিই সবদিক দিয়ে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ছবি। কারণ অজয় ছাড়াও এখানে রণবীর সিং, টাইগার শ্রফ, করিনা কাপুর, দীপিকা পাড়ুকোন প্রমুখ রয়েছেন।

অজয় দেবগণের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃত্ব উদযাপনের ৩৩ বছরে দাঁড়িয়ে এক আবেগঘন ভিডিও পোস্ট করলেন রোহত শেট্টি। আশ্চর্যের এই যে, সেই ভিডিওতেও কিন্তু কোনো কথা নেই। শুধুই বার্তা আছে।

সুস্মিতার উলটো কথা রহমানের

কিছুদিন আগে সুস্মিতা সেন বলেছেন, 'এখন আমি সিঙ্গল, কারওর সঙ্গে কোনও রিলেশনে নেই। যারা আছে সবাই আমার বন্ধু। পাঁচ বছর রিলেশনে ছিলাম, এখন ব্রেক নেবার সময়, আমি ভালো আছি।'

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে সুস্মিতা রহমান শলের সঙ্গে তাঁর ব্রেক আপের কথা জানিয়ে দেন। কিন্তু সুস্মিতার এই 'কারওর সঙ্গে সম্পর্ক নেই' কথার সামান্য উলটো কথা শোনা গেল রহমান শলের মুখে, তাঁর সঙ্গেই সুস পাঁচ বছর রিলেশনে ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি সুস্মিতার সঙ্গে গিয়েছিলেন, সেখানেই রহমানকে সম্পর্কের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, 'সে তো ছয় বছর ধরেই সম্পর্ক আছে, এ আর নতুন কথা কি। আমরা বন্ধু ছিলাম, থাকব। আমাদের মধ্যে বিশেষ কিছু আছে, সেটা দেখাও যায়।'

বস্তুত, রহমান সুস্মিতাকে প্রায় সব ইভেন্টেই সঙ্গ দেন। তাঁকে রীতিমতো আগলে রখেন, তার প্রমাণও বহুবার পাওয়া গিয়েছে। রহমান এই 'বিশেষ কিছু'র কথাই সম্ভবত বলতে চেয়েছেন।

একনজরে সেরা

রেহাই

পেলেন না রণদীপ হুড়া। মধ্যপ্রদেশে কানহা ন্যাশনাল পার্কের বাফার জোন-এ তিনি জমি কেনেন। সেখানে তাঁর অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করার জন্য প্রশাসন তাঁকে নির্দেশ দেয়। এর বিরুদ্ধে রণদীপ যান হাইকোর্টে। সেখানকার রায়-- ওই জমিতে নির্মাণের বিষয়টি নতুন করে তদন্ত করতে হবে। তাঁর মানহানি হয়েছে বলে রণদীপ ৮০ কোটির মানহানির মামলাও নাকি করেছেন!

আইনি

নোটিস গিয়েছে কাল্কি-র অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন ও প্রভাস এবং প্রযোজকদের কাছে, পাঠিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম। নোটিসে বলা হয়েছে, কাল্কি ভগবান বিষ্ণু-র দশম অবতার বলে বিবেচিত হন। তাঁকে নিয়ে পুরাণে যা লেখা আছে, ছবিতে তার বিপরীত কথা বলা হয়েছে, এসব হিন্দুদের বিশ্বাসে আঘাত করছে। ।

অন্য

পরিচালকের হাত ধরেই মুক্তি পাবে প্রসেনজিৎ-অনির্বাণ ভট্টাচার্যের পুজোর ছবি, রাহুল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নয়। তাঁকে তিন মাসের কর্মবিরতির নির্দেশ দিয়েছে পূর্ব ভারতের পরিচালকদের অ্যাসোসিয়েশন। অভিযোগ, রাহুল একটি ওটিটি সিরিজের শুটিং ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার নিয়ম না মেনে করেছেন। প্রসেনজিৎদের ছবির শুটিং শুরু হয়েছে শনিবার।

পাকিস্তানি

অভিনেত্রী সজল আলি দক্ষিণী নায়ক প্রভাসের সঙ্গে ছবি করবেন। এই ছবি দিয়েই তিনি বলিউডে ফিরবেন বলে মনে করা হচ্ছে। ছবির পরিচালক হনু রাঘবপুদি। ইনি ডলকার সলমন ও মৃণাল ঠাকুর অভিনীত সীতা রামম ছবির জন্য বিখ্যাত। তবে হনু-র এই আগামী ছবির অন্য অভিনেতাদের সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

টাবু

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখ খানের সঙ্গে তাঁর অভিনয়ের প্রস্তাব ফেরানোর কারণ হিসেবে বলেছেন, আমাদের দুজনের কাছেই এরকম অনেক ছবির অফার ছিল, আমার মতো তিনিও তেমন কিছু ছবি ফিরিয়ে দেন। সুতরাং আমাদের একসঙ্গে ছবি করা হয়নি। তিনি আরও বলেছেন, শাহরুখের সঙ্গে তাঁর ছবির বিষয়টি তাঁর হাতে নেই, নির্মাতাদের হাতে।

ডিভোর্সে সুখী কিরণ

আমির খান ও কিরণ রাও-এর বিয়ে ও বিচ্ছেদ, দুইই আলোচনার শীর্ষে ছিল, এখনও আছে। সম্প্রতি লাপাতা লেডিস-এর পরিচালক বলেছেন, বিচ্ছেদের পর তিনি সুখী। এর ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, 'এটা খুব সুখের বিচ্ছেদ। আমি মনে করি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের নতুন সংজ্ঞা নিরূপণ করা দরার। আমরা যত বড় হই, মানুষ হিসেবেও আমাদের বদল হয়। আলাদা আলাদা জিনিসের প্রয়োজন হয় আমাদের, এবং এই বিচ্ছেদের জন্য আমি খুশি। বিয়ের আগে আমি একা ছিলাম অনেকদিন। তখন আমার স্বাধীনতা উপভোগ করেছি। এখন আমার ছেলে আজাদ আছে সঙ্গে, আর একা নই আমি। অনেকে এই একা হবার ভয়ই পায় বিচ্ছেদের আগে। আমার তা নেই, আমি তাই খুব খুশি।'

বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমাদের দুজনের সচেতনভাবে নেওয়া সিদ্ধান্ত এটা। আমাদের জীবনটা বাইরের লোকের কাছে উন্মুক্ত ছিল। আমরা যা করছিলাম তা আইনের দিক দিয়ে, নীতির দিক দিয়ে ঠিক, তাই একে বাইরে জানিয়ে দেওয়াই ভালো, যাতে বাইরের লোক এই বিষয়ে টানাহ্যাঁচড়া না করতে পারে। আমরা নিজেরা না বললে মানুষ আমাদের সম্পর্কের নানা অর্থ বার করত, তা আমরা চাইনি।'

রাহাত ফতে আলি গ্রেপ্তার

দুবাইয়ে জনপ্রিয় পাকিস্তানি গায়ক রাহাত ফতে আলি খান গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর প্রাক্তন ম্যানেজার সলমন আহমেদের অভিযোগের ভিত্তিতে এই গ্রেপ্তারি। কয়েক মাস আগে রাহাত সলমনকে বরখাস্ত করেন। তারপরই দুজনের মধ্যে বিবাদ আরও বাড়ে। দুজনেই দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। রাহাত এর আগে শিষ্যকে জুতোপেটা করার জন্য সমালোচিত হয়েছেন।

আমির, রামচরণ সংঘাত

আমির খানের সিতারেঁ জমিন পর আর রামচরণের ছবি গেম চেঞ্জার একই সময়ে অর্থাৎ খ্রিস্টমাসের সময়ে মুক্তি পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বরুণ ধাওয়ানের বেবি জন ও হলিউডের ব্লক বাস্টার মুফাসা: দ্য লায়ন কিং-ও মুক্তি পাবে। গেম চেঞ্জার-এর পরিচালক এস শঙ্কর। সর্বভারতীয় স্তরে সাসপেন্স ও অ্যাকশনে সমৃদ্ধ এই ছবি বাস্তবিকই গেম চেঞ্জার হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। দীর্ঘদিন পর আমির ফিরছেন। লাল সিং চাড্ডা-র ব্যর্থতার পর এই ছবিই তাঁর বাজি। বরুণের বেবি জন নিয়েও চর্চা আছে। দ্য লায়ন কিং-এর জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন আজও নেই। সুতরং, এবারের ক্রিস্টমাসে বক্স অফিসে জমজমাট লড়াই হবার সম্ভাবনা প্রবল।

হোমমেড পিৎজায় বাজিমাত

গত কয়েক বছরে উত্তরবঙ্গে পিৎজার জনপ্রিয়তা বেড়েছে হুহু করে। আলিপুরদুয়ারও তার ব্যতিক্রম নয়। অথচ, এই শহরে পিৎজা বিক্রেতা নামী ব্র্যান্ডগুলোর কোনও আউটলেট নেই। তা বলে কি আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা পিৎজা খাবেন না? খাবেন না তাঁরা পিৎজা? খাবেন তো বটেই, তবে জোগান দেবেন কারা? খোঁজ নিলেন **অভিজিৎ ঘোষ**

ইতিহাস-ভূগোল

ইতালির নেপলস থেকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়েছে পিৎজার স্বাদ। গবেষকরা অবশ্য বলছেন তারও আগে নাকি মিশর, গ্রিস আর রোমেও প্রচলিত ছিল পিৎজার মতো খাদ্যবস্তু। মোটা, সাধারণত গোলাকৃতি রুটির উপর চিজের প্রলেপ দিয়ে তার উপর কখনও মাংস, কখনও সবজি ইত্যাদি সাজিয়ে বানানো হয় টপিংস। তারপর ওভেনে বেক করলেই সুস্বাদু পিৎজা তৈরি।

পরিত্রাতা তরুণীরা

আলিপুরদুয়ার শহরের কয়েকটি বেকারির দোকানে ছোট আকারের পিৎজা পাওয়া যায়। কিন্তু আকারে, স্বাদে, দামে বা বানাবার পদ্ধতিতে আসল পিৎজার থেকে সেসব বহু যোজন দূরে অবস্থিত। আর পাওয়া যায় কয়েকটি রেস্তোরাঁয়। তবে যেহেতু ব্র্যান্ডেড পিৎজা মেলে না, তাই সেই শূন্যস্থান দখল করে নিয়েছে হোমমেড পিৎজা। শহরেরই কয়েকজন তরুণী বাড়িতেই পিৎজা বানিয়ে বিক্রি করছেন। আর চুটিয়ে ব্যবসা করছেন। কেউ নিজে অর্ডার অনুযায়ী ডেলিভারি করছেন। কারও ভরসা বিভিন্ন ফুড ডেলিভারি অ্যাপ।

মুশকিল আসান

বাড়িতে যে কোনও ছোট অনুষ্ঠান হোক বা হঠাৎ পিৎজা খাওয়ার ইচ্ছে হোক, ভরসা পারমিতা মণ্ডল, অরিত্রিকা দাসেরা। তাঁদের ফোন করলে বা অ্যাপ মারফত অর্ডার করলেই পৌঁছে যাচ্ছে পিৎজা। শহর সংলগ্ন বীরপাড়া এলাকার বাসিন্দা পারমিতা। প্রায় দু'মাস ধরে এই ব্যবসা করছেন তিনি। এই কম সময়ের মধ্যেই ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে। প্রতিদিন ৬-৭টি করে অর্ডার আসছে তাঁর কাছে। উইকএন্ড বা কোনও ছুটির দিনে অর্ডারের অঙ্ক ছুঁয়ে ফেলছে দুই সংখ্যাও। এমনই আরেকজন শহরের আনন্দনগরের বাসিন্দা অরিত্রিকা। তাঁর কাছে বেশি অর্ডার আসছে ফুড ডেলিভারি অ্যাপ মারফত।

বাড়িতেই রান্নাঘর

আলিপুরদুয়ার শহরের কয়েকটি বেকারির দোকানে ছোট আকারের পিৎজা পাওয়া যায়। কিন্তু আকারে, স্বাদে, দামে বা বানাবার পদ্ধতিতে আসল পিৎজার থেকে সেসব বহু যোজন দূরে অবস্থিত। আর পাওয়া যায় কয়েকটি রেস্তোরাঁয়। তবে যেহেতু ব্র্যান্ডেড পিৎজা মেলে না, তাই সেই শূন্যস্থান দখল করে নিয়েছে হোমমেড পিৎজা। শহরেরই কয়েকজন তরুণী বাড়িতেই পিৎজা বানিয়ে বিক্রি করছেন। আর চুটিয়ে ব্যবসা করছেন। কেউ নিজে অর্ডার অনুযায়ী ডেলিভারি করছেন। কারও ভরসা বিভিন্ন ফুড ডেলিভারি অ্যাপ।

চাহিদা বেশি

বর্তমানে শহরে সব চেয়ে বেশি চাহিদা চিকেন পিৎজা, পনির পিৎজা এবং চিজ বার্স্ট পিৎজার। এছাড়াও কর্ন, মাশরুমের মতো বিভিন্ন ফ্লেভারেরও ভালো চাহিদা রয়েছে। ৭-১০ ইঞ্চি সাইজের পিৎজাই বর্তমানে বেশি চলছে। দাম থাকছে ৯০ থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে। এছাড়াও ভালো চাহিদা রয়েছে কুলহাড় পিৎজারও। শহরের এক তরুণ অমন ভর্মা বলছিলেন, 'পিৎজা অনেকেরই পছন্দের খাদ্য। আর হোমমেড পিৎজাগুলো একদম ফ্রেশ থাকে। সেজন্যই কদর বাড়ছে।'

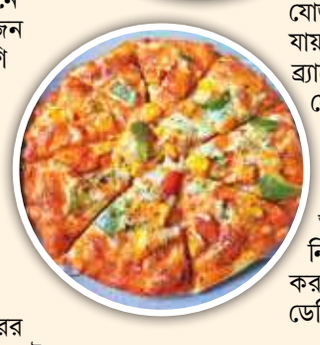

ব্যবসা বাড়ছে

শহরে যে এই হোমমেড পিৎজার চাহিদা দিন-দিন বাড়ছে, সেটা মানছেন ওই ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে খাদ্যরসিকরাও। এই ব্যবসায় জড়িত সায়নী চক্রবর্তী নামে আলিপুরদুয়ার জংশনের এক তরুণী যেমন বললেন, 'আমি যখন প্রথমে ব্যবসা শুরু করি তখন চাহিদা কম ছিল। ধীরে ধীরে মানুষ এটাকে পছন্দ করছেন। লোকজন তো আমার বাড়ি থেকে এসে অর্ডার ডেলিভারি নিয়ে যান বেশি।'

তাঁরা বলছেন

পারমিতা মণ্ডল

আমি আগে কেক বানাতাম। শিলিগুড়ি থেকে পিৎজা বানানোটাও শিখি। কেমন অর্ডার পাব, সেই নিয়ে চিন্তায় ছিলাম কয়েকদিন। এখন তো প্রতিদিন প্রচুর অর্ডার পাচ্ছি আর ফিডব্যাকও ভালো।

\- পারমিতা মণ্ডল

সায়নী চক্রবর্তী

যখন অর্ডার আসছে, তার আধ ঘণ্টার মধ্যে পিৎজা তৈরি করে ফেলা হচ্ছে। তবে পিৎজার সামগ্রী তৈরির জন্য সকালে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় দিতে হয়। ডো, সবজি, সস এই সব তৈরি করতে হয় ওই সময়ের মধ্যে।

\-অরিত্রিকা দাস

ন্যায় দাবি পরিজনের

আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বরে বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : প্রায় ৯ মাস আগে গৌরব মুখোপাধ্যায় নামে এক তরুণের খুনের ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছিল আলিপুরদুয়ার শহরে। সেই ঘটনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল লিটন সরকার নামে এক অভিযুক্তকে। সেই লিটনের জামিনের নির্দেশ দিয়েছে আলিপুরদুয়ার আদালত। তাতে অখুশি মৃত গৌরবের পরিজনেরা। সোমবার আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বরে ফেস্টুন হাতে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা।

কী ঘটেছে

- পেশায় বাউন্সার ছিলেন গৌরব
- কাজ করতেন একটি হোটেলে
- গত বছর ১৫ অক্টোবর রাতে হোটেলে ডিউটি করেন
- পরে একটি গাড়িতে চেপে বেরিয়ে যান
- গৌরবকে মাথায় গুলি করে খুন করার অভিযোগ ওঠে
- ১৬ অক্টোবর সকালে ৩১সি জাতীয় সড়কের পাশে দেহ মেলে
- লিটন সরকার সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়

মৃত গৌরবের ছবিওয়ালা পোস্টার হাতে জমায়েত পরিজনদের। সোমবার আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বরে।

এদিন গৌরব খুনের মামলার শুনানি ছিল। সেই সময় আলিপুরদুয়ার জেলা আদালত চত্বরে গৌরবের বাড়ির লোকজন দোষীর শাস্তির দাবি জানান। অভিযুক্ত জামিন পাওয়ায় সরব হন তাঁরা। গৌরবের মা কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সম্প্রতি সেই অভিযুক্ত আলিপুরদুয়ার থেকে জামিন পেয়েছে বলে শুনেছি। এদিন তাই দোষীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাই।' এই বিষয়ে সরকারি আইনজীবী সুহৃদ মজুমদার বলেন, 'আইন আইনের পথে চলছে। মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে।'

পেশায় বাউন্সার ছিলেন গৌরব। কাজ করতেন একটি হোটেলে। গত বছর ১৫ অক্টোবর রাতে হোটেলে ডিউটি শেষে গৌরবকে মাথায় গুলি করে খুন করার অভিযোগ ওঠে। ১৬ অক্টোবর সকালে ৩১সি জাতীয় সড়কের পাশে গৌরবের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তারপর লিটন সরকার সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়। গৌরবের এক বন্ধু অরূপ পোদ্দার আত্মসমর্পণ করে। পুলিশ মূল অভিযুক্ত লিটনকে গ্রেপ্তার করেছিল। লিটনের বাড়ি থেকে বুলেট সহ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তারপর থেকেই জেল হেপাজতে ছিল অভিযুক্ত লিটন।

আইনজীবীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, এদিন শুনানি ছিল বলে অভিযুক্ত লিটন ছাড়াও গৌরবের বাড়ির লোকজন আদালত চত্বরে হাজির ছিলেন। পরবর্তী শুনানি হবে অগাস্ট মাসের শেষে।

শহরের একটি নামীদামি হোটেলে বাউন্সারের কাজ করতেন গৌরব। মহালয়ার রাতে ডিউটির পর লিটন, অরূপদের সঙ্গে ছিলেন তিনি। রাতে চারচাকার একটি গাড়িতে চেপে তাঁকে হোটেল থেকে বের হতে দেখেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। সেই গাড়িটি লিটনের বলে দাবি অভিযুক্তের পরিবারের। পরদিন সকালে গৌরবের দেহ মেলে।

লিটনের আইনজীবী সোমশংকর দত্তের কথায়, 'অভিযুক্ত লিটন নয় মাস জেলেই ছিল। ১৯ জুলাই জামিন পেয়েছে।'

তবে মৃত গৌরবের পক্ষের আইনজীবী প্রশান্তনারায়ণ মজুমদার অবশ্য দাবি করেছেন, 'লিটন সরকার প্রভাবশালী ব্যক্তি।' এদিন লিটনের জামিন বাতিলের আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রশান্ত।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

সোমবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	৮
বি পজিটিভ	৩০
ও পজিটিভ	৬০
এবি পজিটিভ	১০
এ নেগেটিভ	৩
বি নেগেটিভ	৩
ও নেগেটিভ	১
এবি নেগেটিভ	৩

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	৩
এ নেগেটিভ	১
বি নেগেটিভ	২
ও নেগেটিভ	১
এবি নেগেটিভ	২

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	৫
ও পজিটিভ	২
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবারে মন্দিরে ভক্তদের ঢল। আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কদর সবুজ চুড়ি, গেরুয়া টি-শার্টের

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবারের গুরুত্ব আলাদাই। সবুজ চুড়ি, 'ওম নমঃ শিবায়' লেখা গেরুয়া টি-শার্টে ছয়লাপ শহরের বিভিন্ন বাজার। সবুজ চুড়ির সঙ্গে স্বামীর দীর্ঘায়ুর একটি সম্পর্ক রয়েছে বহু যুগ ধরে। তাই শ্রাবণ মাসের পুরোটাই সবুজ চুড়ি পরে কাটান মহিলারা। বিশেষ করে বিবাহিত মহিলারা। শুধু তাই নয়। মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বেঁধে, গেরুয়া টি-শার্ট পরে অনেকেই জল্পেশে যান শিবের মাথায় জল ঢালতে। তাই বাজার এখন এই জামাতেই ছয়লাপ।

প্রথম সোমবার শহরের বিভিন্ন মন্দিরে মহিলাদের লম্বা লাইন। স্নান সেরে, হাতে সবুজ চুড়ি পরে হাজির হয়েছিলেন সকলে। শহরের ১১ হাত কালীবাড়ি মন্দিরে লাইন দিয়েছিলেন নন্দিতা দাস। বিয়ের পর প্রথম শ্রাবণের ব্রত পালন করবেন বলে জানান তিনি। শাশুড়ির বহুদিনের অভিজ্ঞতা এই ব্রতের। তাই সবকিছু একে একে শিখে নিচ্ছিলেন নন্দিতা। নন্দিতার মতোই, রিমি, কোয়েল, ঋতু, শ্রীতমারা এসেছিলেন বিয়ের পর প্রথম ব্রত পালনে। কোয়েল দত্তের বাড়ি ১১ হাত কালীবাড়ির কাছেই। লাইনে অপেক্ষা করতে করতেই বললেন, 'বিয়ের পর প্রথম জল ঢালা। তবে বিয়ের আগে মাকে এই ব্রত পালন করতে দেখেছি। সেখান থেকে নিয়মের কিছুটা শেখা। বাকিটা আজ শাশুড়ি মা শিখিয়ে দেবেন।' এই বলে একগাল হেসে শাশুড়ির দিকে তাকালেন তিনি। শাশুড়িও বলে উঠলেন, 'আজকাল শ্রাবণ মাসের ব্রত অনেকেই পালন করেন, এখন আর বিবাহিত অবিবাহিত বলে কোনও ব্যাপার থাকে না। পাড়ার সকলে মিলে একসঙ্গে জল ঢালা, চুড়ি কেনা, এসবের আলাদাই মজা। এখন সেই দলে বৌমাও চলে এল, আমার এক সঙ্গী হল।' এই বলে দুজনই লাইনে আরেকটু এগিয়ে গেলেন।

একদিকে যখন ১১ হাত কালীবাড়ি, নেতাজি রোড দুর্গাবাড়ি, নিউটাউন দুর্গাবাড়ি, ভাঙ্গাপুল এলাকার মন্দির, জংশন শিববাড়ি, লিঙ্গরাজ মন্দিরে মহিলাদের ভিড় উপচে পড়েছিল। তখন আবার শহরের বিভিন্ন দোকানে ভক্তরা ব্যস্ত ছিলেন 'ওম নমঃ শিবায়', 'হর হর মহাদেব' লেখা, ত্রিশূল আঁকা গেরুয়া টি-শার্ট দেখতে। দলবেঁধে, এই জামা পরে হইহই করে জল্পেশে শিবের মাথায় জল ঢালার মজাই আলাদা, বললেন অনুভব নন্দী। সেখানেই বন্ধুদের সঙ্গে জল্পেশ যাওয়ার 'প্ল্যানিং' চলছিল। অনুভবের মতোই প্রীতম, অমিত, প্রমোদরা বেশ উৎসাহী জল্পেশে যাওয়ার ব্যাপারে।

শ্রাবণের প্রথম সোমবারে সবচেয়ে বেশি ভিড় দেখা যায় জংশন চেচাখাতার লিঙ্গরাজ মন্দিরে। শিবের মাথায় জল ঢালতে সকাল থেকেই লম্বা লাইন। ফুল, বেলপাতা, ধুতরো ফুল, নীলকণ্ঠ, দূর্বা, তুলসীপাতা, দুধ সাজিয়ে লাইনে দাঁড়ান মহিলারা। মন্দিরের বাইরের দোকানগুলোয় পুজোর সরঞ্জামের 'সেট' পাওয়া যাচ্ছিল। এর মধ্যে প্লাস্টিকের ঘট ছিল জনপ্রিয়। সকলেই কমবেশি ওটা কিনছিলেন। দীপালি কর্মকার এসেছিলেন। বললেন, 'পুজোর সমস্ত জিনিস বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু ঘট আনিনি। তাই এখান থেকে প্লাস্টিকের ঘট কিনলাম।'

সৌভিক সাহা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সঞ্জীব সাহার দোকানে হাজির হয়েছিলেন। সেখান থেকে টি-শার্ট, হাফপ্যান্ট, মাথার ফেট্টি কেনেন তাঁরা। সঞ্জীব বলেন, 'একেকটি টি-শার্টের দাম পড়ছে ১২০ থেকে ১৫০ টাকা। হাফপ্যান্টের দাম পড়ছে ১০০ টাকা প্রতি পিস।'

তেলের অবৈধ বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযান

জয়গাঁ, ২২ জুলাই : জয়গাঁ থানার পুলিশের তরফে জয়গাঁ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় চালানো হয় এক অভিযান। পুলিশের কাছে আগেই খবরক, আসে, জয়গাঁ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় লুকিয়ে বিক্রি হয় ভুটান থেকে অবৈধ উপায়ে নিয়ে আসা পেট্রোল, ডিজেল। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এই ব্যবসা। এই অবৈধ ব্যবসার হদিস পেতেই শুরু হয় পুলিশের অভিযান।

জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়ার উপস্থিতিতে বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকার প্রতিটি দোকানে তল্লাশি করা হয়। ছয়টি অস্থায়ী দোকান থেকে পাওয়া যায় ১৫০ লিটার পেট্রোল ও ১০০ লিটার ডিজেল। গত শুক্রবার জয়গাঁর লামাটোল এলাকায় একটি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড হয়। সেই বাড়িতে অবৈধ উপায়ে মজুত ছিল ভুটান থেকে নিয়ে আসা পেট্রোল, ডিজেল। যদিও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর থেকে বাড়ির মালিক পলাতক। বারবার এমন অভিযোগ আসায় এবার নড়েচড়ে বসে পুলিশ। সোমবার থেকে তাই কোথায় কোথায় এভাবে পেট্রোল-ডিজেল বিক্রি হচ্ছে, তা রুখতে অভিযান শুরু করে জয়গাঁ থানার পুলিশ। জয়গাঁ এলাকায় কোনও পেট্রোল পাম্প নেই। গাড়িতে পেট্রোল বা ডিজেল ভরতে হলে ২০ কিলোমিটার দূর গিয়ে হাসিমারায় যেতে হয়। কিন্তু এর ফলে একদিকে যেমন অসুবিধা হচ্ছে সাধারণ মানুষের, আরেকদিকে লক্ষ্মীলাভ হচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীদের। জনাকয়েক ব্যবসায়ী ভুটান থেকে অবৈধ উপায়ে পেট্রোল, ডিজেল এনে রমরমিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। এদিক-ওদিক সেই তেল মজুতও করে রাখা থাকত। জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'আমাদের নজর ভুটানগেটেও থাকবে।'

নেশাখোরদের দাপট নিউ আলিপুরদুয়ারে

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : সন্ধ্যা হতেই নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রমরমিয়ে চলছে নেশার আড্ডা। স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে রাতবিরেতে আসা যাত্রীরাও উদ্বিগ্ন। অভিযোগ, সমস্যার সমাধানে উদাসীন প্রশাসন। তাতেই ক্ষোভ আরও বাড়ছে।

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'ওই এলাকায় পুলিশ মাঝেমধ্যেই অভিযান চালায়। বেআইনি যে কোনও নেশার কারবারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের বাইরের রাস্তায় প্রকাশ্যে অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ায় তিতিবিরক্ত বাসিন্দারা। বছরখানেক আগে ওই এলাকায় একটি হোটেলে অভিযান চালানোর পর আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক এক নেশার কারবারিকে সতর্ক করেছিলেন। তাতেও যে খুব একটা লাভ হয়নি, সেকথা বলাই বাহুল্য। নেশাখোরদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন নিউ আলিপুরদুয়ার ব্যবসায়ী সমিতির পদাধিকারীরা। তাঁরা এব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। নিউ আলিপুরদুয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দীপক দত্ত বলেন, 'দু-একজন নেশার কারবারির জন্য এখানকার বাজারের পরিবেশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমরা বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় দুই কাউন্সিলারের হস্তক্ষেপ চেয়েছি।

নিউ আলিপুরদুয়ারে শ-খানেক দোকানপাট রয়েছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাতে তো বটেই, এমনকি দিনে নেশাখোরদের এখানে দাপাদাপি করতে দেখা যায়। আর সন্ধ্যার পর তো শহর ও শহরতলি থেকে সমাজবিরোধীরা এখানে জড়ো হয়ে নেশার আসর বসায়। মদ, গাঁজা, ব্রাউন সুগার, ট্যাবলেট সহ বিভিন্ন ধরনের নেশার

ক্ষোভ বাড়ছে

সামগ্রী এখানে সহজেই পাওয়া যায়। রাস্তায় প্রকাশ্যে নেশা করে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি, অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ- সবকিছুই স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের হজম করতে হয়। অভিযোগ, স্থানীয় কয়েকজন তরুণও ওই নেশার কারবারিদের খপ্পরে পড়ে আসক্ত হয়ে পড়ছে।

ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ, নেশার দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় নিউ আলিপুরদুয়ার বাজারে কেনাকাটা করতে খুব প্রয়োজন ছাড়া স্থানীয় মানুষজনও আসেন না। স্থানীয় ব্যবসায়ী মনোরঞ্জন কর বলেন, 'এখানে বাইরের পর্যটকরা আসেন। কিন্তু যেভাবে সন্ধ্যার পর নেশাখোরদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়, তাতে এখানকার সুনাম নষ্ট হচ্ছে। ব্যবসাও মার খাচ্ছে।'

এছাড়া সারারাত নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে দূরপাল্লার বিভিন্ন ট্রেন যাতায়াত করে। যাত্রীরা নেমে অনেকেই দূরদূরান্তে যান। স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে রাতের বেলা নেশাখোরদের অবাধ বেলেল্লাপনা দেখে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। মহিলা যাত্রী থাকলে তো সেই পরিবারের লোকদের চিন্তা আরও বেড়ে যায়। স্টেশনের বাইরে নিউ আলিপুরদুয়ার বাজার ১৬ এবং ২০ নম্বর ওয়ার্ডে ছড়িয়ে রয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দুই কাউন্সিলারকে সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তৃণমূল কংগ্রেসের দিবাকর পাল বলেন, 'বাজারের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ শুনেছি। এলাকার পরিবেশ ঠিক রাখতে পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাইবে।' আর সমস্যার কথা মেনে নিয়ে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলার শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'এলাকায় জাল মদ সহ বিভিন্ন ধরনের নেশার কারবারিরা সক্রিয় রয়েছে। স্থানীয় অল্পবয়সিরা ওদের খপ্পরে পড়ায় অনেক পরিবারে অশান্তি হচ্ছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ও দুই কাউন্সিলার আগামী ২৫ জুলাই এলাকায় ওই সমস্যার বিষয় নিয়ে বৈঠকে বসতে পারেন বলে সূত্রের খবর। সেখানে তাঁরা বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

সুবীরেশের আমলে আরও দুর্নীতি

ইউজিসি'র লুপ্ত পদে নিয়োগ এনবিইউতে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলবন্দি সুবীরেশ ভট্টাচার্যের আমলের আরও এক বড় নিয়োগ দুর্নীতির হদিস। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অবলুপ্ত করে দেওয়া পদে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেআইনি নিয়োগের অভিযোগ। সুবীরেশ উপাচার্য থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের মালব্য মিশন শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে (আগে যা ছিল মানব সম্পদ উন্নয়নকেন্দ্র) সহযোগী অধ্যাপক এবং ডেপুটি ডিরেক্টরের অবলুপ্ত করে দেওয়া পদে নিয়োগের লিখিত অভিযোগ ইউজিসিতে জমা পড়ল। ২০১৯ সালের জুন মাসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ইউজিসি সংশ্লিষ্ট পদ তুলে দিয়েছিল। তারপরও ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে সঞ্জীব ভট্টাচার্যকে ওই পদে নিয়োগ করা হয়।

ওই ব্যক্তি বছরের পর বছর মোটা টাকা বেতন তুলছেন। আরও নানা সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কার স্বার্থে ওই ব্যক্তিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। লিখিত অভিযোগের কথা সামনে আসতেই ক্যাম্পাসে হইচই ছড়িয়েছে। সঞ্জীবের বক্তব্য, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি দেখে পদ্ধতি মেনে আবেদন করেছিলাম। সেইমতো সমস্ত নিয়ম মেনে চাকরি পেয়েছি। কোথায় কী গাইডলাইন ছিল তা আমার জানার কথা নয়। ওই বিষয়ে যা বলার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই বলতে পারবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের মালব্য মিশন শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্রের (এমএমটিটিসি) ডিরেক্টর অঞ্জন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'এটুকু বলতে পারি ইউজিসি'র গাইডলাইন মেনেই আমরা চলতে বাধ্য। যদি কোথাও কোনও অনিয়ম হয়ে থাকে সে ব্যাপারে উপাচার্য বা রেজিস্ট্রারই যা বলার বলবেন।' বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দেবাশিস দত্তর বক্তব্য, 'যখন নিয়োগ হয়েছে তখন সুবীরেশ ভট্টাচার্য উপাচার্য ছিলেন। কীভাবে নিয়োগ হয়েছে, কেন হয়েছে, পদ্ধতি মানা হয়েছে কি না তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমার কাছেও কিছু অভিযোগ

এনবিইউয়ের ইউজিসি'র এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রেই নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ।

এসেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত।'

দেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়েই মালব্য মিশন শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্র (এমএমটিটিসি) রয়েছে। কেন্দ্রটি সম্পূর্ণরূপে ইউজিসি'র নিয়ম, পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়। কেন্দ্র তৈরির জন্য ইউজিসি'র সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মউ স্বাক্ষর হয়।

কেন্দ্রের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী কারা হবেন, কীভাবে নিয়োগ হবে, যাবতীয় বিষয় ইউজিসি'র অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজারি বডি এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি ঠিক করে দেয়। ইউজিসি'র নীতি নির্ধারক দুই শীর্ষ কমিটি ২০১৯ সালে যে গাইডলাইন প্রকাশ করে তাতে স্পষ্ট বলা হয়, নির্দিষ্ট সময়ের পর থেকে কেন্দ্রে শুধুমাত্র একজন অধ্যাপক-ডিরেক্টর এবং একজন সহকারী অধ্যাপক পদ থাকবে। এমনকি কোথাও যদি সহযোগী এবং সহকারী অধ্যাপক দুটি পদই ফাঁকা থাকে তাহলে শুধুমাত্র সহকারী অধ্যাপক পদেই নিয়োগ হবে। সহযোগী অধ্যাপক থাকবে না।

শুক্রবার ওই সংক্রান্ত অভিযোগ ইউজিসি'র কাছে জমা পড়ে। অভিযোগ রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মহলে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, ২০১৩ সালে সহযোগী অধ্যাপকের পদের জন্য রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন সেই পদে নিয়োগ হয়নি। ২০১৯ সালের জুন মাসে ইউজিসি'র গাইডলাইন প্রকাশিত হয়। তারপর ২০১৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।

তারও এক বছর পর নিয়োগ হয়। সব জেনেবুঝেও কীভাবে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া পদে নিয়োগ হল তা নিয়ে সব মহলেই প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষা দপ্তর এবং রাজ্যপালকে অন্ধকারে রেখেই নিয়োগ হয়েছে বলেই অভিযোগ তোলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবিও উঠেছে। ইউজিসি'র গাইডলাইনে চললেও এমএমটিটিসি-এর শিক্ষকদের রাজ্য বেতন দেয়। শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, সহযোগী অধ্যাপক পদে সবমিলিয়ে দেড় লক্ষাধিক টাকা বেতন দেওয়া হয়। ফলে মোটা অঙ্কের সেই অর্থ খরচ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

পড়ুয়াদের স্বাদ বদলে তিথিভোজন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২২ জুলাই : সন্তানের বা নিজের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, যে কোনও উৎসবের দিন অথবা কোনও কাজের সাফল্য সবার সঙ্গে মিলে উদযাপনের ইচ্ছে? এমন বিশেষ মুহূর্তগুলিকে স্মরণীয় করে রাখতে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের পাতে স্পেশাল মেনু খাওয়ানোর জন্য স্কুলের আশপাশের বাসিন্দা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সবাইকে উৎসাহিত করছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। এই কর্মসূচির পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে তিথিভোজন। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'কমিউনিটি পার্টিসিপেশন বা বাসিন্দাদের অংশগ্রহণের এই কর্মসূচিতে যে কেউ মিড-ডে মিলে স্পেশাল মেনু দিয়ে সহযোগিতা করতে পারবেন।'

মিড-ডে মিলে স্পেশাল মেনু দিয়ে সহযোগিতার আহ্বান।

তিথিভোজনের জন্য নির্দিষ্ট কোনওদিন নেই। যে কোনও দিনেই তা আয়োজন করা যেতে পারে। স্কুলের অভিভাবক, সাধারণ বাসিন্দা, সরকারি আধিকারিক, ব্যবসায়ী যে কেউ প্রথাগত মিড-ডে মিলে স্পেশাল মেনুর ব্যবস্থা করে ছাত্রছাত্রীদের পাতপেড়ে খাওয়াতে পারবেন। সেটা মাংস হতে পারে বা ফলমূল, সন্দেশ, রসগোল্লাও। নিজের ইচ্ছেমতো পুষ্টিকর অন্য কোনও খাবারদাবার। জলপাইগুড়ির জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'তিথিভোজনের বিষয়টি আগেও ছিল। নতুন উদ্যোমে তা ফের সবার মাঝে প্রচার করা হচ্ছে। অত্যন্ত ভালো একটি উদ্যোগ।'

শিক্ষা মহল জানাচ্ছে, তিথিভোজনের উদ্দেশ্য শুধু মিড-ডে মিলের মেনুর স্বাদ বদল নয়। সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্কুলের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানুষের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করা। একসঙ্গে বসে একইরকম অন্য ধরনের খাবার খাওয়ার কর্মসূচি জাতপাত, ধর্মবর্ণকে দূরে সরিয়ে রেখে প্রত্যেকেই যে এক ও অভিন্ন এমন বার্তা প্রদানের বিষয়টিও রয়েছে। তিথিভোজনের দাতা দিনটিতে মিড-ডে মিলের পুরোটাই বা অতিরিক্ত মেনু দিতে পারবেন। তাঁর নামও স্কুল কর্তৃপক্ষ যাতে সেদিন ছাত্রছাত্রীদের সামনে ঘোষণা করে দেয় এমন নির্দেশিকা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় মঙ্গলবার থেকে স্কুলে স্কুলে শুরু হচ্ছে মিড-ডে মিলের বিশেষ পরিদর্শন। ব্লক ও পুরসভাভিত্তিক এই কাজের দায়িত্ব আধিকারিকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। চলবে এক সপ্তাহ ধরে। চারজন অতিরিক্ত জেলা শাসক রাজগঞ্জ ব্লক, ময়নাগুড়ি ব্লক, মাল পুরসভা ও জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকার ৫টি করে উচ্চপ্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে যাবেন। এর বাইরে জেলার ৩ মহকুমার মহকুমা শাসক, বিডিও, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের প্রকল্প আধিকারিকরা থাকবেন। মোট ২০টি করে স্কুল পরিদর্শনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের কর্মসূচি ঠিকঠাক মতো চলছে কিনা তা তাঁরা খতিয়ে দেখবেন।

রাজ্যপালের সমালোচনায় অখিলেশ

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : বাংলার রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে এবার সমালোচনায় সরব হলেন সমাজবাদী পার্টি নেতা অখিলেশ যাদব।

সোমবার সংসদ ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'দিদির সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথা হয়েছে। রাজ্যপাল যেভাবে বাংলায় বিরক্ত করছেন, তার বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল সরকার।' উদাহরণ হিসাবে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপালের ভূমিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আপনারা দেখেছেন রাজ্যপাল কীভাবে উত্তরপ্রদেশেও একই পরিস্থিতি তৈরি করতেন। একইভাবে রাজ্যপাল বাংলাতেও উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছেন বর্তমান রাজ্যপাল।'

গতকাল ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অখিলেশ যাদব। ফলে সমাজবাদী পার্টি এবং তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সম্পর্ক বর্তমানে খুবই ভালো।

পুণ্যার্থীর ভিড়...

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে জল্পেশ মন্দিরে লম্বা লাইন। সোমবার অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

কুনকির হানায় মৃত্যু

হাসিমারা, ২২ জুলাই : হাতির হানায় মৃত্যু হল এক পাতাওয়ালার। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পাতাওয়ালার নাম সুরেশ টিগ্গা (৩৫)। সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের কোদালবস্তি রেঞ্জের সিসি লাইনে। সূত্রের খবর, ওই পাতাওয়ালার ওপর কুনকি হাতি কর্ণর দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল। তাই মনে করা হচ্ছে, কর্ণের হামলাতেই মৃত্যু হয়েছে পাতাওয়ালা সুরেশের। যদিও এদিন রাত পর্যন্ত কর্ণের হামলায় ওই পাতাওয়ালার মৃত্যু হয়েছে কি না তা বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়নি।

এদিন বিকেলে জঙ্গল থেকে ফেরার পথে হাতির হানায় মৃত্যু হয় ওই পাতাওয়ালার। সেই ঘটনার পরপরই কুনকি হাতি কর্ণকে নিভৃতবাসে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান জানিয়েছেন, মৃত পাতাওয়ালার পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন, মৃতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ পাবে মৃতের পরিবার।

স্কুলড্রেসে নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২২ জুলাই : প্রতিদিনের মতো স্কুলে গিয়েছিল বছর দশের চতুর্থের নাবালিকা। কিন্তু তারপর আর বাড়ি ফিরে না আসায় শনিবার রাত থেকে শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। এরপরই রবিবার বিকেলে বাড়ির অদূরে পরিত্যক্ত তালাবন্ধ একটি বাড়ির কলপাড়ের পাশে থাকা আমগাছে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় স্কুলড্রেস পরিহিত ওই নাবালিকার দেহ। মৃতদেহ থেকে কিছুটা দূরে পড়ে রয়েছে স্কুলের ব্যাগ ও পরনের প্যান্ট। পুলিশ ঝুলন্ত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠালেও বছর দশের ওই নাবালিকাকে কি ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে? এমনই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। পাশাপাশি পুলিশ সঠিক তদন্ত করে আসল রহস্য উদঘাটিত করুক বলে পরিবারের তরফেও দাবি জানানো হয়েছে। সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় ইটাহার থানার পুলিশ।

ইটাহার থানার দুর্লভপুর পঞ্চায়েতের একটি গ্রামে ওই নাবালিকার বাস। বাবা ভিনরাজ্যে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে কর্মরত। মা গৃহবধূ। চলতি মাসের ২০ তারিখ বাড়ি থেকে স্কুলে যায় ওই নাবালিকা। স্কুলের সমস্ত ক্লাস করে দিদার বাড়িতে যায়। সেখান থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেও আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের সদস্যরা শনিবার রাতভর খোঁজাখুঁজির পর খুঁজে না পেয়ে রবিবার সকালে ইটাহার থানার

ধর্ষণের পরেই কি খুন?

দ্বারস্থ হন। নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ দায়ের হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির অদূরে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির আমগাছে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় গ্রামেরই এক কিশোরী। খবর পেয়ে ইটাহার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। বাজেয়াপ্ত করা হয় পড়ে থাকা স্কুলব্যাগ, পরনের প্যান্ট। এদিকে মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে ভিনরাজ্য থেকে রওনা দিয়েছেন নাবালিকার বাবা।

এই প্রসঙ্গে মৃত নাবালিকার কাকার দাবি, 'আমাদের সন্দেহ ভাইজিকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ সঠিক তদন্ত করে আসল রহস্য উদঘাটিত করুক।'

নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর পরিবারের সদস্যরা ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে মানতে নারাজ। বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে ধরেছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, বাড়িতে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যাতে ওই নাবালিকা আত্মহত্যা করতে পারে। স্কুলের সমস্ত ক্লাস করে নাবালিকা দিদার বাড়িতে যায়। সমস্যা থাকলে তখন কিছুটা হলেও আঁচ করা যেত। তাছাড়া যে মোটা দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেই দড়ি দিয়ে ওই নাবালিকার পক্ষে কখনই ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়। এই মৃত্যুর পেছনে অন্য কারণ রয়েছে। ইটাহার থানার পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।'

কোনটা মুখ, কোনটা মুখোশ

প্রথম পাতার পর

এবার একার জোরে সরকার হয়নি। নিতান্ত বাধ্য হয়েই দুই শরিকের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। অন্যদিকে বিরোধীরাও তেড়েফুঁড়ে আসরে। তাই এখনই খোলাখুলি সবটা বলা এবং করা বেশ মুশকিল। তাই ঢোঁক গিলতে হচ্ছে। তাই মনের কথা বলা যাচ্ছে না এখনই। তাই মনে এক, মুখে এক। অনেকদিন আগে দলেরই এক হিন্দুত্বের থিংকট্যাংক গোবিন্দাচার্য দলের মুখ আর মুখোশের কথা বলে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি মুখ বলতে বুঝিয়েছিলেন বাজপেয়ীকে। স্বভাবতই তা নিয়ে যথেষ্ট গোলমাল হয়েছিল বিজেপিতে। এবং তারপর কোথায় যে হারিয়ে গেলেন সেই গোবিন্দাচার্য কে জানে!

পুনশ্চ : কাঁওয়ার যাত্রার রুটের দোকানগুলিতে দোকানদারের নাম লেখার সরকারি হুকুমে সোমবার স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। চারদিন পরে এই মামলায় পরবর্তী শুনানি হবে। উল্লেখ্য, সরকারি এই নির্দেশের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছিল বেশ কয়েকটি পিটিশন। আবেদনকারীদের তালিকায় ছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রও।

বাজেট নিয়ে ভাবনা উত্তরের সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : রেকর্ড গড়ে সপ্তম বারের জন্য অর্থমন্ত্রী হিসাবে মঙ্গলবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। স্বাভাবিকভাবেই নতুন জোট সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের চাহিদাও রয়েছে। সারা দেশের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের মানুষের মনেও রয়েছে আশা। উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য কী ভাবছেন সেখানকার সাংসদরা।

উত্তরবঙ্গের তিন সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়, খগেন মুর্মু এবং মনোজ টিজ্ঞা উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে জানালেন সাংসদ হিসাবে এলাকার জন্য তাঁরা কী চান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে। সরকার পক্ষে থেকেও উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা যে এখনও যথেষ্ট দুর্বল তা স্বীকার করে নিলেন, জলপাইগুড়ির দ্বিতীয়বারের সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়। তিনি বললেন, 'স্বাস্থ্য খাতে এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে আছে উত্তরবঙ্গ। এইমস বা তার সমতুল্যমানের একটি হাসপাতাল অবিলম্বে সেখানকার মানুষের জন্য গড়ে তোলা প্রয়োজন।' বললেন, 'আমার এলাকার বিভিন্ন সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উত্থাপন করেছি। তার অনেক কিছুরই সুরাহা হলেও এখনও এলাকার অনেক উন্নয়ন করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দাবির অনেক কিছুই পূরণ করেছেন যদিও এখনও অনেক কিছুই বাকি আছে।' জয়ন্ত রায় বলেন, 'যদিও আমি জানি কেন্দ্রীয় সরকারের পলিসি হল ওয়ান স্টেট ওয়ান এইমস। সেক্ষেত্রে এইমস এর সমমানের কোনও হাসপাতাল উত্তরবঙ্গে করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবা উচিত। তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে অর্থমন্ত্রীর কাছে আমার দাবি, উত্তরবঙ্গের মানুষের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে যদি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মাদারিহাটের সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা জানালেন, এলাকার উন্নয়নকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আশা তো অনেক আছে। তবে বাজেট পেশের পরই বলতে পারব কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকল্পে কী ভাবলেন আর কী ভাবা উচিত ছিল।

বৃষ্টি মাথায় বাড়ির পথে। আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

লোডশেডিংয়ে জেরবার মহাকালগুড়ি

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২২ জুলাই : সম্প্রতি বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে মালদা জেলার মানিকচকে বড় গণ্ডগোল পেকে উঠেছিল। সেই প্রেক্ষিতে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, এরাজ্যে কোথাও আর লোডশেডিং হয় না। তবে মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা বলছেন অন্য কথা। সেখানকার ছোট চৌকিরবস, বড় চৌকিরবস, দক্ষিণ মহাকালগুড়ি, বাকলা, দাসপাড়া, চেপানির মতো গ্রামগুলিতে লোডশেডিং জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

রবিবার রাত দশটা থেকে সোমবার সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্তও বিদ্যুৎবিহীন ছিল মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধিকাংশ গ্রাম। বাসিন্দাদের অভিযোগ, শুধু রবিবার রাত নয়, এটা প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাগাতার লোডশেডিংয়ে রীতিমতো জেরবার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, হালকা বৃষ্টি হলেই লোডশেডিং হয়ে যায়।

এদিকে, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক এলাকা বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। সেখানে অন্ধকার রাস্তায় রাতবিরেতে বন্যপ্রাণীর হামলায় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও বেশি থাকে। বাসিন্দারা বলছেন, এলাকায় প্রতিদিনই হাতির হানা লেগেই থাকে। বিদ্যুৎ থাকলে হাতি জনবসতি এলাকায় কম আসে। দাবি তাঁদের। আর লোডশেডিং হলে তো গ্রামে হাতি ঢুকলেও অনেক সময় টের পাওয়া যায় না। এতে ঘরবাড়ি নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি জীবনহানি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের শামুকতলা স্টেশনের স্টেশন মাস্টার বিষ্ণুপদ বর্মন সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন। বললেন, 'জঙ্গল সংলগ্ন হওয়ায় ওই এলাকায় প্রচুর গাছপালা রয়েছে। সেসবের ডালপালা বিদ্যুৎবাহী তারের উপর পড়ে মাঝেমধ্যেই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তবে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দিচ্ছি। যেখান থেকেই ফোন আসছে আমরা দ্রুততার সঙ্গে সেখানকার সমস্যার সমাধান করছি।'

লোডশেডিংয়ের জেরে সমস্যায় পড়েছে স্কুলগুলিও। মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক পঙ্কজ বসুমাতা জানিয়েছেন, প্রচণ্ড গরমে এভাবে ঘনঘন লোডশেডিং হওয়ায় খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তিনি বলেন, 'দিনেও লোডশেডিং হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের গরমের মধ্যে ক্লাস করতে কষ্ট হচ্ছে। হস্টেলে ছাত্রছাত্রীরাও সমস্যায় পড়ছে। এই সমস্যা সমাধানে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।'

অনেকটা একই সুরে সমস্যার কথা জানিয়েছেন মহাকালগুড়ি মিশন গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতা বসুমাতাও। তিনি বলেন, 'লোডশেডিংয়ের জন্য আমাদের স্কুলের ছাত্রী এবং হস্টেলের ছাত্রীরা প্রচণ্ড সমস্যায় পড়ছে।'

বড় চৌকিরবস এলাকার বাসিন্দা রূপকুমার বসুমাতা, দক্ষিণ মহাকালগুড়ি এলাকার বাসিন্দা ভজন দাস- সবার মুখে একটাই কথা, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে এভাবে লোডশেডিং হওয়ার ফলে আমরা সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। অন্য অনেক জায়গাতেই তো লোডশেডিং হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের গ্রামগুলিতে এভাবে লোডশেডিং হওয়ার কারণ আমরা বুঝতে পারছি না।

শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা

ফালাকাটা, ২২ জুলাই : শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় ফালাকাটায়। এদিন ফালাকাটা দেশবন্ধুপাড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী বাপি সাহা রায় তাঁর বাড়ির মন্দিরের সামনে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সোমবার শিবমূর্তিতে প্রচুর মানুষ জল ঢালেন, পুজো দেন।

শুনানিতে গরহাজির পুরসভা

দার্জিলিংয়ের আবর্জনা মামলায় নয়া মোড়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : জাতীয় পরিবেশ আদালতে দার্জিলিং শহর এলাকায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা সংক্রান্ত মামলায় পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার (ইও)-কে তলব করলেন বিচারপতি। পরবর্তী শুনানিতে দার্জিলিং পুরসভার ইও-কে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা নিয়ে তদন্ত কমিটি আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত মামলা করার সময় যে সমস্ত তথ্য তুলে ধরেছিলেন, সেগুলিতেই সিলমোহর দিয়েছে ওই তদন্ত কমিটি। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সোমবার ছিল মামলার শুনানি। শুনানিতে পুরসভার তরফে কেউই উপস্থিত ছিলেন না বলে অভিযোগ। এরপরেই আদালত পরের শুনানিতে পুরসভার ইও-কে তলব করেছে। বিষয়টি নিয়ে পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, 'যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলে রাখা হয়েছে। ওই আবর্জনায় বৃষ্টির জল পড়ে চুইয়ে পানীয় জলের উৎসের সঙ্গে মিশছে। সেগুলি বন্ধ করতেই এই মামলা।'

পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের

অমরজ্যোতি গ্রাম এলাকায় শহরের সমস্ত আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। ওই আবর্জনা স্তূপাকারে জমতে জমতে সেখান থেকে মিথেন গ্যাস তৈরি হয়ে মাঝেমধ্যেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে আবর্জনা পুড়ে যাচ্ছে, যার ফলে ঘটছে বায়ুদূষণ। অন্যদিকে, ওই আবর্জনায় বর্ষার জল পড়ে দূষিত জল চুইয়ে পাহাড়ের বিভিন্ন ঝরনায় মিশছে। সেই জল ব্যবহার করতে হচ্ছে পাহাড়বাসীকে। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

এই সমস্যা সমাধানে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছিলেন পরিবেশকর্মী সুভাষ। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনের এডিএম পদমর্যাদার এক আধিকারিক, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এক বিজ্ঞানী, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের এক প্রতিনিধি সহ মোট পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গড়ে আদালত। কমিটি গঠনের চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট তলব করেন বিচারপতি। সেইমতো তদন্ত শুরু করে কমিটি।

ফিল্ড ভিজিটের পর ওই কমিটির দেওয়া রিপোর্টে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, অমরজ্যোতি গ্রাম এলাকায় অবিলম্বে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা প্রয়োজন। আবর্জনা থেকে বায়ু দূষণ হচ্ছে। বর্ষায় আবর্জনা ধোয়া জল পরিষ্কার জলের সঙ্গে মিশে জল দূষণ ঘটাচ্ছে। ওই জল পাহাড়বাসী নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করছেন। এর জেরে তাঁদের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে।

শহরে দূষণ

- জাতীয় পরিবেশ আদালত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে
- কমিটি আদালতে রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তার ভিত্তিতেই সোমবার ছিল শুনানি
- শুনানিতে দার্জিলিং পুরসভার তরফে কেউ উপস্থিত ছিল না বলে অভিযোগ
- পরবর্তী শুনানিতে পুরসভার ইও-কে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকার নির্দেশ বিচারপতির

ভালোবাসার গ্রাম

প্রথম পাতার পর

সামাজিক বঞ্চনা থেকে উত্তরণের অস্ত্র হতে পারে বই। তাই বইটাই অস্ত্র। আশাকরি পর্যটকদের কাছেও এই গ্রাম আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হবে।' স্থানীয় পারুল মিঞ্জ বই পড়তে ভালোবাসেন। তাঁর গ্রাম বইগ্রাম হবে জানতে পেরে খুব আগ্রহী। পানিঝোরা প্রাথমিক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তিনি মনে করেন, 'এতে গ্রামের পড়াশোনার পরিবেশ যেমন আরও প্রসারিত হবে। আর্থসামাজিক ব্যবস্থারও উন্নতি হবে।'

জেলার খেলা

সেমিতে ইজরায়েল

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল জয়গাঁর ইজরায়েল গুরুং ফুটবল অ্যাকাডেমি। সোমবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়েছে চিলড্রেন্স স্পোর্টিং ক্লাবকে। ভিএনসি মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ৩-৩ ছিল। ইজরায়েলের খেওয়াং তামাং হ্যাটট্রিক করেন। চিলড্রেন্সের গোল স্কোরার উইলসন ওরাওঁ, আকাশ ওরাওঁ ও গগন ওরাওঁ। ২৫ জুলাই সেমিফাইনালে ইজরায়েলের প্রতিপক্ষ টাউন ক্লাব।

খেলায় আজ

২০১৭ : মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন ভেঙে গেল মিতালি রাজদের। লর্ডসে ফাইনালে ঝুলন গোস্বামীর (২৩/৩) দুরন্ত বোলিংয়ের পরও ভারত ৯ রানে হেরে যায় ইংল্যান্ডের কাছে।

সেরা অফবিট খবর

বয়কট ফের হাসপাতালে

গলার ক্যানসার নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর অস্ত্রোপচারের ধাক্কা সামলে জিওফ্রে বয়কট সদ্য বাড়ি ফিরেছিলেন। বয়কটের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে আবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। নিউমোনিয়া হয়েছে প্রাক্তন ইংল্যান্ড ওপেনারের। জানা গিয়েছে, তিনি জল পর্যন্ত খেতে পারছিলেন না। হাসপাতালে বয়কটকে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে। ফিডিং নলের মাধ্যমে তাঁকে খাওয়ানোর চেষ্টা চলছে।

ভাইরাল

নিজের বিরুদ্ধেই ডিআরএস

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের প্রথম কোয়ালিফায়ারে জাফনা কিংসের আজমাতুল্লাহ ওমরজাইয়ের বোলিংয়ে গল মার্ভেলসের নিরোশান ডিকওয়েলা স্কুপ করতে গেলে বল গ্লাভসে লেগে উইকেটরক্ষকের হাতে চলে যায়। জাফনার আবেদন ফিল্ড আম্পায়ার নাকচ করে দিয়েছিল। তারা ডিআরএস নেওয়ার আগেই ডিকওয়েলা রেফারেল নিয়ে নেন। তৃতীয় আম্পায়ার তাঁকে আউট দেন।

ইনস্টা সেরা

কলম্বো রওনা হওয়ার আগে সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন হার্দিক পান্ডিয়া।

সেরা উক্তি

গত মরশুমে আমাদের উপর কারও আস্থা ছিল না। সেখানে এবার যা দল হয়েছে তাতে জয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। আমাদের প্রথম ছয়ে থাকতেই হবে। সেটা করতে পারলে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ভাবা যাবে।

-ক্লেইটন সিলভা

সংখ্যায় চমক

১১৯

মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু ১১৯ রানে অপরাজিত থাকেন। যা মহিলাদের এশিয়া কাপে টি২০ ফরম্যাটে প্রথম শতরান।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমবার টেস্ট সিরিজ জয়ের সময় ভারতের কোচ কে ছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. পিআর শ্রীজেশ, ২. ৩।

সঠিক উত্তরদাতারা

রতন বাড়ুই, লাবণ্য কুণ্ডু, অভিনব সরকার।

দুয়ারে কড়া নাড়ছে প্যারিস অলিম্পিক। শ্যেন নদীর তীরে গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ-এর শুরু হতে অপেক্ষা আর তিনদিনের।

লক্ষ্যর বাজি মাল্টি ফিড ড্রিল

প্যারিস, ২২ জুলাই : প্যারিস অলিম্পিক শুরু হতে আর তিনদিনও বাকি নেই। সেরা পারফরমেন্স দেওয়ার জন্য ক্রীড়াবিদরাও প্রস্তুতি নিচ্ছেন জোরকদমে। ২০২২ কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেনের বাজি ৪০-৩০-২০ মাল্টি ফিড ড্রিল। যা ব্যাডমিন্টন মহলে স্পিড মাল্টি ফিড ড্রিল নামেও পরিচিত। কী এই ৪০-৩০-২০ মাল্টি ফিড ড্রিল?

এই বিশেষ সেশনে লক্ষ্যর উলটো দিকে থাকেন এক ফিডার। যিনি প্রথমে ৪০টি শাটল ছোড়েন কোর্টের বিভিন্ন প্রান্তে। একের পর এক যেগুলি ফিরিয়ে দেন লক্ষ্য। ৪০টি শাটলের ১০টি সেটের পর ১০ সেকেন্ডের বিরতি। তারপর আবার ৩০ শাটলের ১০টি সেট। সঙ্গে অল্প বিরতি। সব শেষে ২০ শাটলের ১০টি সেট।

ম্যাচের ভাগ্যনির্ণায়ক তৃতীয় গেমের শেষের দিকে মোক্ষম সময়ে খেই হারিয়ে ফেলছেন লক্ষ্য। গত কয়েক বছরে দেখা যাচ্ছে একই ছবি। সেই কারণেই ৪০-৩০-২০ মাল্টি ফিড ড্রিল প্র্যাকটিস করছেন লক্ষ্য।

তাঁর কথায়, 'আপনি যত বেশি ফিট থাকবেন, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও ততই বাড়বে। যখন আপনি লম্বা র‍্যালি খেলছেন এবং ম্যাচ তৃতীয় গেমে চলছে, সেই মুহূর্তে যে বেশি ফিট থাকবে, তার জয়ের সম্ভাবনাই বেশি।'

লক্ষ্য বলেছেন, 'প্র্যাকটিসের শেষে ক্লান্ত হওয়ার পরই এই ড্রিল শুরু করি। পায়ে ভীষণ চাপ পড়ে। হৃদস্পন্দনের গতি বাড়ে। কারণ লম্বা সেশনের মাঝে বিরতি খুবই কম।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ম্যাচের শেষের দিকে যখন ক্লান্ত অবস্থায়ও আপনাকে লম্বা র‍্যালি খেলতে হয়, সেই পরিস্থিতিতে এই ড্রিল খুব কার্যকরী।'

প্যারিসে এই মাল্টি ফিড ড্রিল লক্ষ্যকে পোডিয়ামে পৌঁছে দেয় কি না সেটাই এখন দেখার।

কী এই ৪০-৩০-২০ মাল্টি ফিড ড্রিল?

বিশেষ সেশনে লক্ষ্যর উলটো দিকে থাকেন এক ফিডার। যিনি প্রথমে ৪০টি শাটল ছোড়েন কোর্টের বিভিন্ন প্রান্তে। একের পর এক যেগুলি ফিরিয়ে দেন লক্ষ্য। ৪০টি শাটলের ১০টি সেটের পর ১০ সেকেন্ডের বিরতি। তারপর আবার ৩০ শাটলের ১০টি সেট। সঙ্গে অল্প বিরতি। সব শেষে ২০ শাটলের ১০টি সেট।

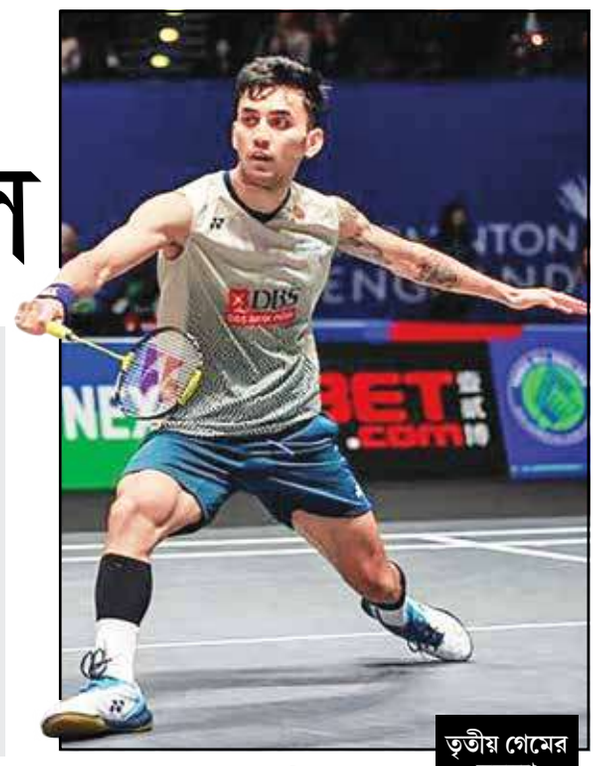

তৃতীয় গেমের সমস্যা কাটাতে নতুনভাবে তৈরি হচ্ছেন লক্ষ্য সেন।

অলিম্পিকের পর অবসরে শ্রীজেশ

প্যারিস, ২২ জুলাই : গত মাসে ভারতীয় ক্রিকেটের 'দেওয়াল' রাহুল দ্রাবিড়ের শেষটা সুখের হয়েছে। ভারতীয় হকির 'প্রাচীর' পিআর শ্রীজেশের ভাগ্যেও কি একই চিত্রনাট্য লেখা আছে? উত্তরের জন্য বেশ কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে আসন্ন প্যারিস অলিম্পিকের পরই হকিকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন বর্ষীয়ান গোলকিপার শ্রীজেশ।

প্যারিসে লাস্ট ডান্সের জন্য তৈরি হচ্ছি। ১৮ বছরের সফরটা দুর্দান্ত ছিল। যার জন্য পরিবার, সতীর্থ, কোচ, হকি ইন্ডিয়ার প্রতিটা সদস্যের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার উপর বিশ্বাস রাখার জন্য ধন্যবাদ। আসন্ন অলিম্পিকে পদকের রং বদলানোর লক্ষ্য নিয়েই নামব।

পিআর শ্রীজেশ

দিন দুয়েক আগে ৩৬ বছরের শ্রীজেশ জানিয়েছিলেন, প্যারিসে অলিম্পিক খেলতে চান বলেই এখনও অবসরগ্রহের বাসিন্দা হননি। ফলে বোঝাই গিয়েছিল, অলিম্পিক শুরুর আগে বা এই ক্রীড়া মহাযজ্ঞ শেষ হলেই চরম সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলবেন শ্রীজেশ। সেটাই হল। সোমবার শ্রীজেশ ঘোষণা করে দিলেন, দেশের জার্সিতে আসন্ন অলিম্পিকই তাঁর শেষ টুর্নামেন্ট। অবসর প্রসঙ্গে শ্রীজেশ বলেছেন, 'প্যারিসে লাস্ট ডান্সের জন্য তৈরি হচ্ছি। ১৮ বছরের সফরটা দুর্দান্ত ছিল। যার জন্য পরিবার, সতীর্থ, কোচ, হকি ইন্ডিয়ার প্রতিটা সদস্যের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার উপর বিশ্বাস রাখার জন্য ধন্যবাদ। আসন্ন অলিম্পিকে পদকের রং বদলানোর লক্ষ্য নিয়েই নামব।'

২০০৬ সালে অভিষেক হওয়া শ্রীজেশ ভারতের একাধিক স্মরণীয় জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। যার মধ্যে ২০১৪ সালে এশিয়ান গেমসে সোনা, চার বছর বাদের এশিয়াডে ব্রোঞ্জ, ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমসে রুপো, টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ উল্লেখযোগ্য। ১৯৮০ সালে ভারত অলিম্পিকে শেষবার সোনা জিতেছিল। শ্রীজেশের উজ্জ্বল কেরিয়ারের সমাপ্তি অলিম্পিকে ভারতের দীর্ঘ ৪৪ বছরের সোনার খরা কাটানোর মধ্য দিয়ে হয় কিনা সেটাই এখন দেখার।

পদক জিতে নিজেকে চেনাতে চান রীতিকা

অলিম্পিকের জন্য ছেলেদের সঙ্গে অনুশীলন

প্যারিস, ২২ জুলাই : হরিয়ানার সোনেপতে রায়পুর রেসলিং অ্যাকাডেমি খুব জনপ্রিয়। এখানে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদাভাবে কুস্তি অনুশীলনের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এখানেই একটি মেয়ে নিয়মিত পুরুষদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। টানা আট রাউন্ড লড়াইয়ের পরেও তিনি ক্লান্ত হন না। মেয়েটির নামক রীতিকা হুড্ডা। আসন্ন প্যারিস অলিম্পিকে পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার তিনি। রীতিকা অলিম্পিকের মঞ্চে বিশ্বসেরা মহিলা কুস্তিগিরদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য ছেলেদের সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলন করেন। কারণ, তাঁর সঙ্গে অনুশীলন করার মতো মহিলা কুস্তিগির এই মুহূর্তে ভারতে নেই।

গতবছর প্রথম ভারতীয় মহিলা কুস্তিগির হিসেবে অনূর্ধ্ব-২৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন রীতিকা। কিন্তু তারপরেও তিনি প্রচারের আলোয় সেভাবে নেই। অবশ্য এই নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই কুস্তিগিরের। তিনি বলেছেন, 'অলিম্পিকে ভারতীয় দলে অনেক বড় বড় নাম রয়েছে। এর মধ্যে তিনজন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে পদক জিতেছেন। তাই সবার নজর ওদের দিকে। তবে এই নিয়ে আমি কিছু মনে করছি না। আমি যদি অলিম্পিকে পদক জিতি, তখন গোটা বিশ্ব আমার নাম জানবে। আমি চাই অলিম্পিকে পদক জিতে নিজের নাম গোটা বিশ্বকে জানাতে।'

কুস্তিটা রক্তে রয়েছে রীতিকার। ওর বাবা জগবীর হুড্ডা বলেছেন, 'আমার প্রপিতামহ খুব নামকরা কুস্তিগির ছিলেন। বলু পালোয়ান নামে গোটা এলাকায় তাঁর পরিচিতি ছিল। পিতামহও কুস্তিগির হিসেবে নাম করেছিলেন। তবে আমি বা আমার বাবা কেউ কুস্তিগির ছিলাম না। তবে এখন রীতিকাও কুস্তিগির হিসেবে ভালো নাম করেছে।'

সাক্ষী মালিক প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে অলিম্পিকে পদক জিতেছিলেন। সেই ঘটনার প্রসঙ্গে রীতিকা বলেছেন, 'সাক্ষী পদক জেতার পর সবাই ওকে আনতে এয়ারপোর্ট গিয়েছিল। সেটা দেখে আমিও ভাবতাম, যখন অলিম্পিক পদক জিতব, তখন এভাবেই সবাই আমাকে বরণ করবে।' প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে ফ্রি স্টাইল কুস্তির সবচেয়ে ওজনদার বিভাগে (৭৬ কেজি) তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই বিভাগে অংশগ্রহণকারী ১৫ জন কুস্তিগিরের মধ্যে ৭ জনের বিরুদ্ধে আগেই তিনি লড়াই করেছেন। তার মধ্যে ছয়জনকে হারিয়েছেন তিনি। তাই বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্যারিসে নামছেন হরিয়ানার এই কুস্তিগির।

'আত্মবিশ্বাস বাড়ার পাশাপাশি শান্ত হয়েছি'

টোকিওর ভুল আর চাইছেন না মণিকা

প্যারিস, ২২ জুলাই : টোকিও অলিম্পিকে শুরুটা সাড়া জাগিয়ে করলেও শেষটা ছিল হতাশাজনক। প্রথম রাউন্ডে ব্রিটেনের টিন টিন হো-কে হারানোর পর দ্বিতীয় রাউন্ডে ক্রমতালিকায় এগিয়ে থাকা মাগারিটা পেসোৎসকাকে হারিয়ে অঘটন ঘটান মণিকা বাত্রা। কিন্তু পরে সোফিয়া প্যালকানোভার কাছে হেরে কেরিয়ারের প্রথম অলিম্পিকের তৃতীয় রাউন্ডেই অভিযান শেষ হয় দেশের তারকা মহিলা প্যাডলারের।

টোকিওর শিক্ষা প্যারিসে কাজে লাগাতে মরিয়া দিল্লির ২৯ বছরের মণিকা। তাঁর কথায়, 'প্রথম অলিম্পিক থেকে অনেক কিছু শিখেছি। সেবার করা ভুলগুলি এবার আর করতে চাই না। টোকিও থেকে ফেরার পর মানসিকতায় বদল এনেছি। আগের থেকে অনেক শান্ত হয়েছি। আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে। ধৈর্য ও ক্ষীপ্রতার ওপর কাজ করেছি। আমার লক্ষ্য পদকের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করা।'

বেশি দূরের কথা না ভেবে প্রতিটি ম্যাচে ফোকাস ঠিক রাখতে হবে এমনটা জানিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী মণিকা বলেছেন, 'তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। কেবলমাত্র নিজের সেরাটা দেওয়ার কথা মাথায় রাখার চেষ্টা করব। শুরুতেই পদকের কথা না ভেবে প্রতিটি ম্যাচে কীভাবে নিজের সেরাটা দিতে পারি, সেই নিয়েই ভাবব। ধীরে চলো মন্ত্রে দেশের জন্য সেরাটা দেব।'

গত কয়েক বছর ধরে দেশের সেরা মহিলা প্যাডলার মণিকা। সম্প্রতি ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন চিনের ওয়াম মিনইউকে হারিয়ে তাক লাগিয়েছিলেন তিনি। শুধু তিনিই নন, জাতীয় স্তরে টেবিল টেনিসের সামগ্রিক উন্নতির জন্য প্রথম দলগত বিভাগে অংশ নেবে ভারত। এর কারণ হিসাবে মণিকার ব্যাখ্যা, 'দল হিসাবে প্রথমবার আমরা অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করেছি। এটা বিরাট সাফল্য। এর জন্য আল্টিমেট টেবিল টেনিস (ভারতের টিটি লিগ) অনেক সাহায্য করেছে। প্রতিযোগিতাটিতে আমরা বিদেশি খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেয়েছি। ইউটিটি ম্যাচ প্র্যাকটিসের দারুণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে।' মণিকার সঙ্গে দলগত বিভাগে লড়বেন শ্রীজা আকুলা ও অর্চনা কামাথ। রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসাবে দলের সঙ্গে গিয়েছেন বাংলার ঐহিকা মুখোপাধ্যায়।

প্যারিসে নামার পর মণিকা বাত্রা। সোমবার।

ধীরাজকে ঘিরে তিরন্দাজিতে স্বপ্ন ভারতের

প্যারিস, ২২ জুলাই : তিরন্দাজিতে কি প্রথমবার পদক আসবে? অন্তত ভারতীয় দলের পারফরমেন্স সেই আশা জাগিয়ে তুলেছে ক্রীড়াপ্রেমীদের মনে। ধীরাজ বোম্মাদেভেরা-তরুণদীপ রাই-প্রবীণ রাই ত্রয়ী ভরসা জোগাচ্ছে গোটা দেশকে। এর মধ্যে ধীরাজ সবচেয়ে তরুণ তিরন্দাজ। এবারই প্রথম অলিম্পিকে খেলতে নামছেন তিনি। অবশ্য অলিম্পিক নিয়ে কোনও বাড়তি চাপ নিচ্ছেন না ধীরাজ। বরং তিনি বলেছেন, 'এটা আমার প্রথম অলিম্পিক। অন্যান্য প্রতিযোগিতাগুলোর মতো এখানেও একইরকম মানসিকতা নিয়ে খেলব। অলিম্পিকের জন্য বিশেষ কোনও পরিকল্পনা করিনি।'

দলগত সংহতিই ভারতের মূল হাতিয়ার বলে মনে করেন ধীরাজ। তিনি বলেছেন, 'আমরা ২০২১ সাল থেকে একসঙ্গে খেলছি। ধীরে ধীরে একটা দল হয়ে উঠেছি। আমি ব্যক্তিগত বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে দলের বাকি সবাই আমাকে সমর্থন করে।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, 'আমরা ব্যক্তিগত বিভাগে অলিম্পিক কোটা পেলেও সলার লক্ষ্য ছিল টিম কোটা অর্জন করা। ধাপে ধাপে পরিকল্পনা করে সেই কোটা আমরা পেয়েছি।'

গত বিশ্বকাপের পর আত্মবিশ্বাস বেড়েছে ধীরাজদের মনে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমরা বিশ্বকাপে ভালো পারফরমেন্স করেছি। অলিম্পিকে কী হবে জানি না, তবে নিজের ওপর আস্থা রয়েছে।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, 'আমরা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য নিজেদের তৈরি রাখছি। আমার সতীর্থরা আগেও অলিম্পিক খেলেছে। ওদের থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি।' ভারতীয় তিরন্দাজি দলের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাইকোলজিস্ট গায়ত্রী মাধকেকরকে দলের সঙ্গে যুক্ত রাখা হয়েছে। এতে দলের অনেক উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ধীরাজ।

দ্বিতীয় জয়ে চোখ বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : কলকাতা লিগে ৩ ম্যাচ পর প্রথম জয় পেয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শেষ ম্যাচে পিয়ারলেসের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতলেও দলের পারফরমেন্স আহামরি ছিল না। ৫ পয়েন্ট নিয়ে এইমুহূর্তে দশম স্থানে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। তবে আরেকটি জয় পেলে লিগতালিকায় বড় লাফ দেবেন সুহেল আহমেদ ভাটরা। সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে তাদের প্রতিপক্ষ কলকাতা পুলিশ ক্লাব। ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে অফিস দলটি।

সোমবার ম্যাচের আগে শেষ অনুশীলনে হাজির গত মরশুমে বাগানের রিজার্ভ দলের কোচ বাস্তব রায়। প্রো লাইসেন্স পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকায় এবার ডেগি কার্ডোজোকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আসন্ন ডুরান্ড কাপে তাঁর কোচ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এদিন সাইডলাইন থেকে অনুশীলন দেখে ডেগির সঙ্গে কথাও বলেন বাস্তব। অনুশীলনে আরেক নতুন মুখ আশিস রাই। সিনিয়ার স্কোয়াডের এই সাইডব্যাকের নাম কলকাতা লিগে নথিভুক্ত হয়েছে।

আজ কলকাতা লিগে

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম কলকাতা পুলিশ ক্লাব

সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : কল্যাণী স্টেডিয়াম

ভারতীয় খাবারের ভক্ত ম্যাকলারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : লম্বা সময় অপেক্ষার পর মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল দলের আর এক নতুন তারকা রিক্রুট জেমি ম্যাকলারেনের নাম।

অনেকদিন আগেই মোহনবাগানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন জেমি। মেলবোর্ন সিটির সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা এই ফুটবলার টানা পাঁচবছর ওই ক্লাবে খেলে মোট ১০৩টি গোল করেছেন। এ লিগে তাঁর মোট গোল সংখ্যা ১৫৪। দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেসন কামিন্সের পর তিনি তৃতীয় অজি বিশ্বকাপার মোহনবাগানে। তাঁর সঙ্গে চার বছরের চুক্তি হল ক্লাবের। এদিন সবুজ-মেরুনে সই করা এই নয়া বিদেশি বলেছেন, 'ইয়ান হিউমের সময় থেকেই আমি ভারতীয় ফুটবল প্রচুর দেখেছি। অস্ট্রেলিয়ান স্পোর্টস চ্যানেলে দেখা যেত খেলাগুলো। আইএসএলে তখন থেকেই বিশ্বমানের প্রচুর ফুটবলারকে খেলতে দেখেছি। তবে আমার মোহনবাগানকে বেছে নেওয়ার কারণ হল এই ক্লাবের অসাধারণ ইতিহাস ও সঙ্গে ট্রফি জয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। যা আমার মানসিকতার সঙ্গে মিলে যায়। অস্ট্রেলিয়াতে অনেককিছু জিতেছি। এখন অসম্ভব ভালো ফুটবলার ও কোচিং স্টাফদের নিয়ে তৈরি দলের হয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই।' এরপরেই তিনি সমর্থকদের পাগলামির উল্লেখ করে বলেছেন, 'এখানকার সমর্থকদের মধ্যে তীব্র ভালোবাসা ও পাগলামি দেখেছি দলের জন্য। তাই মেরিনার্সদের সামনে খেলতে মুখিয়ে আছি।' তিনি যে এদেশ সম্পর্কে অনেককিছুই জানেন সেটা আরও বোঝা যায় যখন এদেশের খাবারদাবারেরও উল্লেখ করেন। জেমি বলেছেন, 'আমি এবং আমার স্ত্রীর ভারতীয় খাবার খুব পছন্দের। এখানকার দারুণ দারুণ খাবারও খাওয়ার সুযোগ কবে পাব, সেদিকে তাকিয়ে আছি।'

নতুন ফুটবলার এলেই কলকাতা ডার্বি নিয়ে তাঁর কাছে প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী। জেমি নিজেই বলেছেন, 'আমি আগেই কলকাতা ডার্বি দেখেছি। স্টেডিয়ামে ৬০ হাজার মানুষ, ভাবা যায় না! আর ডার্বি সবসময়ই বিশেষ একটা ম্যাচ। সেখানে এরকম দর্শকের সামনে খেলার কথা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। মোহনবাগান ইতিমধ্যেই এক সফল ক্লাব। সেটাই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য। যাতে আমরা ভারতে সেরাই থাকতে পারি।' তিনি এর আগে দিমি ও কামিন্সের বিরুদ্ধে এবং সঙ্গে খেলেছেন বলে জানান। বলেন, 'ওদের দুইজনেরই সঙ্গে এবং বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ হয়েছে। দিমি খেলা তৈরি করে। জানি ও আমাকে

জেমি ম্যাকলারেন।

গোলের জন্য প্রচুর বল যেমন বাড়াবে তেমনি নিজেও গোলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে। আর জেস (কামিন্স) হল আমারই বাঁ পায়ের সংস্করণ। গ্রেগ (স্টুয়ার্ট) ইতিমধ্যেই নিজের দক্ষতার পরিচয় এদেশের মানুষকে দিয়েছে। ওকে আমি চিনি স্কটিশ প্রিমিয়ার লিগ খেলার সময় থেকে। আশা করছি, আমাদের মিলিতভাবে দর্শকদের উত্তেজক ফুটবল উপহার দিতে সমস্যা হবে না।' তিনি ২৯ জুলাই প্রথমদিনের অনুশীলনে উপস্থিত তো থাকছেনই। একইসঙ্গে আরও বলেছেন, 'মোহনবাগানের বিশেষদিন ২৯ হল আমারও জন্মদিন। এও আমার কাছে এক সম্মানের ব্যাপার।' তিনি অনুশীলনের মধ্যেই আছেন বলে জানিয়েছেন।

নতুন মরশুমের জন্য প্রথমবার সামনে এল ইস্টবেঙ্গল দল। সোমবার।

তালাল-দিমিরা এখনও ফিট নন : কোয়াদ্রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : এই মরশুমে প্রাথমিক লক্ষ্য ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম ছয়ে থাকা। মরশুমের প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দিলেন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভা।

জুনিয়ার ও রিজার্ভ দল ইতিমধ্যেই খেলছে কলকাতা লিগে। সিনিয়ার দলেরও প্রস্তুতি বেশ কয়েকদিন হল শুরু করেছেন কার্লোস কোয়াদ্রাত। ইতিমধ্যে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস চলে আসতেই এদিন গোটা দলের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের পরিচয় করানো হল এক ঝকঝকে অথচ আন্তরিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এদিনের অনুষ্ঠান হয় ক্লাবের বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামির আর্ট সেন্টারে। কোচ-ফুটবলাররা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইমামির অন্যতম কর্ণধার আদিত্য আগরওয়াল ও তাঁর ছেলে এবং এবারে দলের প্রধান রিক্রুটার বিভাস আগরওয়াল। এছাড়া ক্লাবের তরফে সচিব রূপক সাহা, ফুটবল সচিব সৈকত গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যতম কর্তা দেবব্রত সরকার।

ইস্টবেঙ্গল এখনও তাদের ষষ্ঠ বিদেশির নাম জানায়নি। স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রসঙ্গ ওঠে শুরুতেই। এই ব্যাপারে কোয়াদ্রাতের মন্তব্য, 'অনেকদিন ধরেই এই ছয় নম্বর বিদেশি নিয়ে কাজ চলছে। তালিকায় থাকা ফুটবলারদের সঙ্গে কথা চলছে। আমাদের হাতে সময় আছে।' যা খবর, এই সপ্তাহের মধ্যেই ষষ্ঠ বিদেশির নাম জানাতে পারে ইস্টবেঙ্গল। এবার ক্লেইটনরা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফ খেলবেন গতবার সুপার কাপ জেতায়। আগে বহুক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, এর জন্য আইএসএলে সমস্যায় পড়েছে ক্লাবগুলো। তাঁর কী পরিকল্পনা প্রশ্ন করলে স্প্যানিশ কোচ বলেছেন, 'গত বছর সুপার কাপ জয়টা অসম্ভব ভালো একটা ব্যাপার ছিল দলের জন্য। আমরা যদি মূলপর্বে পৌঁছোতে পারি, তাহলে আমাদের অনেকগুলো ম্যাচ খেলতে হবে। আর তার জন্য ভালোভাবে তৈরি হওয়াটা জরুরি। আমার ছেলেরা এই চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি।' ট্রফি জয়ের চাপ যে থাকে সেটা স্বীকার করে নিয়ে তিনি জানান, 'এখানে ট্রফি জেতার চাপ প্রচণ্ড। তাই ডুরান্ডে আমাদের মূল দলটাই খেলবে। তবে তালাল (মাদিহ), হিজাজি (মাহের) ও দিমি সবে এল। ওদের ফিট হতে সময় লাগবে।'

দলের যোগ্য অধিনায়কের মতো এখন থেকেই নিজেদের প্রাথমিক লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছেন ক্লেইটন। বলে দিলেন, 'গত মরশুমে আমাদের উপর কারও আস্থা ছিল না। সেখানে এবার যা দল হয়েছে তাতে জয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। আমাদের প্রথম ছয়ে থাকতেই হবে।'

রোহিত-বিরাটকে সব ম্যাচেই চান কোচ গম্ভীর

কলম্বোয় টিম ইন্ডিয়া, শুরু গুরু গৌতম জমানা

মুম্বই, ২২ জুলাই : কখনও নরম, আবার কখনও গরম!

কখনও পরিচিত আগ্রাসী মনোভাব। আবার কখনও পরিস্থিতি ও উইকেটের চরিত্র বুঝে ব্যাটিংয়ের পরিকল্পনা।

এভাবেই আজ ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হয়ে গেল কোচ গৌতম গম্ভীর পর্ব। জাতীয় দলের কোচ হওয়ার পর প্রথমবার সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হলেন কোচ গম্ভীর। সঙ্গে ছিলেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। দুপুরের দিকেই তাঁর দল নিয়ে মুম্বই থেকে কলম্বো উড়ে গেলেন গুরু গম্ভীর। আগামীকাল থেকে কোচ গম্ভীর তাঁর দলবল নিয়ে পাল্লেকেলের মাঠে শ্রীলঙ্কা সফরের প্রস্তুতি শুরু করে দেবেন।

তার আগে আজ প্রায় ৩৫ মিনিটের সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ গম্ভীর স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচক প্রধান অজিতকেও। সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে সবার জানা বিসিসিআই সচিব জয় শা-র আশীর্বাদের 'অদৃশ্য হাত'। যা আগামীদিনেও কোচ গম্ভীরের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

> বিরাটের সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক। আমাদের মধ্যে নিয়মিত মেসেজের আদানপ্রদান হয়। দুইজন পরিণত মানুষের মধ্যে যেমন বন্ধুত্ব থাকা প্রয়োজন, আমাদের সম্পর্কটা তেমনই। আসলে আপনারা শুধু টিআরপি বাড়ানোর কথা ভাবেন। মনে রাখবেন, আমরা এখন ১৪০ কোটি দেশবাসীর প্রতিনিধি।
>
> **গৌতম গম্ভীর**

বিরাট কোহলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের জল্পনা বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট টি২০ থেকে অবসর নেওয়ার পর বাকি দুই ফরম্যাটের সব ম্যাচেই তাঁদের দলে পাবেন বলে মন্তব্য করেছেন গম্ভীর। শুধু তাই নয়, প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড় ভারতীয় ক্রিকেটকে যে জায়গায় পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন, সেখান থেকে সামনে তাকানো নিশ্চিতভাবেই বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনার। টিম ইন্ডিয়াকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ নেওয়ার পাশে শেষ কয়েক বছরে পরিচিত হয়ে ওঠা ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের মতো শব্দের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন। গম্ভীর আজ বলেছেন, 'অত্যন্ত সফল টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে। এমন একটা দলের দায়িত্ব নিয়েছি। যে দলটা শেষ কয়েক মাসে একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে। দলের দায়িত্ব নেওয়ার কাজটা সহজ নয়। তাছাড়া কোচ হিসেবে আমার পূর্বসূরিদের জুতোয় পা গলানোর কাজটাও সহজ নয়।'

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান জাতীয় নির্বাচক অজিত আগরকারের সঙ্গে নতুন কোচ গৌতম গম্ভীর। সোমবার।

কঠিন কাজকে সহজ করতে হলে কোচ গম্ভীরকে রোহিত-বিরাটদের পাশে পেতেই হবে। প্রাক্তন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর বাস্তব সম্পর্কে সচেতন। তাই তিনি বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি বিরাট-রোহিতের মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে। ওরা দুর্দান্ত ক্রিকেটার। দুনিয়ার যে কোনও দলের সম্পদ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, অস্ট্রেলিয়া সফর, ইংল্যান্ড সফরের পাশে ফিটনেস ঠিক থাকলে ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের জন্যও ওদের ভাবা যেতে পারে।' কিন্তু বিরাটের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কেমন? অতীতে তো বিস্তর সমস্যা হয়েছে। এক সাংবাদিকের প্রশ্ন শুনেই ঠান্ডা মাথায় স্টেপ আউট করলেন গম্ভীর। টিম ইন্ডিয়ার নয়া কোচের কথায়, 'বিরাটের সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক। আমাদের মধ্যে নিয়মিত মেসেজের আদানপ্রদান হয়। দুইজন পরিণত মানুষের মধ্যে যেমন বন্ধুত্ব থাকা প্রয়োজন, আমাদের সম্পর্কটা তেমনই। আসলে আপনারা শুধু টিআরপি বাড়ানোর কথা ভাবেন। মনে রাখবেন, আমরা এখন ১৪০ কোটি দেশবাসীর প্রতিনিধি।'

কোহলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রসায়ন আগামীদিনে কোন পথে যায়, তা নিয়ে যেমন তুমুল আগ্রহ রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলের। তেমনই হার্দিক পান্ডিয়াকে কোচ গম্ভীর কীভাবে সামলান, তা নিয়েও আগ্রহের শেষ নেই। যদিও তাঁর দুই সহকারী কোচের অন্যতম অভিষেক নায়ারের সঙ্গে হার্দিকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো বলেই খবর। কিন্তু তারপরও খচখচানি থাকছেই। ভারতীয় বোলিং আক্রমণের নেতা জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে কোনও রাখঢাকের পথে হাঁটেননি গুরু গম্ভীর। তাঁর কথায়, 'বুমরাহ বিরল প্রজাতির বোলার। ওর মতো বোলারের জন্য ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের বিষয় মাথায় রাখতেই হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বুমরাহ বা বাকি বোলারদের বাছাই করে ম্যাচ খেলাতে হবে। বাস্তবে সেটা সম্ভবই নয়।'

হার্দিকের পাশে বাঙ্গার

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে আপত্তি নেই।

কিন্তু হার্দিক পান্ডিয়াকে যেভাবে লিডারশিপ গ্রুপ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, মেনে নিতে পারছেন না সঞ্জয় বাঙ্গার। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচের মতে, কিছুটা হলেও অবিচারের শিকার হার্দিক।

টি২০ বিশ্বজয়ী দলে রোহিত শর্মার ডেপুটি ছিলেন হার্দিক। রোহিতের অবর্তমানে নেতৃত্ব পাওয়া নিশ্চিত ছিল। যদিও হার্দিক নন, সূর্যকুমার যাদবকে অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছেন নির্বাচকরা। নেপথ্যে নয়া কোচ গৌতম গম্ভীরও। পাশাপাশি ওডিআই দলে রোহিতের ডেপুটি হয়েছেন শুভমান গিল।

হার্দিককে আগামী দিনে লিডারশিপ গ্রুপে না রাখার ভাবনা পরিষ্কার। যে প্রসঙ্গে বাঙ্গার বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার আগে দীর্ঘদিন ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছে সূর্যকুমার যাদব। অভিজ্ঞতাও প্রচুর। নেতৃত্ব দিয়েছে মুম্বই রনজি ট্রফি দলকে। প্লেয়ারদের থেকে কীভাবে সেরাটা বের করে আনতে হয় জানে। সূর্যকে অধিনায়ক করা সেদিক থেকে ভুল নয়। বিশ্বাস, সূর্য দায়িত্বটা সফলভাবে সামলাবে। কিন্তু তারপরও আমার মনে হয়, কিছুটা হলেও হার্দিকের প্রতি অবিচার হয়েছে।'

'অবিচার হয়েছে'

নেতৃত্বের ইস্যুতে নির্বাচকদের ভোলবদল নিয়েও অবাক তিনি। রাখঢাক না করেই বাঙ্গার বলেছেন, 'হার্দিককে টি২০ ভারতীয় দলের অধিনায়ক না করার সিদ্ধান্তে আমি অবাক। গত টি২০ বিশ্বকাপের আগে তো মনে হচ্ছিল, রোহিতকে হয়ত নেতৃত্বে রাখাই হবে না। হার্দিকই অধিনায়ক হতে চলেছে। কিন্তু রাতারাতি সেই ভাবনায় পরিবর্তন। যা হজম করা মুশকিল।'

বাঙ্গার নিশ্চিত, নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত হার্দিকের জন্য বড় ধাক্কা। সহজে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না তারকা অলরাউন্ডারের। নতুন কোচ যখন আসে, তার সঙ্গে আসে কিছু নতুন ভাবনা। তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে গৌতম গম্ভীরের ক্ষেত্রে। তবে যা ঘটেছে, কিছুটা হলেও তা হার্দিকের প্রতি অবিচার। এদিকে, হার্দিকের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার প্রতি অনিহা নিয়ে চাঞ্চল্যকার অভিযোগ ডেভ হোয়াটমোরের। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দলের পাশাপাশি হার্দিকের রনজি টিম বরোদার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন হোয়াটমোর। এদিন পাক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, ঘরোয়া সাদা বলের ক্রিকেট খেলতে একেবারেই আগ্রহী নয় অনেকেই। হার্দিক যেমন। কোচ থাকাকালীন বরোদার হয়ে হার্দিককে খেলতেই দেখেননি।

ফিটনেস মন্ত্রে অধিনায়ক সূর্য : আগরকার

মুম্বই, ২২ জুলাই : স্পষ্ট প্রশ্ন। তীক্ষ্ণ জবাব!

টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের দারুণ একটা মিল রয়েছে। দুইজনই ঠোঁটকাটা। সোজা কথা স্পষ্টভাবে বলতে পছন্দ করেন। গম্ভীর-আগরকারের জুটি ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যাবে,

জাড্ডু বাদ নয়

সময় তার জবাব দেবে।

সকাল দেখলে বাকি দিনটা কেমন যাবে, এমন আপ্তবাক্য ধরলে বলা যেতেই পারে গম্ভীর-আগরকার জমানায় ভারতীয় ক্রিকেটের চিরকালীন 'ঢাকঢাক গুড়গুড়' বিষয়টা অবলুপ্ত হতে চলেছে। অন্তত আজ মুম্বইয়ে গম্ভীরের প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে কেন সূর্যকুমার যাদব টি২০ অধিনায়ক হলেন, হার্দিক পান্ডিয়া কেন পিছিয়ে পড়লেন-এমন প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন আগরকার। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধানের কথায়, 'আমরা টি২০ ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে এমন একজনকে চাইছিলাম, যার কোনও ফিটনেস সমস্যা নেই। অধিনায়ক হিসেবে যাকে সব ম্যাচে পাওয়া যাবে। এই দুই দিক বিবেচনা করেই টি২০ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটার সূর্যকে অধিনায়ক করা হয়েছে। আমরা সূর্যকেই যোগ্য বলে মনে করেছি।' অলরাউন্ডার হার্দিকের ফিটনেসের দিকে প্রশ্ন তুলে দেওয়ার পাশে টি২০ অধিনায়ক নির্বাচনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে ভারতীয় দলের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের পরামর্শও নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আগরকার। বলেছেন, 'হার্দিকের ক্রিকেটীয় স্কিল নিয়ে সমস্যা নেই। কিন্তু ওর ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাছাড়া অধিনায়ক চূড়ান্ত করার আগে ভারতীয় দলের অন্দরেও এই ব্যাপারে আমরা কথা বলেছিলাম।' ইঙ্গিত পরিষ্কার যে, টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে হার্দিকের গ্রহণযোগ্যতা শূন্য। তার মানে হার্দিককে কি আর জাতীয় দলের নেতৃত্বে দেখা যাবে না?

প্রথমবার দেশের নেতৃত্ব নিয়ে বিদেশ সফরে চলেছেন সূর্যকুমার যাদব।

> আমরা টি২০ ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে এমন একজনকে চাইছিলাম, যার কোনও ফিটনেস সমস্যা নেই। অধিনায়ক হিসেবে যাকে সব ম্যাচে পাওয়া যাবে। এই দুই দিক বিবেচনা করেই টি২০ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটার সূর্যকে অধিনায়ক করা হয়েছে। আমরা সূর্যকেই যোগ্য বলে মনে করেছি।
>
> **অজিত আগরকার**

এমন প্রশ্নের সরাসরি কোনও জবাব দেননি অজিত। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেছেন, 'হার্দিক আমাদের দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য। ওর ফিটনেস নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে ঠিকই। কিন্তু ওর নেতৃত্বের সম্ভাবনা চিরকালের জন্য শেষ কি না, এখনই বলার সময় আসেনি। পরের টি২০ বিশ্বকাপের আগে এখনও পর্যাপ্ত সময় রয়েছে।'

টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্বের বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়ার পাশে রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়েও মুখ খুলেছেন অজিত। জাড্ডুও টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের মতো কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। অথচ, শ্রীলঙ্কা সফরের একদিনের দলে তিনি নেই। কেন? আগরকারের কথায়, 'শ্রীলঙ্কায় সিরিজটা তিন ম্যাচের। সংক্ষিপ্ত এই সিরিজে অক্ষর দলে রয়েছে। আমরা একই ধরনের দুইজনকে স্কোয়াডে রাখতে চাইনি। স্পষ্ট বলছি, জাড্ডু বাদ নয়। জাদেজার সঙ্গে কথাও হয়েছিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে।'

বিশেষ সম্মান বিন্দ্রাকে

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : ভারতের প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে ২০০৮ সালের অলিম্পিকে ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতেছিলেন প্রাক্তন তারকা শুটার অভিনব বিন্দ্রা। তাছাড়াও ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে বিন্দ্রার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। যা মাথায় রেখেই তাঁকে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)। যার পোশাকি নাম অলিম্পিক অর্ডার। অলিম্পিক ও ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্যই মূলত ১৯৭৫ সাল থেকে এই পুরস্কার অ্যাথলিটদের দেওয়া হয়। অভিনবের বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্তির কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মানসুখ মান্ডাভিয়া বলেছেন, 'অভিনব বিন্দ্রাকে অভিনন্দন। উনি অলিম্পিক মুভমেন্টে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য অলিম্পিক অর্ডার পুরস্কার পেয়েছেন। ওঁর কীর্তি আগামীদিনেও শুটার ও অলিম্পিয়ানদের উদ্বুদ্ধ করবে।'

আইসিসি বৈঠকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে কথা হয়নি

বড়রা নিশ্চয় শেখায়নি, সামিকে তোপ বাসিতের

লাহোর, ২২ জুলাই : ইনজামাম-উল-হকের সঙ্গে মৌখিক যুদ্ধে নেমে পাক ক্রিকেট মহলের তোপের মুখে মহম্মদ সামি। গত টি২০ বিশ্বকাপের সময় অর্শদীপ সিংয়ের বিরুদ্ধে বল বিকৃতির অভিযোগ করেছিলেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক। পালটা জবাবে ইনজামামকে 'কার্টুনিশ' বলে কটাক্ষ করেন সামি।

সামির যে মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এদিন পালটা জবাব ওয়াঘার ওপার থেকে। প্রাক্তন তারকা বাসিত আলির মতে, ইনজামামের মতো কিংবদন্তির সম্পর্কে কিছু বলার সময় শব্দচয়নে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। 'ইনজিভাইয়ের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সামি যেভাবে তাঁকে কার্টুন বলেছে, তা অসম্মানজনক। পাকিস্তান দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ইনজামাম। অত্যন্ত খারাপ শব্দ। আমরা তোমার বোলিংয়ের প্রশংসা করি। কিন্তু তোমার উচিত ভাষায় লাগাম লাগানো। ইনজিভাইয়ের বিরুদ্ধে যে শব্দ বলেছ, তা আমাকেও আঘাত করেছে।'

বাসিতের কথায়, 'যদি তুমি (সামি) মনে করো ইনজিভাই কিছু ভুল বলেছে, জবাবটা ভদ্রভাবে দেওয়া যেত। সিনিয়ারদের সম্মান প্রাপ্য। সম্মান করতে না পারলে তার ফল কখনও সুখকর হয় না। কার্টুন বলাটা অত্যন্ত ভুল। অত্যন্ত অসম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করেছো। বড়রা নিশ্চয় তোমাকে এরকম শেখায়নি। ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে অনুরোধ, এরকম মন্তব্য করো না।'

এদিকে সূত্রের দাবি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আইসিসি-র বার্ষিক সভা উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও বাস্তবে ঠিক উলটোই ঘটেছে। চারদিনের বৈঠকের অ্যাজেন্ডায় ছিল না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ইস্যু। তবে মনে করা হয়েছিল, আলাদা করে দুই পক্ষ আলোচনায় বসতে পারে। যদিও ভারত, পাকিস্তান বোর্ডের শীর্ষকর্তারা উপস্থিত থাকলেও এই নিয়ে তাদের মধ্যে নাকি আলোচনাই হয়নি। এক ভারতীয় শীর্ষকর্তা দাবি করেছেন, 'অ্যাজেন্ডাতে ছিল না। আলাদা করে আইসিসি-র এজিমে পিসিবি-র সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আমাদের কোনও কথা হয়নি। হাতে এখনও সময় রয়েছে। আইসিসিই বিষয়টি দেখবে।'

ইনজামাম-উল-হক ও মহম্মদ সামি বিতর্কে ঢুকে পড়লেন বাসিত আলিও।

বাবরের মেন্টর বিরাট

লাহোর, ২২ জুলাই : বাবর আজম বনাম বিরাট কোহলি। তুলনা ঘিরে একসময় সরগরম হয়েছে ক্রিকেটমহল। যদিও স্বয়ং বাবর আজমের বক্তব্য ঠিক উলটোই। তুলনা নয়, বরং নিজের ব্যাটিং উন্নতির জন্য সুযোগ-সময় পেলেই নাকি বিরাট কোহলির থেকে পরামর্শ নেন। ইউটিউব চ্যানেলে এবি ডিভিলিয়ার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন বাবরই। পাকিস্তান অধিনায়কের মতে, নিজেকে আরও উন্নত করতে তিনি ভালো ক্রিকেটারদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলেন। কোহলি যার মধ্যে অন্যতম। কথা বলেন জো রুট, কেন উইলিয়ামসনের সঙ্গেও। তাঁর যুক্তি, দক্ষ খেলোয়াড়ের পরামর্শ, সবসময় সমৃদ্ধ করে তাঁকে। বাবরের স্বীকারোক্তি, 'ক্রিকেটাররা যখন পাকিস্তানে আসে, আমাদের তরুণ খেলোয়াড়রা তাদের থেকে শেখার চেষ্টা করে। কথা বলে, পরামর্শ নেয়। আমিও যখন ছোট ছিলাম, তোমার (এবি) সঙ্গে কথা বলেছি। শিখেছি। প্রত্যেকের থেকে শেখার চেষ্টা করি আমি।'

৩ সদস্যের রিভিউ কমিটি আইসিসির

টি২০ বিশ্বকাপে ক্রিকেট দুর্নীতি

কলম্বো, ২২ জুলাই : অভিযোগ বিস্তর। আর সেই অভিযোগ নিয়ে অবশেষে চাপে পড়ে নড়েচড়ে বসল ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। কলম্বোয় আজই শেষ হওয়া ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বোর্ড মিটিংয়ে আমেরিকায় টি২০ বিশ্বকাপ আয়োজনকে কেন্দ্র করে ওঠা বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য তিন সদস্যের রিভিউ কমিটি গঠন করল আইসিসি। তিন সদস্যের কমিটিতে রয়েছেন রজার টসে, লসন নাইডু ও ইমরান খোয়াজা। আইসিসি-র তরফে সংবাদমাধ্যমের কাছে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী নভেম্বরের মধ্যে তিন সদস্যের এই রিভিউ কমিটি সবদিক খতিয়ে দেখে আইসিসি-র বোর্ডের কাছে তাদের রিপোর্ট দেবে।

বার্বাডোজে রোহিত শর্মার ভারত অপরাজিত থেকে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রায় এক মাস হতে চলেছে। কিন্তু তার মধ্যেও মার্কিন মুলুকে কুড়ির বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে বিতর্ক থামেনি। ক্রিকেটের বেসিক পরিকাঠামোর যেমন অভাব ছিল নিউ ইয়র্ক থেকে শুরু করে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে, তেমনই আমেরিকায় ক্রিকেটের প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য আইসিসি-র পরিকল্পনাও প্রবলভাবে ধাক্কা খেয়েছে। কারণ, আমেরিকায় বিশ্বকাপ ক্রিকেট আয়োজনকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগও রয়েছে। আমেরিকার ক্রিকেট প্রধানের বিরুদ্ধেই সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সেখানকার কয়েকজন সদস্য আইসিসির কাছে আগেই চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠি রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে আইসিসি-র বোর্ড মিটিংয়ে পড়া হয়েছে। আর তারপরই সিদ্ধান্ত হয়েছে তিন সদস্যের রিভিউ কমিটি গঠনের। আমেরিকার মেজর লিগ ক্রিকেটের সঙ্গেও দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে। গোটা ঘটনায় প্রবল অস্বস্তিতে পড়েই আইসিসি-কে তিন সদস্যের রিভিউ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে আজ।

International Cricket Council

'দেবব্রত রায় স্মরণে'

জন্ম : ১৫ই মার্চ ১৯৮৩ [৩০শে ফাল্গুন ১৩৮৯]
মৃত্যু : ২৪শে জুলাই ২০২৩ [৭ই শ্রাবণ ১৪৩০]

দেবব্রত (দেবু) : এক বছর আগে তোমাকে হারিয়েছি। তোমার অনেক আশা ছিল, সাধ ছিল, কিছুই পূর্ণ হয়নি, অকালে তুমি চলে গেলে। তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে বেঁচে আছি। আমাদেরকে ক্ষমা করো বাবা। তুমি বেঁচে থাকো আমাদের হৃদয়ে, মর্মে, মননে।

তোমার হতভাগ্য বাবা - মহেন্দ্র কুমার রায়, মা - দিবা রায়, আত্মীয়স্বজন।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা লাল্টু পুজারী - কে 24.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 68E 75534 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সাধারণ মানুষকে কোটিপতি বানানোর জন্য ডিয়ার লটারির প্রশংসা করা উচিত। আমার মতো মানুষেরাই কেবল কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখতো কিন্তু এখন ডিয়ার লটারির মাধ্যমে সেই স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। পুরস্কারের এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আমার আর্থিক স্থিতিশীলতার উন্নতি করতে সাহায্য করবে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

ছোট নিলামে দরে লাগামের ভাবনা

বাড়ছে বাজেট, এখনও জট রিটেইনারশিপ নিয়ে

মুম্বই, ২২ জুলাই : ভারতীয় ক্রিকেটে গৌতম গম্ভীর জমানার সূচনা।

শ্রীলঙ্কাগামী বিমানে ওঠার আগে হেডকোচ হিসেবে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন করেন এদিন। টিম ইন্ডিয়ার নতুন জমানা শুরুর মাঝে আইপিএল ঘিরেও একাধিক পরিবর্তন, নয়া পদক্ষেপের ভাবনা।

ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির স্যালারি ক্যাপ ইতিমধ্যেই বাড়ানো হয়েছে। ১০০ কোটির বদলে আগামী মেগা নিলামে দল গঠনে সর্বাধিক ১২০ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবে দলগুলি।

রিটেইনশন নিয়ে জট ছাড়ানোর প্রক্রিয়াও জারি। ইতিমধ্যেই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকে বসেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকর্তারা। দলগুলির বক্তব্যকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে পূর্বের মতো চারজনকে রিটেইন করা হবে নাকি সংখ্যাটা বাড়বে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ৩০ কিংবা ৩১ জুলাই দুই পক্ষ ফের বৈঠকে বসছে। যে বৈঠকে সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞমহল।

এদিকে, মেগা লিগ ঘিরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের তালিকায় রয়েছে ছোট নিলামে তারকাদের বিশাল অঙ্ক পাওয়া আটকানোর চিন্তাভাবনা। গত নিলামে মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্সদের ২০-২৫ কোটি টাকার বিশাল দর চমকে দেয়। প্রশ্নও উঠেছিল স্টার্কদের আকাশছোঁয়া টাকা পাওয়া নিয়ে।

অভিযোগ ওঠে, বিদেশি ক্রিকেটাররা বেশি টাকা পেতে কৌশলে আইপিএলের ছোট নিলামগুলিকে কাজে লাগায়। যেহেতু বড় নিলামেই অধিকাংশ তারকাকে দলগুলি তুলে নেয়। ছোট নিলামে হাতেগোনা কয়েকজন তারকা থাকে। আর যাঁদের নিয়ে টানাটানি বেশি, পাল্লা দিয়ে দরও লাগামছাড়া।

চমকে দেওয়া যে দর আটকানোর ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণ ধূমল জানিয়েছিলেন, তাঁরা এই নিয়ে ভাবছেন। ভাবনার প্রতিফলন, কিছু বিধিনিষেধ আনা হচ্ছে। যার ফলে সহজে কেউ ছোট নিলামকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের 'দাম' বাড়িয়ে নিতে পারবেন না।

সূত্রের খবর, আগের বড় নিলামে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ যে দাম উঠেছিল, পরের দুই বছরের ছোট নিলামে তার থেকে বেশি টাকা কেউ পাবেন না। সেক্ষেত্রে নিলামের টানাটানি দর আগের দামকে ছাড়িয়ে গেলেও বাড়তি টাকা পাবেন না সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার। বাড়তি টাকা অন্য খাতে ব্যয় করবে বোর্ড।

উদাহরণস্বরূপ কামিন্সের কথা বলা যায়। ২০২১ সালের মেগা নিলামে তাঁকে ৭.২৫ কোটিতে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। গতবছর মিনি-নিলামে সেখানে ২০.৫০ কোটি দামে কামিন্সকে নেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে ২০.৫০ নয়, কামিন্সের পকেটে ঢুকত ৭.২৫ কোটি টাকাই।

INDIAN PREMIER LEAGUE

শ্রদ্ধাঞ্জলী

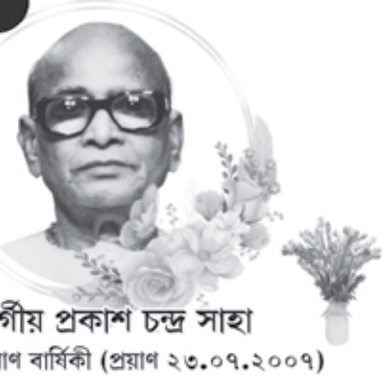

স্বর্গীয় প্রকাশ চন্দ্র সাহা
১৭তম প্রয়াণ বার্ষিকী (প্রয়াণ ২৩.০৭.২০০৭)
"তোমাকে স্মরণ করি অশ্রু অর্ঘ্য দিয়ে যেথা আছো ভালো থেকো চিরশান্তি নিয়ে"
তুমি আমাদের পথ প্রদর্শক,
তোমার চলে যাওয়ায় আমরা বিদীর্ণ ও মর্মাহত।
তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।
শোকাহত পরিবারবর্গ, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি ও
প্রকাশ ডিস্টিলারী এ্যন্ড কেমিক্যাল কোঃ প্রাঃ লিমিটেড
এর কর্মীবৃন্দ